স্বর্ণ সম্ভার
২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর
(প্রতিদিন দোকান খোলা)
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৫ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ : www.jagarandaily.com

সিস্টার Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 18 September, 2019 ■ আগরতলা, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ইং ■ ৩১ ভাদ্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা পূজা বুধবার। মঙ্গলবার মূর্তি নিয়ে যান এক ভক্ত। আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

এনআরসি ঃ হাইকমান্ডের সাথে মতানৈক্য প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির পদ ছাড়ছেন প্রদ্যুৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ সেপ্টেম্বর।। এনআরসি ইস্যুতে কংগ্রেস হাইকমান্ডের সাথে ত্রিপুরা প্রদেশ সভাপতি প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের তীব্র মতানৈক্য দেখা দিয়েছে। কারণ, কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব তাঁকে সুপ্রিম কোর্ট থেকে এনআরসি নিয়ে মামলাটি প্রত্যাহারের নির্দেশ দিয়েছেন। তবে, এনআরসি নিয়ে কোনও সমঝোতা করবেন না, তা হাইকমান্ডকে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন প্রদ্যুৎ। প্রয়োজনে দলের প্রদেশ সভাপতির পদ এবং প্রাথমিক সদস্যপদও ছাড়তে তৈরি আছেন, তা-ও তিনি জানিয়ে দিয়েছেন। এ-বিষয়ে তাঁর সাফ কথা, ত্রিপুরায় বহিরাগতদের কোনও স্থান নেই। তাই এনআরসি মামলা প্রত্যাহারের কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

ত্রিপুরায় এনআরসি চালুর জন্য সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। এছাড়া আরও দুটি মামলা হয়েছে একই দাবিতে। কিন্তু অসমে এনআরসির তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে কংগ্রেস ওই ইস্যুতে অবস্থান বদল করাই সুবিধাজনক বলে মনে করছে। তাই ত্রিপুরার দায়িত্বপ্রাপ্ত কংগ্রেস নেতা লইজিনহো ফেলেইরিও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনকে সুপ্রিম কোর্টে দাখিলকৃত এনআরসি মামলা প্রত্যাহারের নির্দেশ দিয়েছেন।

এ-বিষয়ে আজ তিনি সরাসরি কিছু বলেননি। তবে, তিনি সাফ জানিয়েছেন, এনআরসি ইস্যুতে মামলা প্রত্যাহার নিয়ে এক চুলও নাড়বেন না তিনি। তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় কোনও বহিরাগতদের জায়গা দেওয়া হবে না। এনআরসি হলে ত্রিপুরায় দীর্ঘ সময় ধরে আশ্রিত বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করা যাবে। শুধু তা-ই নয়, অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের দেশ থেকে তাড়ানোও সম্ভব হবে।

তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের জন্য ভূমিপুত্ররা নানাভাবে বঞ্চিত হচ্ছেন। তাই, এ-বিষয়ে কোনও আপস করা সম্ভব নয়। কংগ্রেস দল এবং সভাপতি পদ ছাড়ছেন বলে আজ সরাসরি কোনও মন্তব্য করেননি তিনি। কিন্তু, দিল্লি গিয়ে কংগ্রেস হাইকমান্ডকে এনআরসি নিয়ে তাঁর অবস্থান এবং সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেবেন তিনি। তাই, আজই তিনি দিল্লি যাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন প্রদ্যুৎ কিশোর।

বিপাকে পরে রাস্তায় নেমেছে নেশা কারবারিরা, বাম যুবাদের জমায়াতকে কটাক্ষ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ সেপ্টেম্বর।। নেশা কারবারীরা বিপাকে পড়েছেন, তাই তারা রাস্তায় নেমেছেন। গতকাল বাম যুব সংগঠনের মিছিল ও জমায়াতকে আজ (মঙ্গলবার) সাংবাদিক সম্মেলনে এভাবেই কটাক্ষ করেছেন বিজেপি প্রদেশ মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য। তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তনের পর নেশা কারবারিদের চিহ্নিত করে ধরপাকড় শুরু হয়েছে। তাই, তারা এখন রাস্তায় নেমেছে।

এদিন নবেন্দুবাবু বলেন, নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাই ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর নেশা কারবারিদের চিহ্নিত করে ধরপাকড় চলছে। ফলে তাদের রাতের ঘুম উবে গেছে। তাই, এখন তারা রাস্তায় নেমে আত্মরক্ষার কৌশল নিয়েছে।

তিনি বিধানসভায় বিরোধী উপনেতা বাদল চৌধুরীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, নেশা কারবারিরা এখন বিপাকে পড়েছে সে-কথা বাদলবাবুর বক্তব্যে স্পষ্ট হয়েছে। তিনিও মনে করেন, সিপিএমের অনেক নেতা ওই নেশা কারবারের সাথে যুক্ত থাকার কারণে জেলে যাবেন।

নবেন্দুবাবু আজ কটাক্ষের সুরে বলেন, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসির সব আসনেই লড়বে বিজেপি ঃ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ সেপ্টেম্বর ।। এডিসিতেও ঝুলি খালিই থাকবে আইপিএফটি'র। কারণ, ২৮টি আসনেই বিজেপি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দলের প্রদেশ সভাপতি তথা মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা অকপটে জানিয়েছেন। মঙ্গলবার এডিসি নির্বাচনকে লক্ষ্য রেখে প্রচার কৌশল স্থির করার জন্যই বাছাই করা ৩০ জন প্রচারকদের নিয়ে ত্রিদিবসীয় কর্মশালায় যোগ দিয়ে বিপ্লব কুমার দেব দলের অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

এদিন তিনি বলেন, ২০২০ সালের মাঝামাঝি সময়ে এডিসি নির্বাচন রাজ্যে অনুষ্ঠিত হবে। সেই লক্ষ্যে জনজাতি অংশের ভোটারদের কাছে বিজেপি'র আদর্শ তুলে ধরতে হবে। সেই লক্ষ্যে বাছাই করা প্রচারকদের প্রত্যেক ভোটারের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকারের উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ তাদের কাছে তুলে ধরার পাশাপাশি বিজেপির প্রতি ভোটারদের আকর্ষন বাড়াতে হবে।

তাঁর দাবি, দীর্ঘ বাম শাসনে এডিসি'র আশানুরূপ উন্নয়ন হয়নি। শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং যোগাযোগ ক্ষেত্রে এডিসি সামনের সাড়িতে এগিয়ে আসেনি। তাঁর বক্তব্য, রাজ্যের ৬৮ শতাংশ জমি এডিসি এলাকাতে অবস্থিত। তাঁর মতে, এডিসিকে অধীক ক্ষমতা এবং সরাসরি অর্থ প্রদান করা হলে কর্ম সংস্থান ও শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবায় ক্ষেত্র বিস্তারিত হবে।

এদিন তিনি জানান, এডিসি নির্বাচনে উভয় শাসক দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। তাই, বাছাই করা ৩০ জন প্রচারককে প্রচারের গুরু দাবিত্ব দেওয়া হচ্ছে। এডিসি নির্বাচনে বিজেপির প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যকে ঘিরে আইপিএফটি'র ঝুলি শূণ্য থাকবে বলেই মনে করা হচ্ছে। কারণ, ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের ফলাফল এডিসি নির্বাচনেও প্রতিফলিত হবে বলেই ধারণা করা হচ্ছে।

ধর্মনগরে রেল লাইনে মরণঝাঁপ তরুণীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ সেপ্টেম্বর।। অভিমানে আত্মঘাতী হলেন এক তরুণী। চলন্ত ট্রেনের ইঞ্জিনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন ধর্মনগর থানাধীন লালছড়া গ্রামপঞ্চায়েতের চড়কটিলার বাসিন্দা জেনি দাস (১৯)।

ধর্মনগরের জিআরপি থানার ওসি জানিয়েছেন, স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা অন্য যাত্রীরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই ট্রেনের ইঞ্জিনের সামনে ঝাঁপ দেন ওই তরুণী। চালক অনেক চেষ্টা করেও ট্রেন থামাতে পারেননি। কারণ, হঠাৎ ওই ঘটনায় ট্রেনের গতি থামানো তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

এদিন তিনি জানান, দুপুর প্রায় ৩-টা ৫ মিনিট নাগাদ আগরতলা-শিলচর প্যাসেঞ্জের ট্রেন ধর্মনগর স্টেশনে ঢোকার সময় ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা জেনি দাস হঠাৎ ইঞ্জিনের সামনে ঝাঁপ দেন। ট্রেনের নীচে কাটা পরে তার মাথা দেহ থেকে আলাদা হয়ে গেছে। জিআরপি ওসি জানিয়েছেন, তার কলেজের পরিচয়পত্র দেখে বাড়ির ঠিকানা পাওয়া গিয়েছে। সেই মত তাদের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানী আগরতলায় স্বস্তির বৃষ্টি। ছবি নিজস্ব।

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে নিয়োগে নয়া পদ্ধতির পরিকল্পন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ সেপ্টেম্বর।। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে নিয়োগের ক্ষেত্রে নয়া পদ্ধতির পরিকল্পনা করছে রাজ্য সরকার। তাতে দুইটি ভাগে শিক্ষকদের নিয়োগ করা হবে। প্রত্যন্ত ও অতি প্রত্যন্ত এলাকায় শিক্ষকদের নিয়োগের পরিকল্পনা চলছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। তিনি জানান, অন্তিমবার ২০০৯সালের ২৭ জুলাই নিয়ম পরিবর্তন হয়েছিল। কিন্তু, পরিকল্পনার অভাবে উদ্দেশ্য সফল হয়নি। তিনি জানান, উচ্চ ও উচ্চ বুনিয়াদি স্কুলে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে নয়া ফর্মূলা নেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে প্রয়োজনের নিরিখে শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। বিদ্যালয়গুলিতে বিষয়ভিত্তিক প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষক নিয়োগে পরিকল্পনা চলছে।

ছুটি

দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা পূজা উপলক্ষে বুধবার জাগরণ ও রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস-এর কর্মীদের ছুটি। তাই বৃহস্পতিবার এই পত্রিকা প্রকাশিত হবে না।

চোর সন্দেহে যুবককে পিটিয়ে খুন, ধৃত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ সেপ্টেম্বর।। মোবাইল চোর সন্দেহে এক যুবককে প্রকাশ্য দিবালোকে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে। ওই ঘটনায় পুলিশ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে।

ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট থানাধীন সুকান্তনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের রেল কলোনির বাসিন্দা কিষাণ দেবনাথ (২০)-এর সংঘবদ্ধ হামলায় মৃত্যু হয়েছে। তার বিরুদ্ধে গতকাল রাতে মোবাইল চুরির অভিযুক্ত উঠেছে। পুলিশ জানিয়েছে, রেল কলোনির বাসিন্দা দিলীপ দাসের মোবাইল গতকাল রাতে চুরি হয়েছিল। তাঁর অভিযোগ, কিষাণ দেবনাথ মোবাইল চুরি করেছে। তাকে সন্দেহ করার কারণ হল, ইতিপূর্বেও তার বিরুদ্ধে একাধিক চুরির অভিযোগ রয়েছে।

কুমারঘাট থানার কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাধারঘাট উপনির্বাচনে সব বুথে ওয়েব ক্যামেরা চাইল সিপিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ সেপ্টেম্বর।। বাধারঘাট উপনির্বাচনে সমস্ত বুথের ভেতরে এবং বাইরে ওয়েব ক্যামেরা বসানোর দাবি জানিয়েছে সিপিএম। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক শ্রীরাম তরণিকান্তিকে লেখা চিঠিতে লোকসভা নির্বাচনে ১৬৮টি বুথে পুনর্নির্বাচনের প্রসঙ্গ টেনে এনে ভোটে কারচুপি আটকানোর জন্য ওই দাবি তুলেছে সিপিএম। আজ দলের রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাস অবজারভার এবং মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের কাছে এই দাবি পেশ করেছেন। এদিকে, সিপিআইএম-এর পশ্চিম জেলা কমিটি আজ বাধারঘাট কেন্দ্রে উপনির্বাচনে অবজারভার এবং রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের সাথে দেখা করে অবাধ ও সুষ্ঠু ভোটের দাবি জানিয়েছেন।

সিপিএম-এর রাজ্য সম্পাদক চিঠিতে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিককে বলেছেন, লোকসভা নির্বাচনে ব্যাপক রিগিং হয়েছে, ওয়েব ক্যামেরার রিপোর্টে তার প্রমাণ মিলেছে। তাই, ১৬৮টি বুথেই পুনর্ভোটের ঘোষণা করেছিল নির্বাচন কমিশন। তিনি বলেন, সম্প্রতি আমরা জানতে পেরেছি, বাধারঘাট কেন্দ্রের উপনির্বাচনে কোনও বুথেই ওয়েব ক্যামেরা বসানো হবে না। এতে ভোটে রিগিং বাড়বে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন। তাই প্রত্যেক বুথের ভেতরে এবং বাইরে ওয়েব ক্যামেরা বসানোর দাবি জানিয়েছেন তিনি। তাঁর কথায়, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রশ্নে এই ব্যবস্থা করা খুবই জরুরি।

এর সাথে তিনি পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থারও দাবি জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, উপনির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েন খুবই জরুরি। এই বিষয়টি সুনিশ্চিত করার জন্য রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের কাছে আর্জি জানিয়েছেন তিনি। সাথে যোগ করেন, পোলিং এজেন্টদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব নিতে হবে নির্বাচন কমিশনকে।

এদিকে, আজ প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ পবিত্র করের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল নির্বাচন অবজারভার এবং রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের সাথে দেখা করে প্রত্যেক ভোটারের ভোট সুনিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন। এ-বিষয়ে পবিত্র কর বলেন, গণতন্ত্রে প্রত্যেক ভোটারের নিজের পছন্দমোত প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার অধিকার রয়েছে। সেই অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক। তাঁর কথায়, ভয়মুক্ত পরিবেশে ভোট পর্ব সম্পন্ন করার দাবি জানানো হয়েছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে চোরের উপদ্রব, পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ সেপ্টেম্বর।। আবারো নিশিকুটুম্বদের হানা। তবে এবার একই রাতে কদমতলা থানাধীন কালাছড়া বাজারের ৭ টি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে হাতসাফাই করল চোরের দল।৭ টি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হানা দিয়ে ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা নিয়ে যায় চোরের দল। প্রতিদিন মন্দির মসজিদ গৃহস্থের ঘর সহ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে চোরের সাফাই অভিযান অব্যাহত।রাজ্যের রাষ্ট্রপতি কালার্স প্রাপ্ত পুলিশ বাবুরা নাম কি ওয়াস্তে তদন্ত সেরে দায়িত্ব খালাস করছেন। রাজ্যের আধুনিক পুলিশ প্রশাসনকে নাকানি চুবানি খাওয়াচ্ছে চোরের দল।লোক দেখানোর জন্য ঘটনাস্থলে কদমতলা থানার পুলিশ সহ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক উপস্থিত।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উত্তরের কদমতলা থানাধীন কালাছড়া বাজারে ৭ টি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের জানালা ও ঘরের বেড়া ভেঙ্গে দোকানে প্রবেশ করে চোরের দল। দোকানগুলিতে থাকা ক্যাশ বাক্স থেকে মোট ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা নিয়ে যায় চোরের দল। কালাছড়া বাজারের স্থানীয় ব্যবসায়ী রঞ্জিত কুমার দের মুদির দোকান সহ মানিক মিয়া,চাঁদ মনি দেবনাথ, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে সমালোচনা কাম্য, ভুল করলে চাবুক মেরে শুধরে দেবেন ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ সেপ্টেম্বর।। ভুল শুধরে না দিলে ত্রিপুরার উন্নয়ন করা সম্ভব নয়। তাই, সমালোচনা করুন, তবে তা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে হোক, সেটাই কাম্য। মঙ্গলবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকদের কর্মশালার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে এ-কথা বলেন ত্রিপুরার শিক্ষা ও আইন দফতরের মন্ত্রী রতনলাল নাথ। তাঁর সাফ কথা, ভুল করলে গণতান্ত্রিক চাবুক মেরে শুধরে দেবেন।

প্রসঙ্গত, আগরতলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত তিনদিন ব্যাপী মিডিয়া ওয়ার্কশপ কাম ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম আজ শেষ হয়েছে। তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগে এবং আগরতলা প্রেস ক্লাবের সহযোগিতায় ১৫ থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ।

প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি বলেন, সংবাদ মাধ্যম হচ্ছে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ। আইনসভা, কার্যনির্বাহী (সাধারণ প্রশাসন) ও বিচার বিভাগ, এই তিন স্তম্ভের দুর্বলতা সৃষ্টি হলে চতুর্থ স্তম্ভ তা দূর করার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। তাঁর মতে, শিক্ষকতা ও সাংবাদিকতা কোনও পেশা নয়, এটা একটা আদর্শ বা সমাজসেবা। তিনি সাংবাদিকদের সেই আদর্শকে দিশা হিসেবে গ্রহণ করে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে কাজ করার পরামর্শ দেন।

তাঁর কথায়, এই তিনদিনের কর্মশালায় সাংবাদিকতা বিষয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। এখান থেকে সাংবাদিকরা অনেক কিছু শিখতে পেরেছেন ।এই শিক্ষা তাঁদের সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারবে । তিনি আরও বলেন, বর্তমান সরকারের লক্ষ্য হল ত্রিপুরাকে এক ত্রিপুরা ও শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা হিসেবে গড়ে তোলা । এই লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য সাংবাদিকদের তিনি সরকারের পাশে থাকার আহ্বান জানান ।সরকার ভুল পথে পরিচালিত হলে সংবাদ মাধ্যমকে সেই ভুল ধরিয়ে দিতেও তিনি আহ্বান জানান। তাঁর সাফ কথা, গণতান্ত্রিক চাবুক দিয়ে মেরে শুধরে দেবেন। পরবর্তী সময়ে এ-ধরনের কর্মশালা আগরতলা ছাড়া বিভিন্ন জেলাতেও করার জন্য তিনি তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর এবং প্রেস ক্লাবকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নদিয়াপুর স্টেশনে সাদা পোশাকের পুলিশের জালে পাচারকারি, উদ্ধার কোটি টাকার ইয়াবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ সেপ্টেম্বর।। ফের নিষিদ্ধ নেশার ট্যাবলেট ইয়াবা উদ্ধার করেছে অসম-ত্রিপুরা সীমান্তবর্তী চোরাইবাড়ি থানার পুলিশ। গোপন তথ্যের ভিত্তিতে নদিয়াপুর রেলওয়ে স্টেশনে (ত্রিপুরা) শিলচর (দক্ষিণ অসম) থেকে আগরতলাগামী প্যাসেঞ্জার ট্রেনে তালাশি চালিয়ে বিপুল সংখ্যার ইয়াবা ট্যাবলেটগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এর সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে নেশা কারবারি কামরুল আলম (৪৫)-কে। সে পাথারকান্দি থানা এলাকার টিলাবাড়ি ১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা প্রয়াত জনৈক আবুল কালামের ছেলে।

চোরাইবাড়ি থানার ওসি জয়ন্ত দে জানান, সেকেন্ড অফিসার সাধন মজুমদারকে সঙ্গে নিয়ে ট্রেনে অভিযান চালিয়ে নেশা কারবারি কামরুল আলমের হেফাজত থেকে ২০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধারকৃত ইয়াবাগুলির বাজারমূল্য কমপক্ষে এক কোটি টাকা। ধৃত কামরুলের বিরুদ্ধে ২০/১৯ নম্বরে নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবসট্যান্সেস অ্যাক্ট, ১৯৮৫ (এনডিপিএস)-এর ২২-সি ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

নদীয়া স্টেশনে ইয়াবাসহ ধৃত পাচারকারী কামরুল আহল। ছবি নিজস্ব।

জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে আন্তঃরাজ্য নেশা পাচারকারীদের সঙ্গে জড়িত ছিল কামরুল আলম। সাধারণ পুলিশ এবং গোয়েন্দা শাখার কাছে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলেও হাতেনাতে পাকড়াও করা সম্ভব হচ্ছিল না। আজ অবশ্য গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আগে থেকেই নদিয়াপুর স্টেশনে ওত পেতে ছিলেন চোরাইবাড়ি থানার ওসি জয়ন্ত দাস ও সেকেন্ড অফিসার সাধন মজুমদার।

জানা গিয়েছে, উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী কয়েকদিন দপ্তরের কাজে বহিঃরাজ্যে ছিলে। এই সময়ে চোরা কারবারিরা গণহারে পাচারবাণিজ্য চালিয়েছিল। সোমবার পুলিশ সুপার পুণরায় দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তারপরই তিনি অভিযান চালানোর প্রক্রিয়া শুরু করেন। মঙ্গলবার তাঁর নেতৃত্বে গোপন সূত্রের ভিত্তিতে পুলিশ সাদা পোশাকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। শিলচর-আগরতলাগামী ট্রেনে করে পাথারকান্দির কামরুল আলম দুটি ব্যাক নিয়ে নদীয়াপুর রেল স্টেশনে নেমে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তখন পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে সাদা পোশাকে থাকা পুলিশ কামরুলকে আটক করে। তার একটি ব্যাগে নয়টি মদের বোতল আর অন্য ব্যাগে ২০,০০০ ইয়াবা টেবলেট পাওয়া যায়। চোরবাজারে এই টেবল্যাটের মূল্য প্রায় এক কোটি টাকা।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ৩৩৬ ▫ ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ইং ▫ ৩১ ভাদ্র ▫ বুধবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

বাম উত্থানের রহস্য

কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন তিনি মরেন নাই। এই পার্বতী রাজ্য ত্রিপুরায় বামেরা প্রমাণ করিয়াছে তাহারা মরে নাই, বাঁচিয়া আছে। সোমবার বার দফা দাবীতে রাজধানী আগরতলায় বাম যুবকদের দৃপ্ত মিছিল রাজনীতির ময়দানকে যেন নাড়া দিয়া গেল। ক্ষমতা হারানোর দেড় বছরের মাথায় বাম যুবাদের এমন শহর কাঁপানো জনঢলকে খাটো করিয়া দেখিবার সুযোগ নাই। গত বিধানসভা নির্বাচনে মহাপরাক্রমশালী সিপিএম বা বামেদের পরাস্ত করিয়া বিজেপি রাজ্যের ক্ষমতারোহন করে। দীর্ঘ বাম শাসনে ক্ষুব্ধ মানুষ পরিবর্তনের পক্ষেই সোচ্চার হইয়াছিল। বিজেপি তাহাকেই কাজে লাগাইয়া ত্রিপুরার সিংহাসনে আরোহণ করে। বাম শাসনে কার্য্যত প্রধান বিরোধী দল হিসাবে ছিল কংগ্রেস। এরাজ্য তখন বিজেপি ছিল হাটি হাটি পা পা। এই বিজেপিই একদিন এরাজ্যে মহিরুহ হইবে তাহা কট্টর ও পোড় খাওয়া বামেরা বুঝিতে পারে নাই। বুঝিতে পারে নাই কংগ্রেস দলও। এই ত্রিপুরায় এক সময় বামেরা বিরোধী কংগ্রেসকে খতম করিবার নগ্ন চেষ্টা করিয়াছে। খুনের রাজনীতিতে এ রাজ্যে রক্তস্রোত, মৃত্যুর মিছিল চলিয়াছে। কংগ্রেস সিপিএমের সংঘর্ষে রাজ্যে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি কায়েম হইয়াছিল। সেই দমবন্ধকর পরিস্থিতি হইতে মুক্তির জন্য ১৯৮৮ সালে ত্রিপুরার মানুষ বামেদের হঠাইয়াছিল। ক্ষমতায় বসিয়াছিল কংগ্রেস ও যুব সমিতি জোট। কিন্তু পাঁচ বছর যাইতে না যাইতেই রাজ্য জুড়িয়া জনবিক্ষোভ আছড়াইয়া পরে। এক দিকে রাজ্য জুড়িয়া নৈরাজ্য, কংগ্রেসের গোষ্ঠীবাজী, জোট শরিক যুব সমিতির খাই খাই পরিস্থিতিতে ক্ষোভের আগুনে পুড়িতেছিল রাজ্য। একদিকে জোট সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভের আগুন অন্যদিকে কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার টিকাইতে সমর্থন দেওয়ার নামে ত্রিপুরা উপঢৌকন চায় সিপিএম। তখন প্রধানমন্ত্রী তথা কংগ্রেস সভাপতি নরসীমা রাও ত্রিপুরার নিজের দলের সরকার থাকা সত্বেও রাষ্ট্রপতির শাসন জারী করিয়া সিপিএমের বিজয়কে নিশ্চিত করিয়া দেয়।

কংগ্রেস যুব সমিতি জোট সরকারের আমলে সিপিএম নেতা কর্মীদের নির্জীব অবস্থা রাজ্যবাসী দেখিয়াছে। ক্ষমতার রাজনীতিতে অভ্যস্ত এই বামপন্থী দল ক্ষমতা হারাইলে বিপ্লবী তেজ সাময়িক স্তিমিত হইয়া যায়। ১৯৮৮ সালে ক্ষমতা হারাইয়া আবার পাঁচ বছরের মাথাতেই ক্ষমতা দখলের ঘটনায় বামপন্থীরা নজীর রাখিয়াছে বলা যাইতে পারে। ১৯৯৩ হইতে টানা প্রায় পঁচিশ বছর বামেরা ত্রিপুরা শাসন করিয়া রেকর্ড গড়িয়াছে। বামেদের হঠাইতে পঁচিশটা বছর সময় লাগিল। ২০১৮ সালে এই পাবর্তী রাজ্যে বামেদের হঠাইয়া বিজেপি যে ইতিহাস তৈরী করিয়াছে তাহাকেও খাটো করিয়া দেখিবার সুযোগ নাই। রাজ্যে গণতান্ত্রিক বাতাবরণ এমনই হইয়াছিল যে, ক্ষমতাচ্যুত সিপিএম খুব সহসাই ঘুরিয়া দাঁড়াইতে পারিবে এমন মনে হয় নাই। দেখা গিয়াছে বিজেপির দাপটে বামেরা একেবারে ঘরবৈঠা। বহু জায়গায় পার্টি অফিস খুলিবার লোকও নাই। চারিদিকে বিজেপির জয়জয়কার। কংগ্রেস-সিপিএমের কর্মীরাই বিজেপির শক্তি বাড়াইয়াছে। নব্য বিজেপি কর্মীদেরই দেখা গিয়াছে সিপিএমের বিরুদ্ধে অনেক বেশী আক্রমণাত্মক হইতে। কথায় আছে চাচা আপন প্রাণ বাঁচা। রাতারাতি লাল বিপ্লবের ইতি ঘটে। অথচ ক্ষমতায় থাকিবার সময় বামেদের দাপট রাজ্যবাসী দেখিয়াছে। বিরোধীদের উদ্দেশ্যে বলা হইত 'ধোলাই হইবে পেটাই হইবে।' আর সেই স্লোগানই কত ভয়ংকর এইবার বুঝিয়াছেন সিপিএম নেতারা। বহু বাম নেতা কর্মীর ভাগ্যে ধোলাই জুটিয়াছে। কথায় আছে ঢিলটি মারিলে পাটকেলটি খাইতে হয়। যে দল ক্ষমতায় আসে সেই দলই বিরোধী দলের উপর আক্রমণাত্মক হয়। এইভাবেই গণতন্ত্রের সর্বনাশ ঘটে।

সিপিআইএম দল ক্ষমতা হারানোর দেড় বছরের মাথাতেই রাজধানী আগরতলায় শহর কাঁপাইয়া মিছিল জমায়েত প্রমাণ করিয়া দিয়াছে মার্কসবাদী দলের শিকড় শুকাইয়া যায় নাই। আর এই উত্থানের যাদুমন্ত্র কি আজ বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। এত তাড়াতাড়ি ক্ষমতা হারানো দলের এমন যৌবন দীপ্ত মিছিল রাজনীতির ক্ষেত্রকে অনেক নাড়া দিয়াছে। এই উত্থানের পিছনে কাহার অবদান বেশী। রাজ্যের ক্ষমতাবান দল যত তাড়াতাড়ি বুঝিতে পারিবে ততই মঙ্গল।

সেবা সপ্তাহে মানুষকে খাইয়ে, পা ধুইয়ে দিলেন ভারতী ঘোষ

কেশপুর, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন এর সপ্তাহকে সেবা সপ্তাহ হিসেবে পালন করছে বিজেপি । সেই উপলক্ষ্যে কেশপুর থানার অন্তর্গত শিবরামচক এলাকাতে মঙ্গলবার গ্রামবাসীদের চশমা, বস্ত্রদান করেন ভারতী ঘোষ । সেই সঙ্গে স্থানীয় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শিশুদের খাওয়ানোর ব্যাবস্থাও করেন। নিজের হাতে খাবার সহ সমস্ত জিনিস দান করেন । এরপর উপস্থিত বয়স্ক বয়স্কাদের পা ধুইয়ে আশীর্বাদ গ্রহণ করেন । সেবা মঞ্চের সভা থেকে বিজেপি নেত্রী ভারতী ঘোষ ক্ষোভ উগড়তেও ছাড়েননি মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে ।

এদিন প্রথমে তিনি কেশপুর থানাতে হাজির হয়েছিলেন । গত ৩০ জুলাই কেশপুরের শাঁকপুরে একটি সভা করেছিলেন ভারতী ঘোষ । সেই সভা করার পরই পুলিশ একটি মামলা করেছিলেন ভারতী ঘোষের বিরুদ্ধে । উত্তেজনা তৈরীতে প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ করা হয়েছে তাতে । সেই মামলাতে হাজিরা দেওয়ার নোটিস পেয়ে এদিন হাজির হয়েছিলেন কেশপুর থানাতে । সেখানে আগে থেকেই জানিয়ে থানাতে হাজির হওয়ার পরও পুলিশ জানিয়ে দেয় হাজিরা গ্রহণ করা হবে না । কিছুক্ষণ বসে সেখান থেকে বেরিয়ে যান তিনি । তিনি বলেন- "একজন পুলিশ কমিশনার পালিয়ে বেড়াতে দেখলেও এনাদের কোনো পরিবর্তন নেই । মিথ্যা মামলা দিয়ে আমাকে নোটিস পাঠিয়ে ডেকেও হাজিরা নিচ্ছেন না, একই ভাবে ২ সেপ্টেম্বরে কতোয়ালী থানা ডেকেও নেয়নি । এসব প্রমাণ সহ আমি সুপ্রীম কোর্টে জানাবো ।"কেশপুর থানা থেকে বেরিয়ে হাজির হয়েছিলেন শিবরামচক গ্রামে । সেখানে গ্রামবাসীদের সঙ্গে সেবা দিবস পালন করেন । আগে করা চক্ষু পরীক্ষার পরে চশমা বিলি করেন । পরে বস্ত্র বিলি করা হয় গ্রামবাসীদের মধ্যে । এরপর স্থানীয় অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের ছাত্রছাত্রীদের বসিয়ে খাওয়ানো হয় । বৃদ্ধাদের পা ধুইয়ে আশীর্বাদ নেন । তিনি বলেন- "প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে আমরা সেবা সপ্তাহ পালন করেছি, শেষদিনে মানুষকে সেবা করার উদ্দেশ্যেই এই কর্মসুচী ছিল ।সেবা ধর্মেই পরম ধর্ম হিসেবে পালিত করছি আমরা ।"

এদিন গ্রামের এই সেবা মঞ্চ থেকেও ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে । তিনি বলেন-"যে মুখ্যমন্ত্রী গত দেড় বছর ধরে প্রধান মন্ত্রীকে নানা ভাবে অপমান করে চলেছেন । দেখা করাতে দূর,উন্নয়ন এর নীতি আয়োগের বৈঠকে পর্যন্ত যাননি ।আজ দৌড়ে দিল্লি যাচ্ছেন ।কেনো যাচ্ছেন সেটা আপনারাও জানেন,আমিও জানি ।

মণিপুরে মাখান নাগা অধ্যুষিত গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে সশস্ত্র দুর্বৃত্তের দল

ইমফল, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : মণিপুরের সেনাপতি জেলায় আজ মঙ্গলবার ভোররাতে কতিপয় সশস্ত্র মারাম নাগা দুর্বৃত্ত মাখান নাগা সম্প্রদায় অধ্যুষিত একটি গ্রামে অগ্নিসংযোগ করেছে। আগুনে গ্রামের বহু বসতঘর ভস্মীভূত হয়ে গেছে।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, রাজ্যের সেনাপতি জেলার মাও-মারাম মহকুমার অন্তর্গত মাখান খুমান গ্রামে এই ঘটনা আজ ভোররাতে সংঘটিত হয়েছে। মারাম খুলেন সার্কল ইউনিয়নের কতিপয় সশস্ত্র সদস্য দল বেধে হাতে একে ৪৭ এবং এম ১৬-এর মতো আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে এসেছিল।

এদিকে আজকের ঘটনাকে অমানবিক এবং বর্বর আখ্যা দিয়েছে মাখান সম্প্রদায়ভুক্ত কয়েকটি সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান। সংগঠনগুলির নেতা-কর্মীরা শীঘ্র দুর্বৃত্তের দলকে গ্রেফতার করার দাবিতে আজ ইমফল-ডিমাপুর (নাগাল্যান্ড) ২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে যানবাহন চলাচল স্তব্ধ করে দিয়েছেন। তাঁরা বলেঝেন, প্রশাসন যদি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দুর্বৃত্তদের ধরতে না পারে তা-হলে তাঁরা এই জাতীয় সড়ক অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেবেন। এর জন্য সৃষ্ট যে-কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতির জন্য সরকার দায়ী হবে, হুমকি দিয়েছেন মাখান সম্প্রদায়ের নেতারা।

প্রযুক্তির ফাঁদ এখন বিশ্বময়

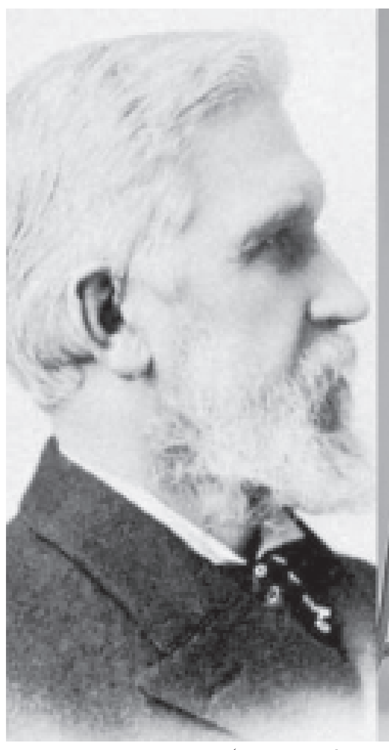

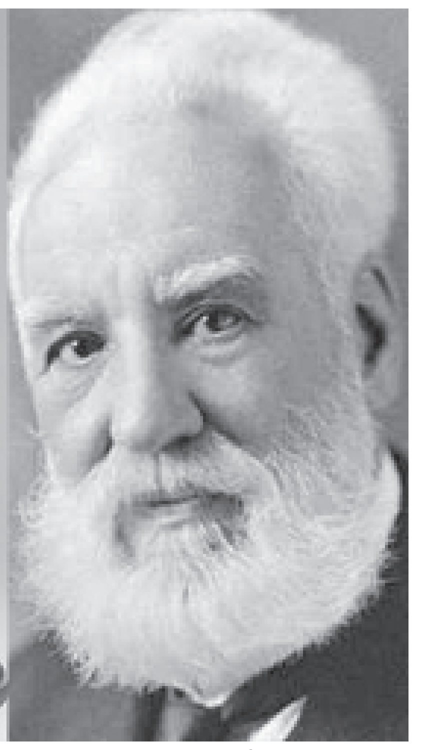

অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঊনিশ শতকের দিকে আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল যখন টেলিফোন আবিষ্কার করেন, তখন ভাবতেও পারেননি, যে টেলিফোনের বিবর্তন হলেও সেটা একসময় ফোনের থেকেও অন্য কাজে অনেক বেশি ব্যবহার হবে। টেলিফোন আবিষ্কারের সার্থকতটাই হারিয়ে যাবে। দূরে বসবাসকারী আপনজনেদর সাথে যোগাযোগ বজায় রাখার এক অভিনব যন্ত্র ছিল সেযসময় টেলিফোন। দরকারি অন্য কাজে এবং ব্যবসাঃেয়র কাজে চট করে কথা বলে কাজ সম্পন্ন করা যেত, যা তার আগে অনেক দূর পাড়ি দিয়ে অথবা চিঠি মারফত যোগাযোগ করে করাটাই ছিল একমাত্র অবলম্বন। টেলিফোন একদিকে যেন সময় বাঁচিয়েছে, অন্যদিকে মানুষের উৎকন্ঠাও কমি য়েছে। আ মাদের দেশে দ্বসাধারণ লোকদের কাছে অবশ্য টেলিফোন খুব সহজলভ্য ছিল নাগত শতকের আটের দশকে অবধি। বাড়ি বাড়ি ফোন তো ছিলই না, পাণায় কারোর ব াড়ি বা পোস্ট অফিস গিয়ে ফোন করতে হত। দূরে কোথাও ফোন করতে হলে ট্রাঙ্ককল বুক করতে হোত অগে থেকে। সে ট্রাঙ্ককল মারফত ফোন পেতে দিন পেরিয়েও যেত। টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এল আটের দশকের মাঝামাঝি থেকে। প্রথমে ক্রস বার লাইন সারা দেশে চালু হয়ে গেলে ডায়েলিং দ্বারা হজ হয়ে গেল। এটাই ছিল যুগান্তকারী পরিবর্তন। কিছু সময়ের মধ্যেই চালু হয়ে গেল সহজে বিদেশে সংযোগ ব্যবস নতা আই এস ডি বা ইন্টারন্যাশনাল স্ট্রেট ডায়াল। এর মধ্যেই বাড়ি বাড়ি ঢুকে গেল চকচকে একটা দশ গর্তওলা যন্ত্র বা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ডায়াল ক রতে হত আরযন্ত্রের ক্রাডেলে রাখা একটা দন্ডের দুটো ুমুখের একটা দিয়ে শোনা আর অন্যটা দিয়ে কথা বলা হত। রে ই পরেই পাণায় পাণায় গজিয়ে উ ঠল এস টি ডিবুথ। কিছু স ময়ের পরেই যুক্ত হল বিদেশে কথা বলার জন্য আইএসডি। দূর চলে এল কাছে। য়াল করা কালো যন্ত্র অচিরেই বিদায় নিল। বোতাম টেপা নানারঙের যন্ত্র বসার জন্য কালো করা যন্ত্রই অচিরেই বিদায় নিল। বোতাম টেপা নানা রঙের যন্ত্র বসার ঘরকে রঙিন করে তুলল। তারই পিছু পিচু এসে গেল কর্ডলেশ ফোন। বেসিক ফোনযন্ত্রের সাথে তারহীন সংযুক্ত ব্যাটারি চালিত ফোন। একটা নির্দিষ্ট পরিধির ভে তর শুধু রিসিভার নিয়ে ঘুরে ঘুরে কথা বলা, মানুষকে একটা মুক্তির স্বাদ এনে দিল । স্থানু হয়ে বসে বা দাঁড়িয়ে কথা বলা থেকে ছুটি। চলমান ফোনের ভ্রূণ তৈরি হয়ে গেল ১৯৮৩ সালে কিন্তু সাধারণ লোকের বাড়ি বাড়ি ঢুকতে বে শ কি ছুটা সময় নিল, আশির শেষ থেকে নব্বইয়ের দশকের শুরুতে। খুব অল্প সময়ের জন্যে হলেও গাণিতে ফোন নিয়ে ভ্রমণের ব্যবস্থাও এক স ময় চালু হয়ে গেল।

ব্যবসায়িক দিক থেকে প্রভূত সুযোগ সুবিধার কথা বাদ দিলেও টেলিফোনের ব্যবহার ব্যক্তিগত পর্যায়ে মানুষের সাথে মানুষের যোগাযোগ শুধুমাত্র দূরের লোকদের জন্য আর রইল না, একই শহরে এমনকি পাশের পাড়ার লোকেদের সাথেও অগে যেখানে নিজে গিয়ে কথা বলতে হে াত, তার বদলে ফোনেই কাজ সারা শেষ হয়ে গেল। প্রযুক্তির এই উন্নতি যেমন আমাদের দূরকে কাছে নে দিয়েছে, আবার নিকটকে দূরে রেখেও দিয়েছে। মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কের দূরত্বের শুরু এখন থেকেই। টেলি ব্যবস্থায় ুন্নত প্রযুক্তির আরও একটা অবদান আছে, আর তা হে াল উৎকন্ঠা বাড়ানো। আগে বহু অপেক্ষার পর একটা কথা বলায় উৎকন্ঠা কমতে, কিন্তু পরবর্তী প রিস্থিতিতে ব ্যবহার হোবড়ে যাওয়ার উল্টো বিপত্তি শুরু হল। আগে বাণির কেউ কাজেই হে াক বা বেড়াতেই ে হাক দূরে গেলে দুগ্গা, দুগ্গা নামে নিয়ে সেই যে বেরিয়ে গেল, আবার ফিরে এসে কথা গল্প। ব ড়জোর একটা পোস্টকার্ড এল পৌছ সংবাদ নিয়ে, তাও আবার অনেক সময় ফিরে আসার পর আসত। এস টিডি চালু হবার পর বাড়ি থেকে বেরনোর সময় ওরে পৌঁছে একটা ফোন করে দিস শুরু হয়ে গেল। এবার বাড়িতে যে আছে সে যতক্ষণ না ফোন আসছে, উৎকন্ঠা র টি আর পি বাড়ছে। বাড়ছে টেনশন। সে সাথে ব্লাড প্রেসার। আর যেটা সাংঘাতিকভাবে মানুষের একটা চরিত্রকে শেষ করে দেবার পথে এগিয়ে গেছে, তা হলো অপেক্ষা বা ধৈর্য। ধৈর্যের এই কমার লক্ষণটা জীবন যাপনের নানাদিকে ডালপালা মেলতে লাগল।

এরপর নব্বইয়ের দশক থেকে টেলি যোগাযোগের ব্যবস্থা খুব দ্রুত অগ্রগতি হতে লাগল। মানুষের হাতে চলে এল পেজার। কথা নয়, লেখার মাধ্যমে যোগাযোগ পেজারের স্থায়িত্ব অবশ্য খুব বেশি ছিল না না। প্রায় সময়ে মানুষের হাতে চলে এল সেলুলার বা মোবাইল ফোন। টেলি যোগাযোগের প্রযুক্তিকে আরও উন্নত পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে মোবাইল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সারা দেশ জুড়ে দেবার প্রকল্প শুরু হ য়ে গেল। ১৫ জুলাই ১৯৯৫ সালে কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী সুখ রাম পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবসুর সাথে কতা বলে মোবইল পরিষেবার সূচনা করেন। এর কুড়ি বছর আগেই অবশ্য ভারতে মোবাইলে কথা বলা শুরু হয় কিতনউ সীমিত পরিসরে। এক নতুন প্রযুক্তি ও ক্রমবর্ধমান ব্যবহারে সময়ের হেডপের অবশ্যই রয়েছে কিন্তু তা খুব একটা বেশি নয়, মাত্র কয়েক বচরের। বেসিক ে ফান ছিল ক থা বা ও শেঅনা, সেটাকে বলা হয় প্রথম জেনারেশন ফেপান বা ওয়ান জি। নব্বইয়ের মাঝামাঝি যে চলমান ফোন চালু হল তাতে একটা বি শে ষ ব্যবসতা যোগ হোল কি প্যাডে ইংরেজি বর্ণমললা দিয়ে দেয়া হল, যা প্রয়োগ রে কোনও বার্তা পাঠানো যায় ব ার্তা এলে পণা যায়। এই বার্তার নাম স র্ট মেসেজিং সারভিস বা স ংক্ষেপে এসএমএস। এটা হচ্ছে দ্বিতী জেনারেশনের ফোন বা টু জি। রেপর ফে ানে যুক্ত হল ক্যামরা আর এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাল প্রযুক্তি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব, সংক্ষেপে ডবলু ডবলু ডবলু। বাংলায় বলা যায় বিশ্বজোণা বুনট। ফোন আর শুধু কথা বলায় থেমে থাকল না, নেটওয়ার্কর কাজের সাথে ছবিও তুলতে থাকল। চবি আদান প্রদান হতে শুরু কর ল। প্রযুক্তির এ ি বিস্ফোরণে হারিয়ে গে ল গ্রাহাম বেলের আবিষ্কারের মূল উদ্দেশ্য। অন্যদিকে বৈদুতিন প্রযুক্তির শ্রেষষ্ঠ অবদান কম্পিউটারের বাড়বাড়ন্ত ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মিলে মোবাইলের ে ভতর কম্পিউটারের প্রযুক্তি চুডুকিয়ে দিতে সফল হোল। পোন তো অনেক অগেই তার কৌলীন্য হারিয়েছিল, এবার পুরো পুরি বংটাও যেন খেয়ালো। আধুনিক ফোন আর কম্পিউটারের বিশিষষ্ট তফাতটা ক্রমে লীন হয়ে যেতে থাকল। একননামই ফে ান যার ব্যবহার খুবই কম, আসলে ক্যামেরা আর আন্তর্জাল যাদের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। প্রযুক্তির এ ি বিস্ফোরণে হারিয়ে গে ল গ্রাহাম বেলের আবিষ্কারের মূল উদ্দেশ্য। অন্যদিকে বৈদুতিন প্রযুক্তির শ্রেষষ্ঠ অবদান কম্পিউটারের বাড়বাড়ন্ত ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মিলে মোবাইলের ে ভতর কম্পিউটারের প্রযুক্তি চুডুকিয়ে দিতে সফল হোল। পোন তো অনেক অগেই তার কৌলীন্য হারিয়েছিল, এবার পুরো পুরি বংটাও যেন খেয়ালো। আধুনিক ফোন আর কম্পিউটারের বিশিষষ্ট তফাতটা ক্রমে লীন হয়ে যেতে থাকল। একননামই ফে ান যার ব্যবহার খুবই কম, আসলে ক্যামেরা আর আন্তর্জাল যাদের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি।এসবের তাথ্যাধিক ব্যবহারের মানুষ ক্রমশ একাকীত্বের শিকার হচ্ছে, সামাকি ও পারিবারক সম্পর্কে দূরত্ব তৈরি হচ্চে। কিন্তু আরও যেটা ভয়ানক বিপজ্জনক তা হোল ম ানুষ ব্যক্তিগত নিরাপত্তা হারাচ্ছে। বিশ্বজোড়া বুনলট ক্রমে বিশ্বজোণা ফাঁদে পরিণত হচ্চে। কেমন করে, এবার বলব তার গল্প।

আজ থেকে তিরিশ বছর আগে ১২ মার্চ ১৯৮৯ সালে ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ার এবং কম্পিউটার বিজ্ঞানী, স্যার টিম বার্নাস লি জেনেভার কাছে বা সার্ন নামে এক ইউরোপীয় গবেষণা সংস্থার ক াছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব বা বিশ্বজোড়া বুনট তৈরির এক প্রস্তাব পেশ করেন। প্রস্তাব গৃহীত হবওত্রার পর ১৯৯০ সালে ব ড়দিন বা জনসম৭ে এর কোড প্রকাশ করেন। এর প্রস্তুতি অবশ্য তিনি বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই নিচ্ছিলেন। তিনিই প্রথমকম্পিউটার ওয়েব ব্রাউডার তৈরি করেন। ১৯৯১ সালের ৬ আগস্ট পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম ওয়েবসাইট অনলাইন হয়। বার্নাস লি প্রথম ছবি ওয়েব তুলতে সক্ষম হয় ১৯৯২ সালে। শুরু হল পথচলা। মানবজীবনে এল এক আশ্চর্য প্রদীপ। বিশ্বের তথ্যের দরজা উন্মুক্ত হল পৃথিবীর কোণায় কোণায়, প্রতিটি মানুষের কাছে। ১৯৯৩ সালে ৩০ এপ্রিল সার্ন ঘোষমা করে যে, সব মানুষ বিনামূল্যে এই ওয়েবের ব্যবহার করতে পারবে, এর জন্য কারোকে কখনও কোনও মূল্য দিতে হবে না। ব াতাসের মত ছড়িয়ে গেল চারিদিকে। মোজাইক ওয়েব ব্রাউজার, যার এক বছর পর বাণিজ্যিক নাম হবে নেটস্কেপ, এই বছরেই চালু হবার পর এর ব্যবহারের আর কোনও সীমা থাকল না। পৃথিবী চলে এল ঘরে ঘরে। কিন্তু ইন্টারনেটে ঢুকতে গেলে একটা সার্চ ইঞ্জিন দরকার। আর্চি হল সেই প্রথম সার্চ ইঞ্জিন, যার মাধ্যমে জগত হয় উন্মুক্ত। এর মাধ্যমেই নির্দিষ্ট বিশেষ কোনও প ুরনোবা আর্কাইভ ফাইলে ঢোকা সম্ভব। ইন্টারনেট সার্ফিং ক থাটা প্রায়ই আমরা ব্যবহার করে থাকি, এই শব্দটা সংযোগ করেন জা আর্মর পলি।

চিন আন্তর্জালা সংযোগ পায় ১৯৯৪ সালে। অবশ্য ছাঁকনি ব্যবহার করে। আমেরিকার হে য়াইট হাউসসের নতুন ওয়েব সাইট ওই বছরই কিছু উৎসাহী ব্যবহার করলে তা নিষিদ্ধ পর্ণসাইটে চলে যায়। সে সময়েই আর একটা নতুনু ওয়েবসাইট চালু হয়। পরের বছরই মাইক্রোসফ কোম্পানি শুরু করলে ওয়েব দুনিয়ায় জায়গায় দকলের ব রাউজার যুদ্ধ লেগে যায় আর এই যুদ্ধে নেটস্কেপের মৃত্যু হ চিঠি আদান প্রদানের জন্যে চালু করে অ াউটলুক এক্সপ্রেরস।

তারপরের বছর ফিনল্যান্ডের নোকিয়া স্কেপানি তাদের মোভইল ফোনে আন্তর্জাল সংযোগে সমর্থ হয়। সাতর্চ তাণাতাড়ি তাদের উন্নত পরিবো সারা বিশ্বে আদযত হয়। গুগেলে র তত্য ভান্ডার এত বিুল এবং এত বি পুল এবং তা এত কময়ে সময়ে লোকের কাছে পৌঁচে দে যে, এর জনর্প্রিয়তা এখন স র্বাধিক। এক সময়ের অতি বিখাত ও বহুচর্চিত এখন সর্বাধিক। এক সময়ের অতি ি বখ্যাত ও ববহুচর্চিত ব্রিটানিয়া তার বই ছাপা বন্ধ করে দিয়েছে গগুল এখন প্রকৃতপেক্ষে তথ্য স ংগ্রহের সিধু জ্যাঠার আসন নিচে। গুগল তথ্য স ন্ধানের কাজেই থেমে থাকেনি, জন্মের কিছু পরেই তারা জনসংযোগ বা বলা ভাল ব্যক্দিগত পারস্পরিক সংযোগ, যা চিঠিপত্রের মাধ্যমে হোত, সে এলাকায় ঢুকে পড়ে ও চালু করে।এর আগে অবশ্য বেশ কয়েকটা মেইল চালু ছিল ও জনপ্রিয়ও ছিল যেমন হিত্যাদি। কিন্তু জিমেইল আসার র তার জনপ্রিয়তা হু হু করে বাড়তে থাকে। বেশিরভাগ লোকই য়েবআর ইন্টারনেট গুলিয়ে ফেলে। দুটোর কাজ কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা যদিও একটা তুতো সম্পর্ক াছে ইইন্টারনেট মানে আন্তর্জাজাল অর্থ৪ৎয যৌথ সম্প্রচার ব্যবহার পিরিকাঠামোগত জাল বিছিয়ে সারা পৃথিবৃজুড়ে ল ক্ষ লক্ষ কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করছে আর ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব এর মাধ্যমে যে কোন লোক পৃথিবীব্যাপী যত লিখিত তথ , ছবি গান ভিডিও এবং অ্যানিমেশন ব্যহার করে সবার নাগাল পাবে। কিন্তু এর নাগাল পেতে প্রোটপ্রেটোকোল মেন চলতে হবে এবং তার মাধ্যমে ঢুকতে হবে। আন্তর্জালের সবকিছুর জান্যে অবশ্য বুনটের প্রয়োজন লাগে না। কম্পিউটারের মাধ্যমে দ্বসামাজিক সংযোগ চলে আসছে অনেক দশক ধরে বিভিন্নভাবে। নতুন প্রযুক্তি ব্যহার করে আধুনিক সামাজিক সংযোগ প্রথম গঠায় সিক্স ডিগ্রি ১৯৯৭ সালে। যারা ইচ্ছুক এই সংস্থার নিজেদের নাম নথিভুক্ত করে নিজ নিজ পে প্রোফাইল করে ব ্যবহার করতে পারত এবং অন্য ব্যবহারকারী বন্ধুদের সাথে আলাপ করতেও পারত। পড়তম দিকে জনপ্রিয় হচে়ও এখন আর এর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। গত সথাব্দীর শেষ দশকটা ছিল বার্চুয়াল দুনিয়ায় স ুবর্ণ সময়। একঝাঁক নতুন বুদ্ধিদীপ্ত কম্পিউটার বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ার দাপিয়ে বেড়ায় আমেরিকার সিলিকন ভ্যালি। ভারত সমেতে সারা পৃথিবী তেকে কম্পিউটার বি জ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ার দাপিয়ে বেণায় আমেরিকার সিলন ব্যালি। ভ ারত সমেতে সারা পৃথিবী থেকে কম্পিউটার বিজ্ঞান প্রযুক্তির উৎকৃষ্ট লোকদের ভ াড়া করে এবং তাদের দিয়ে গবেষণা ও গ ারিগরির কাজে লাগায়,ৃথিবীর প্রায় সব উনতত বিশ্বিদ্যালয়ে ই বধ্যায় পারদর্শী হবার ঝোঁক দেখা যায় মেধাবী ছাত্রদের ভেতর। এই শ তাব্দীর গোড়ায় ভারতেও তার স ুনামিরে ঢেউ আছড়ে পড়ে, প্রধান শহরগুলোতে গড়ে ওঠে শিক্ষণ ও প্রসিক্ষণ প্রতিষ্ঠঅন। এদেরই নিরন্তর প্রচেষ্টায় একে কে তৈরি হোল নানা নামের ও কাজের সামাজিক মসংযোগকারী সংস্থা বিগত শতকের শেষেই সে ে গছিল ফেবুক এবং মাই স্পেস নামে দুটো সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটকপর্ম। শুরু হয়েই জনপ্রিয় হয় বইগং। তৎকাল মেসেজ পাঠানোর জন্য এবং মেসেঞ্জার আনে। উইকিপিয়া চালু হয় ২০০১ স ালে। তথ্যপ্রুক্তির ইতিহাসে উইকিপিডায়থেকেএক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। উইকিপিডিয়ায় যে কেউ হচেছইচ্চে করলে কোনও বিষয়ে সংশোদন, পরিমার্জন বা পরিবর্ধন করতে পারে। এক ঝাঁক সামাজিক সংযগে মাধ্যম আন্তর্জাল দুনিয়া শাসন করছে বর্তমান দশকের শুরু থেকে স্মার্টফোন আসায় ভার্চুয়াল দুনিয়া অ্যাকচুয়াল দুনিয়াকে টেক্কা দিয়ে উসেন বোল্টের গতিতে এগিয়ে চলেছে। নানা ধরনের ব্লগের সাথে সাথেএসে গেছে তৎকাল মেসেজ পাঠানো বা গ্রহণের ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম, যার মাধ্যমে শশুধু আর লেখা নয়, ছবিও পাঠানো যায়। আন্তক্রিয়া করার সুযোগও অছে লাইট, কমেন্টস বা মন্তব্য, এবং বিভিন্ন ইমেজ ব্যবহার করে। তথ্য প্রযুক্তির এই উন্নত ব্যবহার মানুষের অনেক উপকারে লাগছে।

ছোটবেলার হারিয়ে যাওয়া পাড়া বা স্কুল কলেজের বন্ধুদের যেমন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে, তেমনই ভুলে যাওয়া রোগে আক্রান্ত অনেক হারিয়ে যাওয়া মানুষ খুঁজে পাচ্ছে তাদের বাড়ি। নিমেষে পৌঁছে যাচ্ছে সারা দুনিয়ায় কোনও জরুরি খবর, যা থেকে সাহায্যের হাত এগিয়ে আসছে অসংখ্য। অনেকের অনেক উপকার করছে এই মাধ্যম। বিশেষ করে বয়স্কদের যাদের অনেকেঙ্ই অ নেকটা স ম কে টে যায়, হয় সার্ফিং করে বা লেখা ছবি পাঠিয়ে। অল্পবয়সীদের তো এটা আবশ্যিক জিনিসের মধ্যে পড়ে এবং তা রাস্তাঘাটে, ট্রেনে, ব াসে সর্বত্র চোখে পড়ে। এত সব ভালো যখন আছে, তখন এর খারাপেরও একটা দিক আছে। অনেক প্রাণ হারিয়ে যাচ্ছে এর ফলে। অনেক দূষ্ট লোক আছে, যারা কারোর প্রোফাইল হ্যাক করে সেখানে নোংরা কথা বা ভিডিও ঢুকিয়ে দিচ্ছে। জালিয়াতি করছে কত লোক। অসামাজিক এবং সমাজবিরোধী মন্তব্য লিখে সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করছে। এরকম আরও কত খারাপ খবর আমরা সুনি, পড়ি, প্রযুক্তির ব্যবহার না হলে তা মৃতবৃৎ। এখন প্রশ্ন হল কি ভাবে এর ব্যবহার হ বে, জনকল্যাণ না জনবিরোধী, তা স ম্পূর্ণ নির্ভর করছে ব্যবহারাকারীর ওপর। যে কোনও প্রযুক্তি ব্যবহারের অগে তার একটা জনচেতনা সমাজে করা দরকার, বিশেষত, তার ব্যবহার সম্পর্কে। এটা প্রায় কোনও দেশের হয়নি, কারণ এত দ্রুত প্রযুক্তি পালাটাচ্ছে যে তাল রাখা াচ্চে না, আর তার ওফর তা আবিষ্কারের খুব অল্প সময়ের মধ্যেই অনেক সময় প্রায় একই স াথে সারা বিশ্বেছড়িয়ে পড়ছে। এত প্রচার ব্যবহার যেখানে, সেখানে বাণিজ্য ঢুকবে না, তা তো হয় না। এসব সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের সাথে জড়িয়ে আছে, অনেক অ্যাপ, যা সংরক্ষিত না করলে মোবাইল ব্যবহার করা যাবে না। এসব অ্যাপ ডাউনলোড করতে গেলে, আমরা জেনে নবা না জেনে অনুমতি দিয়ে দিই, যতকিছু মোবাইলে লোড অছে সব তাদের জানিয়ে দিই। পরিচয় এবং তথ্য গোপন থাকবে এরকম কথা ওইসব সংস্থাগুলো ব লে বা লিখিতও জানায়, কিন্তু তারা ক থা রাখে না। ফলে আমাদের জীবনের ব্যক্তিগত বলতে আর কিছু আমরা ধরে রাখেনি। জীবনের প্রতিটা মুহূর্তে আমরা কে কে করছি, কোথায় যাচ্ছি, কি এবং কোথায় যাচ্ছি, কতটা হাঁটছি বা গাড়িতে যাচ্ছি, কোথায় কার সাথে কথা বলচি, আড্ডা মারছি সব তারা জানে। আমরাই আবেগের বশে অনেকসময় সেসব বিভিন্ন মাধ্যমে জানিয়েও দিয়ে থাকি না বুঝে, কিন্তু কোথায় কে ওত পেতে অপেক্ষা করছে আমার এই ছোট্ট আবেগটুক প্রকাশের জন্যে, যার জ্যন আবার তারাই নানারকম লোভ দেখাচ্ছে, আর সেটাকে ব্যবহার করবে তাদের বাণিজ্যের জন্যে, যা হয়ত একদিন আমরাই সর্বনাশ ঘটবে। বুদ্ধি প্রয়োগ করে মানব যেদিন থেকে পাথরকে অস্ত্র বানালো সেদিন থেকেই শুরু। সেই থেকে বুদ্ধি আর প্রযুক্তির ক্রমোন্নতি। মানব থেকে মানুষের বিবর্তনের সাথে বুদ্ধির বি কাশ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্রমাগত প্রভূত উন্নতি মানুষকে সর্বাধুনিক ব ্যবহারিক সামগ্রী দিয়েছে। কিন্তু আজ প্রযুক্তি সর্বোন্নত মানুষের বুদ্ধিকে দাস করে তাকে গ্রাস করতে উদ্যত প্রযুক্তির নেশায় মত্ত মানুষ তার ব ুদ্ধি দিয়ে যখন এটা অনুভব করছে তখন অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমেরিকায় ঘটে যাওয়া সাম্প্রতিক একটি বেদনাদায়ক ঘটনা চোখে অঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে প্রযুক্তির অ ন্যতম আবিষ্কার সোশ্যাল মিডিয়ার স ঠিক ব্যবহার না করলে মানসিক আঘাত বিপজ্জনক বিষন্নতার কারণ হতে পারে। এরকম ঘটনা প্রায়ই হয়ে থাকে। বিশ্বজোড়া বুনট ও আন্তর্জালের প্রলোভেনে নিজেকে সংযত রাখতে না পেরে আমরা কেবলই বিশ্বজোড়া পেতে রাখে পাঁধে পা দিয়েই চলেছি। এরকম ঘটনার শিকার আমরা অনবরত হচ্ছি বা ভবিষ্যতে হ তে পারি। সব প্রযুক্তিরই ভাল ও মন্দ দিক আছে যা নির্ভর করে ব্যবহারের ওপর। মানুষের মস্তিষ্ক হচ্ছে প্রাণী জগতে শ্রেষ্ঠ। মস্তিস্কর তিনটি কাজ--- চিন্তা, বিচার ও সিদ্ধান্ত। এই তিনটে কাজ যদি সমন্বয়ে না করা হয়, তাহলে পদে পদে এসব বাণিজ্যিক সংস্থা এবং সোশ্যাল মিডিয়ার প্রলোভনে পা দিয়ে পথে চালিত হয়ে, মানুষের জীবনে মানসিক যন্ত্রণা ক্রমে বেড়েই চলবে। মন হবে সদা অসহিষ্ণু। বাড়বে ডিপ্রেশন। সংসার, সমাজ ও কর্মক্ষেত্রে নেমে আসবে ঘোর অশান্তি।

(সৌজন্যে--- দৈঃ স্টেঃ)

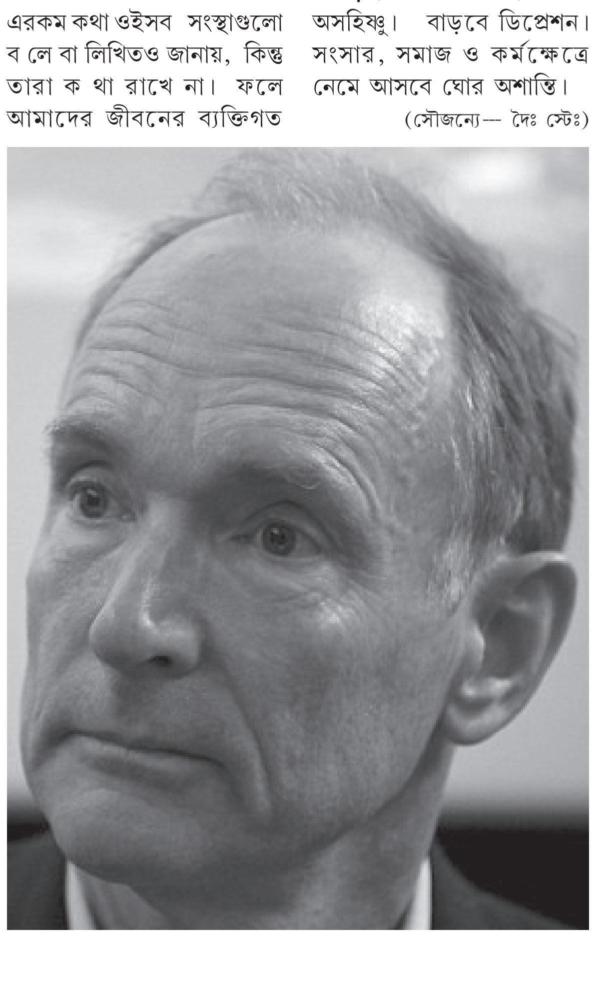

মঙ্গলবার চড়িলামে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। ছবি- নিজস্ব।

গণপিটুনি বিল বিশদ খতিয়ে দেখার আবেদন নিয়ে রাজ্যপালের কাছে কংগ্রেস ও সিপিএম নেতারা

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি স)। গণপিটুনি বিল বিশদ খতিয়ে দেখার আবেদন করল কংগ্রেস ও সিপিএম। মঙ্গলবার এই দু'দলের প্রতিনিধিরা বিষয়টি নিয়ে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের সঙ্গে কথা বলেন। উল্লেখ করা যেতে পারে, গত ৩০ আগস্ট বিধানসভায় এই বিল পাস হয়েছে।

বিরোধী দলনেতা কংগ্রেসের আব্দুল মান্নান ও বাম পরিষদীয় নেতা সিপিএমের সুজন চক্রবর্তী এ দিন রাজ্যপালকে বলেন, গত ২৬ আগস্ট এই বিলের ব্যাপারে একটি খসরা বিধানসভায় বিলি হয়েছিল। কিন্তু ৩০শে দেখা যায় অন্য খসরার ভিত্তিতে বিল পাশ হচ্ছে। বিরোধীরা আপত্তি করলে সরকারপক্ষ বলে, আগের খসরায় কিছু মুদ্রণপ্রমাদ ছিল। কিন্তু প্রমাদ নয়, বিরোধীদের অন্ধকারে রেখে খসরার সংশোধন করে দোষী ব্যক্তির মৃত্যুদন্ডের বিধান রাখা হয়েছে বিলে। রাজ্যপালকে দুই নেতা লিখিত আবেদনে বলেছেন, গণপ্রহার বন্ধে অবশ্যই সকলকে সতর্ক হতে হবে। এ ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্ট রাজ্যগুলোকে ব্যবস্থা নিতে বলেছে। আবার, ২০১৫ সালের আগস্ট মাসে ভারতের আইন কমিশন সন্ত্রাসবাদ-বিষয়ক মামলা ছাড়া মৃত্যুদন্ড রহিত করার কথা বলেছে। আমরা মনে করি, নৃশংসতা ও আদিমতার জঘন্য কোনও ঘটনার বিরল মামলার বিরলতম নিদর্শন হিসাবেই কেবল মৃত্যুদন্ডর কথা বিবেচনা করা উচিতঊ

কড়া শাস্তির যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে বিধানসভা অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "দেশের বিভিন্ন জায়গায় ভূয়ো সংঘর্ষে লোক মারা যাচ্ছে। থানায় ডায়েরি হয় না। আমাদের রাজ্যে ডায়েরি হয়। কখনও ডাইনি, কখনও ছেলেধরা, কখনও জাতপাতের অভিযোগ দিয়ে গণধোলাই হচ্ছে। আইন হাতে তুলে নেওয়ার অধিকার কারও নেই। সবাইকে কড়াভাবে এর মোকাবিলা করতে হবে।" কোনও দল বা কেন্দ্রের শাসকদের নাম না উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পছন্দের কথা না সম্প্রচার করলে চ্যানেলের ছবি ঝিরিঝিরি করে দেবে। ফেসবুকে ফেক নিউজ ছড়ানো হচ্ছে। ফেক ভিডিও তৈরি করে লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে এক সেকেন্ডে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। পাঁচ মিনিটে দাঙ্গা বেধে যাবে।

বিজেপি-র স্বাধীন সরকার অধিবেশনে ৩০ আগস্ট বিল প্রসঙ্গে বলেন, এ রাজ্যে বিজেপি-র ১০ হাজার কর্মী ঘরছাড়া। এই বিল আইনে পরিণত হলে কি এদের ঘরে ফেরানো যাবে? পুলিশ বলছে, ওরা ঘরে ফিরলে নাকি উত্তেজনা বাড়বে। সরকারি দলের লোকেরা পুলিশ ব্যবহার করে বিরোধীদের কোনঠাসা করার চেষ্টা করছে। অস্ত্র আইন সহ বিভিন্ন আইন দেওয়া হচ্ছে। সাধারণ ঘটনাকে গণধোলাইয়ের তকমা দেওয়া হচ্ছে। আজ সকালে বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের ওপর যেভাবে টিএমসি-র ছেলেরা হামলা করেছে, তা অত্যন্ত অন্যায় এবং নিন্দনীয়। অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় এই কথাটি সভার কার্যবিবরণী থেকে বাদ দেওয়ার নির্দেশ দেন।

এই বিল নিয়ে বিধানসভায় আলোচনায় সিপিএম-এর তন্ময় ভট্টাচার্য বলেন, "নাগরিক অধিকার নিয়ে সবাইকেই সতর্ক থাকতে হবে। সরকার আইন করে তা কেড়ে নিতে পারে না। অম্বিকেশ মহাপাত্রর কথা সবাই জানেন। পঞ্চায়েত ভোটেও এ রাজ্যে কী হয়েছে, সবাই দেখেছেন।" তৃণমূল বিধায়করা এতে হইহই করে উঠলে তন্ময়বাবু পাল্টা বলেন, "কেন? এ সব বলার অধিকার নেই" অধ্যক্ষ তখন তন্ময়বাবুকে বলেন, "এই সব বিতর্কিত কথা বলে কেন পরিস্থিতি জটিল করছেন? মনে হচ্ছে আপনি বিলটা সমর্থন করছেন না।" তন্ময়বাবু জবাবে বলেন, "জরুরি অবস্থা ছাড়া পুলিশ কী যা খুশি করতে পারে? আমরাও কী ভবিষ্যতে কাশ্মীরেয় মত অবস্থায় চলে যেতে পারি?" সিপিএম-এর মুস্তাক আলম বলেন, সমর্থন জানালেও বিলটির দুটি জায়গায় বিবেচনার প্রস্তাব করছি।" ফরওয়ার্ড ব্লকের ভিক্টর আলি ইসলাম বলেন, "মানুষ প্রহৃত হবে আর পুলিশ দাঁড়িয়ে মজা দেখবে। তা হতে পারে না। পুলিশকে দায়ী করতে হবে।" ৩০শে অধিবেশনে গণপিটুনি-সম্পর্কিত আলোচনায় অংশ নেন বিরোধী দলনেতা আব্দুল মান্নান, কংগ্রেসের নেপাল মাহাতো, তৃণমূলের পূর্ণেন্দু বসু, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, কংগ্রেসের ফিরোজা বেগম প্রমুখ।

কশ্মীরে ঢুকতে বাধা যশবন্ত সিনহাকে

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলুপ্তির পরে প্রথমবার শ্রীনগর বিমানবন্দরে আসা কসার্ন সিটিজেন গ্রুপের সদস্য যশবন্ত সিনহাকে আটকে দিল নিরাপত্তা বাহিনী। মঙ্গলবার কসার্ন সিটিজেন গ্রুপের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যশবন্ত সিনহা, কপিল কাক, ভারত ভূষণ ও সুষোভা বার্নদোর কাশ্মীর উপত্যকার বর্তমান পরিস্থিতি জানতে শ্রীনগর বিমানবন্দরে পৌঁছেছিলেন।

বিমানবন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে, যশবন্ত সিনহা প্রশাসনের কাছে দাবি করেন এখানে রাজনৈতিক নেতা হিসাবে তিনি আসেননি। একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধি হিসাবে তিনি এসেছেন। তিনি শ্রীনগরে ঢুকতে চেয়েছিলেন কিন্তু প্রশাসনিক আধিকারিকেরা তাঁর এই দাবিকে নস্যাৎ করে দেয়। যশবন্ত সিনহাকে প্রবেশ অনুমতি না দিলেও ওই স্বেচ্ছা সংস্থার অন্যান্য প্রতিনিধিদের শ্রীনগরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। যশবন্ত সিনহাকে পরের বিমানে দিল্লিতে ফেরত পাঠানো হয়। অন্যদিকে কপিল কাক, ভারত ভূষণ এবং সুশোভা বার্নধে কাশ্মীর উপত্যকার বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে দেখার অনুমতি দেওয়া হয়।

মঙ্গল মিডিয়া ওয়ার্কশপের শেষ দিনে মঞ্চে উপস্থিত শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। ছবি- নিজস্ব।

নিরাপত্তা নিয়ে কোনও আপোস নয় : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): নিরাপত্তা নিয়ে কোনও আপোস নয়। দেশবাসীকে আশ্বস্ত করে মঙ্গলবার এমনই মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজধানী দিল্লিতে মঙ্গলবার অল ইন্ডিয়া ম্যানেজমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের একটি সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, মোদী সরকার ভারত ভূখণ্ডের কোনও লঙ্ঘন সহ্য করবে না এবং এ জাতীয় কোনও পদক্ষেপ দৃঢ়তার সঙ্গে মোকাবিলা করতে প্রস্তুত। দৃঢ়তার সঙ্গেই এদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বললেন, '৫ আগস্ট ৩৭০ ধারার অধীনে বিশেষ মর্যাদা বাতিলের সময় থেকেই জম্মু ও কাশ্মীরের পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ রয়েছে এবং তখন থেকে একটিও গুলি চলেনি বা কেউ মারাও যাননি।'

এদিনের সভা থেকে অমিত শাহ বলেছেন, 'ভারতের সুরক্ষার জন্য কোনও আপোস করা হবে না। আমরা আমাদের ভূখণ্ডের এক ইঞ্চি লঙ্ঘনও সহ্য করব না। আমরা দৃঢ়ভাবে এর মোকাবিলা করব। আমাদের সেনার রক্তের এক ফোঁটাও বৃথা যেতে দেব না।' আগে জাতীয় সুরক্ষা নীতি গ্রহণ না করার জন্য পূর্ববর্তী কংগ্রেস সরকারকে তীব্রভাবে কটাক্ষ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, দেশের কৌশলগত নীতির ওপর ছায়া ফেলেছিল বিদেশ নীতি। তিনি আরও বলেন, 'সার্জিকাল স্ট্রাইক এবং এয়ার স্ট্রিকের পর বিশ্বে এই ধারণার পরিবর্তন হয়েছে এবং ভারতের শক্তি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি পেয়েছে।'

৭০ জন ডেঙ্গু আক্রান্তের হিসেব দিলেন বাম কাউন্সিলর

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ৯৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাম কাউন্সিলর দেবাশীষ মুখোপাধ্যায় অভিযোগ করেছিলেন তাঁর ওয়ার্ডের ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সংখ্যা ৭০ ছাড়িয়েছেঊ এই তথ্য ভুল বলে দাবি করেছিল পুরসভার স্বাস্থ্যবিভাগের আধিকারিকরাঊ এমনকি গতকাল বরো ১০ এর রিভিউ মিটিংয়ে এই কথা জানালে ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ বলেন তাঁর কাছে তথ্য আছে ৩২ জন আক্রান্ত হয়েছেঊ সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেই আজ মঙ্গলবার দেবাশীষবাবু ওই ৭০ জন আক্রান্তের নাম ঠিকানা ও ফোন নম্বর তালিকা আকারে পেশ করেন অতীন ঘোষের কাছেঊ

সোমবার বরো ১০ এর পাঁচটি অভিজাত ওয়ার্ড (৮১, ৯৩, ৯৫, ৯৭ ও ৯৯) নিয়ে বৈঠক করে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন কলাকাতা পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি মেয়র। দ্রুত জমা জঞ্জাল সাফাই থেকে শুরু করে বন্ধ ও পরিত্যক্ত বাড়িগুলি ঢুকে এডিসের লার্ভা ধ্বংসের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। সেখানেই তাঁকে ৯৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাম কাউন্সিলর দেবাশীষ মুখোপাধ্যায় অভিযোগ করে জানান, তাঁর ওয়ার্ডে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৭০ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেঊ কিন্তু সেই অভিযোগ অস্বীকার করেন ডেপুটি মেয়র তথা স্বাস্থ্য বিভাগের মেয়র পারিষদঊ তিনি জানান তাঁর কাছে যে তথ্য আছে তাতে ৩২ জন ডেঙ্গু আক্রান্তঊ এরপরেই এক দু কথায় দেবাশীষবাবু ও অতীন ঘোষের মধ্যে বাক বিতন্ডা শুরু হয়ে যায়ঊ অতীনবাবু সেই আক্রান্ত ৭০ জনের নাম ঠিকানা জানতে চানঊ সেই মতই আজকে এই বাম কাউন্সিলর ৭০ জন আক্রান্তের নাম ঠিকানা ও ফোন নম্বর তালিকা আকারে পেশ করেন অতীন ঘোষের কাছেঊ

তালিকা দিয়ে দেবাশীষবাবু ডেপুটি মেয়রকে জানান, "অতীন ঘোষের কাছে যে তথ্য আছে তা ভুলঊ তাঁর বিভাগের আধিকারিকরা তাঁকে ভুল তথ্য সরবরাহ করছে কাজে ফাঁকি দেওয়ার জন্যঊ" সবটা শুনে অতীন ঘোষ পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেনঊ পাশাপাশি বাঘাযতীনে ৯৯ নম্বর ওয়ার্ডে একটি তালাবন্ধ তিনতলা বাড়ির ছাদে মই দিয়ে উঠে ডেঙ্গুর বাহক মশার লার্ভা পেয়েছেন পুরকর্মীরা। পুরআইনের ৫৪৬ ধারায় বাড়ির তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশও দিয়েছেন অতীনবাবু।

দরঙে পুলিশ ফাঁড়িতে বিবস্ত্র করে তিন মহিলাকে নির্মম অত্যাচার ইনচার্জের, অভিযোগ

গুয়াহাটি, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অসমের থানা কিংবা বিভিন্ন পুলিশ ফাঁড়িতে জিজ্ঞাসাবাদের নামে যে অমানবিক অত্যাচার চালানো হয় তা ফের একবার করেছে দরং জেলায় সংগঠিত এক ঘটনায়। গত ৯ সেপ্টেম্বর রাতে দরং জেলার অন্তর্গত বুড়া পুলিশ ফাঁড়িতে সংঘটিত বর্বরোচিত ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে আজ মঙ্গলবার। বুড়া ফাঁড়ির ইনচার্জ মহেন্দ্র শর্মার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ, সেদিন রাতে গুয়াহাটির তিন মহিলাকে আটক করে ফাঁড়িতে নিয়ে বিবস্ত্র করে বেধম পিটিয়েছেন। মহিলাদের মধ্যে একজন অন্তঃসত্ত্বাও ছিলেন। মারের চোটে তাঁর গর্ভপাত হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। অমানবিক অত্যাচারে মহেন্দ্র শর্মাকে সহায়তা করেছেন বিনীতা বড়ো নামের জনৈক মহিলা কনস্টেবল।

উল্লেখ্য, গত ৯ সেপ্টেম্বর বুড়া ফাঁড়িতে দায়েরকৃত এক মামলায় জনৈক অভিযুক্তকে ধরতে পুলিশের এক দল গুয়াহাটির সাতগাঁও এলাকায় এসে অভিযান চালিয়েছিল। কিন্তু অভিযুক্তকে খুঁজে না পেয়ে তিন বোনকে বুড়া ফাঁড়ির পুলিশ ধরে নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে ফাঁড়ি ইনচার্জ তিন বোনকে অভিযুক্তের সন্ধান দেওয়ার নামে শারীরিক অত্যাচারের পাশাপাশি যৌন নির্যাতনও চালিয়েছিলেন বলে অভিযোগ করেছেন নিগৃহীতারা। এর মধ্যে এক মহিলা দু-মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। মারের চোটে তাঁর গর্ভপাত হয়েছে বলেও দাবি করেছেন নিগৃহীতা। তাঁর অভিযোগ, পুলিশ অফিসার মহেন্দ্র শর্মাকে করজোড়ে তিনি অন্তঃসত্ত্বা বলে বার বার অনুরোধ করলে উলটো তাঁকে পেটে লাথি মেরেছেন। আর এতে তাঁর গর্ভজাত সন্তান নষ্ট হয়ে গেছে।

ঘটনার পরের দিন ১০ সেপ্টেম্বর ভুক্তভোগীরা বুড়া ফাঁড়ির ইনচার্জ মহেন্দ্র শর্মার বিরুদ্ধে দরঙের পুলিশ সুপারের কাছে গোটা ঘটনার বর্ণনা করে লিখিত অভিযোগ দাখিল করেছিলেন। অভিযোগ দাখিলের ৭-দিন পার হয়ে গেছে আজ পর্যন্ত পুলিশ অফিসার মহেন্দ্র শর্মার বিরুদ্ধে দরং জেলা পুলিশ প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় সংবাদ মাধ্যমের শরণাপন্ন হয়েছেন।

তাঁরা জানান, বাড়িগাঁওয়ের বিবাহিত জনৈক রফুল আলি এক যুবতীকে পালিয়ে নিয়ে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে। অভিযুক্ত রফিকুলের সন্ধান দিতে তিন বোনকে দরঙের বুড়া পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে বিবস্ত্র করে লাঠি, লাথি দিয়ে নির্মম শারীরিক অত্যাচার করেছেন মহেন্দ্র শর্মা। গোটা ঘটনার বর্ণনা দিয়ে দরঙের পুলিশ সুপারকে লিখিতভাবে তাঁরা অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে মহেন্দ্র শর্মার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা না নিয়ে ভুক্তভোগীদের প্রতি অন্যায় করছেন পুলিশ সুপার।

পিতৃপক্ষে দেবী দুর্গাকে অস্ত্রে সাজালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা,১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স): গত শনিবার থেকে শুরু হয়েছে পিতৃপক্ষ ।২৮ সেপ্টেম্বর পিতৃপক্ষ শেষে মহালয়া ।আর এই পিতৃপক্ষে দেবী দুর্গাকে অস্ত্রে সাজালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । দেবী প্রতিমাকে সাজানোর পর রীতিমতো টুলের উপর উঠে হাতে অস্ত্রও তুলে দিলেন তৃণমূলনেত্রী ।মঙ্গলবার বিকেলে এমনই দৃশ্যের সাক্ষী থাকল কলকাতা এয়ারপোর্ট ।

প্রত্যেক বছর মহালয়া থেকেই কলকাতার বিভিন্ন পুজো উদ্বোধনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । কোথাও কোথাও দেবীর চক্ষুদান করতেও দেখা যায় মুখ্যমন্ত্রীকে । তবে এবার মহালয়া নয়, বিশ্বকর্মা পুজোর আগের দিনই দেবীর অঙ্গসজ্জার কাজে ব্যস্ত থাকতে দেখা গেল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে । প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠক করতে দিল্লি যাওয়ার পথে এয়ারপোর্টের ভিতর মা দুর্গার প্রতিমাকে সাজাতে দেখা যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে । বিমানবন্দরে বিশ্ববাংলার স্টলে রাখা প্রতিমাকে সাজিয়ে গুছিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী। দুর্গা প্রতিমার হাতেও তুলে দেন অস্ত্র । একইসঙ্গে কর্মীদেরও প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে দেখা যায় তাঁকে।

রাজ্যের দাবি দাওয়া আদায়ে আজ দিল্লি গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রায় দেড় বছর পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠকে বসবেন মুখ্যমন্ত্রী। বৈঠকে রাজ্যের উন্নয়ন নিয়ে কথা হবে বলে জানালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের বিভিন্ন আর্থিক দাবি দাওয়া, নাম বদল সহ একাধিক বিষয়ে আলোচনা হবে বৈঠকে। উঠতে পারে এনআরসির মত ইস্যুও।

২০১৮ সালের ২৫ মে, বিশ্বভারতীর সমাবর্তনে শেষ বার দু''জনকে এক মঞ্চে দেখা গিয়েছিল। লোকসভা ভোটের আগে মোদী-মমতার বাগযুদ্ধ চরমে পৌঁছয়। ভোটের পরও মোদীকে আক্রমণের রাস্তা থেকে সরেননি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু উন্নয়নের স্বার্থে দুজনেই কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয় রেখে কাজ করার কথা বলেছেন বারবার। রাজ্যের উন্নয়ন নিয়েই প্রায় দেড় বছর পর প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় বসছেন বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

দুধ দিয়ে মোদী স্নান বিহারে

পাটনা, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বিজেপির পাশাপাশি রাজনৈতিক দল হিসেবে মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন পালন করল লোক জনশক্তি পার্টি। এনডিএ-তে বিজেপির জোট শরিক এই দলটির পক্ষ থেকে পাটনায় নরেন্দ্র মোদীর ছবি দেওয়া পোস্টারে দুধ দিয়ে স্নান করানো হয়। পাশাপাশি চলতে থাকে বৈদিক মন্ত্রচ্চারণ। গেরুয়া বসন পরে একদল স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে লোক জনশক্তি পার্টি কর্মীরা এই কর্মসূচি গ্রহণ করেন।

জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা অবলুপ্তির করেছে কেন্দ্রীয় সরকার।

এবার ভারতের যে লক্ষ্য পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে ভারতের ঝাণ্ডা ওড়ানো তা আগে সাফ করে দিয়েছে বিজেপি। জোট শরিকের এই দাবিকে সম্মতি করে লোক জনশক্তির তরফে দাবি ওঠে যে রির্টান গিফট হিসেবে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর চাই।

উল্লেখ করা যেতে পারে প্রধানমন্ত্রী জন্মদিন উপলক্ষ্যে গোটা দেশজুড়ে সপ্তাহজুড়ে সেবা সপ্তাহ পালন করছে বিজেপি। অন্যদিকে দুইদিনের গুজরাট সফরে গিয়ে এদিন নিজের মায়ের সঙ্গে দেখা করেন নরেন্দ্র মোদী। মায়ের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজও করেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী যশোদাবেনকে শাড়ি উপহার মুখ্যমন্ত্রী মমতার

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্ত্রী যশোদাবেন মোদীকে শাড়ি উপহার দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । মঙ্গলবার কলকাতা বিমানবন্দরে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে হঠাৎই দেখা হয় যশোদাবেন মোদীর। এদিন দুজনেই সৌজন্য দেখিয়ে পরস্পরের উদ্দেশ্যে হাতজোড় করেন তারা। পরে বিমানবন্দরের আউটলেট থেকে প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রীকে শাড়ি কিনে উপহার দেন মুখ্যমন্ত্রী।

মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠকের জন্য, দিল্লির উদ্দেশ্যে কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সময় বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্ত্রী যশোদাবেন মোদী। এই খবর শোনার পরই যশোদাবেন মোদীর সঙ্গে দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী। পরে আসন্ন দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে নিজের পছন্দের শাড়ি কিনে যশোদাবেনকে উপহার দেন মুখ্যমন্ত্রী ।

প্রসঙ্গত, গতকালই বর্ধমানের কল্যাণেশ্বরী মন্দিরে পুজো দেন যশোদাবেন । প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৬৯ জন্মদিনের আগের দিন নিজের নাম পুজো দেওয়ার পাশাপাশি মোদীর জয় কামনা করেন তিনি ঊ যদিও তাঁর রাজ্যে আসার কথা জানতেন না বিজেপির কেউই । গতকাল নিশ্চিদ্র নিরাপত্তায়, অত্যন্ত গোপনে কল্যাণেশ্বরী মন্দিরে পুজো দেন তিনি । সঙ্গে ছিলেন শুধু যশোদাবেনের ভাই ও ভাইয়ের স্ত্রী । পুজো দেওয়ার পর ফিরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে এদিন বিমানবন্দরে উপস্থিত হন তিনি । সেই সময়ই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা হয় তাঁর।

আগরতলা পরিবহন দপ্তর আয়োজিত বিশ্বকর্মা পূজো প্যান্ডেল। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

অভিনয় থেকে ফের বিরতি নিলেন ইরফান খান

নিজস্ব প্রতিবেদন: অনেকদিন ধরেই তাঁর অসুস্থতার খবর পাওয়া যাচ্ছিল। শোনা গিয়েছিল নিউরো এন্ডোক্রাইন টিউমার হয়েছে তাঁর। খবর অনুযায়ী, লন্ডনে চিকিতা করিয়ে এই বছরের শুরুতেই দেশে ফিরেছেন অভিনেতা ইরফান খান। ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছেন পরবর্তী ছবি ”আংরেজি মিডিয়াম”-এর শুটিংও। ছবির প্রথম অংশের শুটিং হয়েছে

রাজস্থানে। জয়পুরে শুটিং শেষ হয়েছে কয়েক সপ্তাহ আগেই। এরপরের গন্তব্য লন্ডন।সূত্রের খবর অনুযায়ী, লন্ডনে শুটিং শুরুর আগে কিছুদিনের জন্য কাজ থেকে বিরতি নিয়েছেন ইরফান। স্ত্রী সুতপা শিকদারের সঙ্গে সময় কাটাবেন তিনি। চলতি বছরের শুরুতে চিকিৎসার পর যখন ইরফান দেশে ফেরেন, তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিল অনুরাগীরা। এরপর তাঁর অভিনয়ের জগতে ফেরার খবরে খুশি সিনেমাপ্রেমীরা।লন্ডনে শুটিং শুরু হলেই ”আংরেজি মিডিয়াম” টিমের সঙ্গে যোগ দেবেন করিনা কাপুর খান। ছবিতে তিনি অভিনয় করছেন একজন পুলিস আধিকারিকের চরিত্রে। এই প্রথম বার কোনও ছবিতে ইরফান এবং করিনাকে একসঙ্গে দেখা যাবে। শোনা যাচ্ছে এই ছবিতে করিনা কেমিও চরিত্রে থাকলেও শুধু ইরফান খানের জন্যই তিনি কাজ করতে উৎসাহী। ছবির পরিচালনার দায়িত্বে আছেন হোমি আদাজানিয়া। প্রযোজনা করছেন দিনেশ বিজন তাঁর ম্যাডক ফিল্মসের ব্যানারে। ছবিতে ইরফানের মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করছেন রাধিকা মদন। আগামী বছর ২৪ এপ্রিল মুক্তি পাবে ”আংরেজি মিডিয়াম”।

ভক্তের আকস্মিক মৃত্যু শোকজ্ঞাপন রণবীরের

নিজস্ব সংবাদদাতা: কিছু অনুরাগীদের কাছে তাঁদের প্রিয় অভিনেতা বা অভিনেত্রী ভগবানের মতো। কিছু ভক্ত আছেন তাঁরাও তাঁদের প্রিয় অভিনেতা বা অভিনেত্রীদের সঙ্গে নিয়মিত দেখা করতে পারার সুবাদে তারকাদের কাছে পরিচিত হয়ে যান। রণবীর সিং-এর এমনই এক ভক্তের অকালপ্রয়াণের খবর সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করেন চিত্রগ্রাহক ভাইরাল ভয়ানি। সেই ভক্তের নাম যতীন দুলেরা। রণবীরের সঙ্গে যতীনের একটি ছবি শেয়ার করে তিনি লেখেন, ’খুব তাড়াতাড়ি চলে গেলে ভাই। রণবীর সিং-এর একজন একনিষ্ঠ ভক্ত যতীন দুলেরার আজ অকালপ্রয়াণ হল। ও অফিস যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল আর তখনই তার শ্বাসরোধ হয়ে মৃত্যু ঘটে। যতীনের কোনও খারাপ অভ্যাস ছিল না। ছোট বয়সে সে তার বাবাকে হারায় এবং তাঁর আরও দুজন ছোট ভাইবোন রয়েছে। বান্দ্রাতে তার অফিস ছিল যেখানে ফারহান আখতারেরও অফিস রয়েছে। ও অনেকবার আমাকে অভিনেতাদের ছবি বা ভিডিও দিয়ে সাহায্যও করেছে। শিবাজি পার্কে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হল। এভাবেই হাসতে থেকো যতীন, আমরা তোমাকে

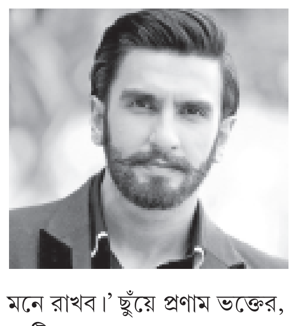

মনে রাখব।’ ছুঁয়ে প্রণাম ভক্তের, নেটিজেনদের আক্রমণের মুখে রণবীর কাপুরভক্তের মৃত্যু খবর পেয়ে তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করেছেন রণবীর সিং নিজেও। তাঁর স্মরনে ছবি পোস্ট করেন সোশাল মিডিয়ায় রণবীর লেখেন, ‘শান্তিতে থেকো’ সঙ্গত, রণবীর এই মুহূর্তে তাঁর আগামী ছবি কবীর খান পরিচালিত ”৮৩”-শ্যুটিংয়ে ব্যস্ত রয়েছেন। তারই ফাঁকে এই দুঃসংবাদ শুনে প্রিয় ভক্তকে স্মরণ করতে ভোলেননি অভিনেতা।

তারকা নয়, ১৭ বছর পর গ্রামের বাড়িতে গিয়ে সাদামাটা ভাবেই ধরা দিলেন সুশান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাড়ি বিহারের পূর্ণিয়া জেলার মালডিহা গ্রামে। তবে কর্মসূত্রে আপাতত মুম্বইতেই থাকেন সুশান্ত সিং রাজপুত। প্রথমে হিন্দি ধারাবাহিক ”পবিত্র রিস্তা”, তারপর কাই পো চে, এম এস ধোনি, কেদারনাথ সহ একাধিক ছবির মাধ্যমে অভিনেতা সুশান্ত এখন জনপ্রিয়তার শিখরে। কাজের ব্যস্ততার কারণেই দীর্ঘদিন হল দেশের বাড়িতে যেতে পারেননি সুশান্ত। অবশেষে দীর্ঘ ১৭ বছর পর সম্প্রতি নিজের দেশের বাড়ি মালডিহাতে গিয়েছিলেন সুশান্ত সিং রাজপুত। উদ্দেশ্য, প্রয়াত মা ও ঠাকুমার ইচ্ছাপূরণ করা।সমস্ত স্টারডম ভুলে নিজের গ্রামের বাড়ির সমস্ত সদস্য, আত্মীয়-স্বজন ও পুরনো বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মিশে গেলেন বলিউড তারকা। আত্মীয়-বন্ধু বান্ধবদের কাছে সুশান্ত সেখানে তারকা নন, একেবারেই তাঁদের কাছের মানুষ। দেশের বাড়িতে যাওয়াই নয় সেখানকার খগড়িয়ার ভগবতী মন্দিরে পুজোও দেন সুশান্ত। প্রাচীন রীতি মেনে সমস্ত রীতি নীতি শেষ করার পর নিজের চুলও কেটে ফেলেন অভিনেতা।তারকা সুশান্তের এই সাদামাটা জীবন কাটানোর ছবি ও ভিডিয়ো ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে নেটদুনিয়ায়। কখনও সুশান্তকে খালিপায়ে গ্রামের মন্দিরে পুজো দিতে দেখা গেছে, কখনও বা বাইক নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে কিংবা মাচায় বসে আড্ডা মারতে।”স্পট বয়” সূত্রে খবর, সুশান্তের পৈত্রিক বাড়ি মালডিহা গ্রামে হলেও পরবর্তীকালে সুশান্তের পরিবার পাটনাতে চলে আসেন, সেখান থেকে বসবাস শুরু করেন দিল্লিতে। ২০০২ সালে মাত্র ১৬ বছর বয়সে মা করে হারিয়েছিলেন সুশান্ত। মায়ের মৃত্যুর পরই সুশান্তের পরিবার মালডিহা ছেড়ে পাটনায় চলে আসে। পরবর্তীকালে দিল্লিতে গিয়ে নিজের পড়াশোনা শেষ করেন অভিনেতা। গ্রামের বাড়িতে সুশান্তের সঙ্গে দেখা যায় তাঁর বাবা কে কে সিং কেও।

সেটে প্লাস্টিক ব্যবহার করা হয় না, ”প্লাস্টিকের বিরুদ্ধে নতুন বিপ্লব”-এ ভিকি-ক্যাটরিনা

মহানগর ওয়েবডেস্ক: প্রধানমন্ত্রীর ”প্লাস্টিকের বিরুদ্ধে নতুন বিপ্লব” -এ সামিল হয়েছে গোটা বলিউড। দেশকে প্লাস্টিকমুক্ত করতে এগিয়ে এসেছেন সেলিব্রেটিরা। এই তালিকায় যুক্ত হলেন ভিকি কৌশল। আইফা রকস-এর অনুষ্ঠানে প্লাস্টিক বর্জনের বিষয় নিয়ে কথা বললেন অভিনেতা। তিনি বলেন, পরিবেশের কথা ভেবে আমাদের প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। আমাদের সেটে কোনও রকম প্লাস্টিকের বোতল ব্যবহার করা হচ্ছে না। ভিকি আরও জানান, ”যত কম আমরা প্লাস্টিক ব্যবহার করব ততই আমাদের জন্য ভালো হবে। পরিবেশ, বায়ু, জল সমস্ত কিছু ভালো থাকবে। আজকে আমরা যেভাবে জীবনযাপন করছি, পরবর্তী জেনেরেশনকে কী দিয়ে যাব। তারা কী পাবে আমাদের থেকে। প্রকৃতির কথা ভেবে আমাদের আরও সচেতন হতে হবে। আমাদের ফিল্ম সেটে কোনও প্লাস্টিকের বোতল পাওয়া যাবে না। শুধুমাত্র স্টিল বোতল ব্যবহার করা হচ্ছে।”যদিও সূচনাটা হয়েছিল ”কুলি নম্বর ওয়ান”-এর হাত ধরে। কিছুদিন আগেই বরুণ জানান, ”ছবির সেট থেকে সমস্ত রকম প্লাস্টিক সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। প্লাস্টিক মুক্ত ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমরা প্রধানমন্ত্রীর পাশে আছি।” কিছুদিন আগেই ছবির সেটে আগুন লেগে যাওয়ার কারণে, সেটের অধিকাংশ অংশই পুড়ে যায়। এরপরেই সেট থেকে সমস্ত প্লাস্টিক সরিয়ে নেওয়া হয়। তবে এই অভিযানে শুধু বরুণ বা ভিকি নন, রয়েছেন ক্যাটিরিনা কাইফও। অভিনেত্রী বলেন, ”প্রধানমন্ত্রী মোদীর এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাতে হবে। যদি আমরা প্লাস্টিকের ব্যবহার না করি, প্লাস্টিকের বোতলে জল খাওয়া বন্ধ করি তাহলে অনেক বড় পরিবর্তন আসবে। পদ্ধতিটা খুব সহজ।”উল্লেখ্য, ”মান কি বাত” অনুষ্ঠানে নরেন্দ্র মোদী ”প্লাস্টিকের বিরুদ্ধে নতুন বিপ্লব” -এর কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী জানান, ”বাপুর ১৫০ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আমাদের সবাইকে শপথ নিতে হবে, আমরা প্লাস্টিকের ব্যবহার বর্জন করব এবং নয়া ভারত গড়ে তুলব। এই উদ্যোগে আপনাদের সবার সমর্থন চাই।” প্রধানমন্ত্রীর এই নয়া উদ্যোগকে সমর্থন করেছেন আমির খান। তিনি বলেন, ”আমরা সবাই আপনার পাশে আছি।”

আমার ছবিগুলো তথ্যচিত্র হতে পারে, বললেন আয়ুষ্মান খুরানা

আমার প্রত্যেকটা ছবিতে একটা বার্তা থাকে আর বার্তা ছাড়া কি তা কখনও সমাজে পৌঁছানো যায়? আমার প্রত্যেকটা ছবি কিন্তু তথ্যচিত্র হতে পারে এমনটাই বললেন অভিনেতা আয়ুষ্মান খুরানা। তিনি বলেন, প্রত্যেকটি ছবিতেই কোনও না কোনও বার্তা থাকে আর সেই বার্তা সমাজে এক আলাদা মাত্রা ফেলে দেয়। ”ভিকি ডোনর” দিয়ে বলিউডে ডেবিউ করেছেন তিনি। এরপর ”শুভ মঙ্গল সাবধান”, ”বরেলি কি বরফি”, ”বাধাই হো”-র মতো জনপ্রিয় ছবিতে কাজ করেছেন।এই প্রত্যেকটি ছবিতে অভিনেতা সমাজে বার্তা দিয়েছেন।সম্প্রতি এক সাক্ষাতকারে আয়ুষ্মান বলেন, তাঁর প্রত্যেকটি ছবি তথ্যচিত্র হতে পারে। ”আর্টিকেল ১৫” তথ্যচিত্র হতে পারে? এই প্রশ্ন করা হলে অভিনেতা জানান, কেন নয়? যদি কোনও ছবি সমাজে বার্তা না ফেলতে পারে তাহলে কি তার কোনও মানে আছে? আমার মনে হয়, আমি যতগুলো ছবিতে কাজ করেছি সেই সব ছবিগুলো তথ্যচিত্র হতে পারে।তিনি আরও বলেন, ছবিতে এন্টারটেনমেন্ট থাকা দরকার। তবে তো সবাই ছুটে আসবে দেখার জন্যে। নতুবা কোনও কিছুই হবে না। যদি সেই সমস্ত ছবি উতসবে মুক্তি পায় তাহলে তা দেখার কোনও মানে হয় না। কারণ মানুষ ছবির বিষয়বস্তু আগে থেকেই জেনে গেছে। সেই বিষয়ে তারা অবগত। কিছুদিন আগেই ”আর্টিকেল ১৫”-এর ট্রেলার প্রকাশ্যে এসেছে। আর সেখানে অভিনেতাকে পুলিশের ভূমিকায় দেখা গিয়েছে। ছবিতে চরিত্রের নাম হচ্ছে অয়ন। উত্তরপ্রদেশের ব্রাহ্মণ সমাজ এই সিনেমা বয়কটের সিদ্ধান্ত নেন বলে জানা গেছে।

১০০ বছর টিকবে পারমাণবিক ব্যাটারি

১০০ বছর টিকে থাকবে এমন ব্যাটারি তৈরি করেছেন রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা। অবিশ্বাস্য এ ব্যাটারি দিয়ে হৃদরোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত পেসমেকার থেকে শুরু করে মঙ্গলগ্রহের মিশনে মহাকাশযান পর্যন্ত সবকিছুতে ব্যবহার করা যাবে। ব্যাটারিটি পারমাণবিক শক্তি দ্বারা নির্মিত এবং প্রচলিত ব্যাটারিগুলোর চেয়ে ১০ গুণ শক্তিশালী।

শটকি ডায়োড হিসেবে পরিচিত হীরের তৈরি সেমিকন্ডাক্টর দিয়ে ব্যাটারিটি তৈরি করা হয়েছে। শটকি ডায়োড একটি রেডিওঅ্যাকটিভ রাসায়নিক যা ব্যাটারির প্রধান জ্বালানি।

বিজ্ঞানীরা দাবি করছেন, স্থায়ী পেসমেকার থেকে শুরু করে মহাকাশ অভিযানেও এটা ব্যবহার করা যাবে। দৈনন্দিন কাজেও ব্যবহার করা যাবে। দৈনন্দিন কাজেও ব্যবহার করা যাবে বলে জানিয়েছেন তারা। ব্যাটারিটিতে ইলেক্টন ও পজিট্রন এই দুই ধরনের রেডিয়েশন ব্যবহার করা হয়েছে। তাই কোনো ক্ষতি ছাড়াই মানব শরীরের ভেতরেও এটি রাখা যাবে। ব্যাটারি গবেষণা প্রকল্পের পরিচালক মস্কোর টেকনোলজিক্যাল ইন্সটিটিউট ফর সুপারহার্ড অ্যান্ড কার্বন ম্যাটেরিয়ালসের অধ্যাপক ভ্লাদিমির ব্ল্যাঙ্ক বলেন, ব্যাটারি ব্যবহারে এরই মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফলাফল পাওয়া গেছে এবং এটা এখন চিকিৎসা ও মহাকাশে প্রযুক্তিতে ব্যবহার করা যাবে।

বোতাম টিপলেই নেমে আসছে শয়তান

খ্রিস্টান ধর্মের সর্বোচ্চ গুরু পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন, অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই ইন্টারনেট হচ্ছে এই মুহূর্তে শয়তানবাদীদের অবাধ বিচারণক্ষেত্র। যেখানে সেখানে শয়তান উপাসনা, ডাকিনীবিদ্যা চর্চা ওকালো জাদু বিদ্যাচর্চার ওয়েবসাইট। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী , পোপ ফ্রান্সিস সম্প্রতি এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, বিশ্বে শয়তান উপাসনা ও কালো জাদুর চর্চা সাংঘাতিক রকমে বেড়ে চলেছে। এর জন্য দায়ী ইন্টারনেট । এই বিপদকে সামলানোর জন্য প্রয়োজন অনেক বেশি সংখ্যায় এগজরসিস্ট। পোপের এই বক্তব্য সমর্থন করেছেন খ্যাতনামা মার্কিন মনোবিদ রিচার্ড গ্যালাঘার।

তবে বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞানবাদীরা এনিয়ে ঠাট্টা মশকরা করছেন। তাদের ভাষ্য,একবিংশ শতকে এমন আজগুবি কথা কী করে মেনে নেয়া যায়, তা তারা ভেবে পাচ্ছেন না।

কিন্তু বিজ্ঞানীরা একথা কিছুতেই বুঝতে চাইছেন না যে, রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টধর্মের গোড়াতেই রয়েছে শয়তান’ এর উপস্থিতি। ঈশ্বর থাকলে শয়তানও থাকেন। না হলে লীলা পোস্টাই হয় না। একথা শত শতিনেক বছর ধরে বোঝাতে চাইলেও বিজ্ঞানবাদীরা বোঝেন না। তবে যে যাই বলুক, ইন্টারনেট যে শতয়ানের স্বর্গরাজ্য, তা আসলেই সত্যি। অন্তর্জালের আনাচকানাচ খাপ পেতে বসে রয়েছে শয়তান স্বয়ং। না, এর জন্য ডার্ক বা ডিপ ওয়েব পর্যন্ত যেতে হবে না। সারফেস ওয়েবেই শয়তানি জমজমাট।

পশ্চিমের বিখ্যাত ‘চার্চ অফ স্যাটান’ থেকে শুরু করে সে দেশের উইচক্র্যাফট শিক্ষা সব কিছুরই ওয়েবসাইট রয়েছে। যার যেখানে ইচ্ছে, সেখানেই ঝাঁপিয়ে পড়ছে। কোনো মানা নেই। আসলে নোট বিশ্বে কে কার গার্ডিয়ান?

চার্চ অব স্যাটান’ জানায়, শয়তান আমাদের জাগতিক চাহিদাগুলো দ্রুত পূরণের আশ্বাস দেয়। ফলে দূরবর্তী, ধোঁয়াটে ঈশ্বরের চাইতে তিনি ঢের বেশি কাছের। ফলে শয়তানের উপাসনা ঈশ্বরের চাইতে অনেক বেশি জরুরি।

চার্চ অফ স্যাটান এর মেম্বারশিপ পেতে হলে অনেক টাকা গুণতে হবে। সে টাকা কোথায় যাবে, কী হবে তাদিয়ে, তা নিয়ে কোনো স্পষ্ট ইঙ্গিত নেই। টাকা যেখানেই যাক, চার্চ যে মেনস্ট্রিম খ্রিস্টধর্মকে ওপেন চ্যালেঞ্জ ছোড়ে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ঈশ্বরের চাইতে অনেক বেশি জরুরি।

চার্চ অফ স্যাটান এর মেম্বারশিপ পেতে হলে অনেক টাকা গুণতে হবে। সে টাকা কোথায় যাবে, কী হবে তাদিয়ে, তা নিয়ে কোনো স্পষ্ট ইঙ্গিত নেই। টাকা যেখানেই যাক, চার্চ যে মেনস্ট্রিম খ্রিস্টধর্মকে ওপেন চ্যালেঞ্জ ছোড়ে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ওয়ার্ল্ড অফ উইক্কা’ আ্যারেকটি ওয়েবসাইট। যেখানে প্রাচীন উইক্কা দর্শনের চর্চা চলে নিরন্তর। ‘উইক্কা’ শব্দটি এসেছে ‘উইচ’ শব্দ থেকে। প্রাক খ্রিস্টান এই চর্চার অনেক কিছুকেই ‘কালো জাদু’ হিসেবে চিহ্নিত করেছিল রোমান চার্চ। প্রাচীণ যুগের শেষ থেকে মধ্যযুগজুড়ে চলে ইনকুইজিশন ও উইচ নিধরনের দাপট। রীতিমতো মন্ত্র তন্ত্র আউড়ে বশীকরণ, মারণ উচাটনের রমরমা। এসব সাইট।

শয়তান থেকে জিন, জিন থেকে প্রেতাত্মা সবাইকেই আনা সম্ভব, এ কথা জানাতে ঝাঁকে ঝাঁকে ওয়েবসাইট। তার ওপরে রয়েছে এই সব কালো জাদু সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর বাণিজ্য। খেলা যে দারুণ জমজমাট, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

২০২০ সালের জানুয়ারিতে রঞ্জনা ২ ছবির শুটিং শুরু হবে

প্রেস কার্ড নিউজ ডেস্ক ; আনন্দ এল রাইয়ের শেষ ছবি জিরো বক্স অফিসে ব্যর্থ হয়েছিল।আর এই ছবিতে অভিনয় করে ছিলেন শাহরুখ খান, ক্যাটরিনা কাইফ এবং অনুষ্কা শর্মা। পরিচালক তার পরবর্তী প্রকল্প শুরু করতে প্রস্তুত, এবং রোমান্টিক চরিত্রে অভিনয় করছেন সারা আলি খান এবং দক্ষিণ তারকা ধনুশ। ছবিটি আনন্দের আগের ছবি রঞ্জনার সিক্যুয়াল বলে জানা গেছে।ছবির শুটিং ২০১৯ সালের ডিসেম্বর বা ২০২০ সালের জানুয়ারিতে শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। একটি সূত্র মারফত জানা গিয়েছিল, ’এটি সত্যিকার অর্থেই একটি সিক্যুয়াল নয়, এটি একটি গল্প যা আনন্দের তনু ওয়েডস মনু-র ফ্র্যাঞ্চাইজির মতো এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়, তবে তার নতুন ছবির থিমটি রঞ্জানার সাথে খুব মিল আছে। ভিন্ন গল্প এবং নতুন চরিত্রগুলির সাথে এর মধ্যে রঞ্জানার সমস্ত উপাদান রয়েছে এবং তাই তারা নামটি রঞ্জনা ২ নামকরণ করার পরিকল্পনা করছেন।সোনম কাপুর অভিনীত ছবিটির মতো এই ছবিতেও উত্তর ভারতে শুটিং করা হবে এবং এতে হাস্যরস এবং আকর্ষণীয় প্লট থাকবে। ধনুশ বলিউডে প্রবেশ করেছিলেন রঞ্জনা ছবির মাধ্যমে। এটি ২০১৩ সালে প্রেক্ষাগৃহে হিট করার সময় এটি একটি বিশাল সাফল্য ছিল। যদিও ঋত্বিকের এই সিক্যুয়ালে অভিনয়ের গুঞ্জন ছিল।

পাগল পান্তি নিয়ে আশাবাদী জন

নিখিল আদওয়ানির মারজাওয়ান একটি একক মুক্তি, যা মুক্তি দেওয়ার জন্য জন আব্রাহাম তাঁর কমিক-পুলিশ পাগলপান্তি মুক্তি দেওয়ার দিকে এগিয়ে গেছেন। মারজাওয়ান ৮ ই নভেম্বর মুক্তি পাবে, পাগলপান্তি ২২ নভেম্বর রুপালি পর্দায় আসবে। তবে ছবিগুলোর মধ্যে বক্স অফিসের সংঘর্ষ এখনও চলছে। আনিস বাজমির মাল্টিমাস্টার ছবি এখন ২২ নভেম্বর আয়ুষ্মান খুরানার বালার সাথে সংঘর্ষ করবে। পাগলপান্তি পরিচালনা করছেন ভূষণ কুমার, ছবিটির নতুন মুক্তির তারিখ নিশ্চিত করেছেন এবং বলেছিলেন, ’হ্যাঁ, পাগলপান্তি এখন ২২ নভেম্বর মুক্তি পাবে।’এদিকে, জন আব্রাহাম আত্মবিশ্বাসী যে সিনেমাটি প্রেক্ষাগৃহে এলে পাগলপান্তি কাজ করবে। তিনি বলেছিলেন, ’তবে একটি একক উইন্ডো মারজওয়ানকে উপকৃত করবে এবং ভূষণ আমার সাথে একমত হয়েছেন।’মারজওয়ানের পরিচালক মিলাপ জাভেরি তার একক ছবি মুক্তি দেওয়ার জন্য বাটলা হাউসকেও ধন্যবাদ জানায়।

অন্তর্দন্দ্বের “স্তর” ছাপিয়ে রূপমের অন্য প্রয়াস

রূপম ইসলাম মানেই গানে বাস্তবের ছাপ ছেড়ে যাওয়া। সে জীবনের কঠিন বাস্তব হোক, কিংবা সমাজের মেনে নিতে না পারার অসুখ। এবারও সেই লক্ষ্যে অনন্য প্রয়াস ”স্তর”। সম্প্রতি প্রকাশ্যে এসেছে তাঁর সিঙ্গলস। এই মিউজিক ভিডিও তৈরি করেছেন পরিচালক শমীক রায়চৌধুরি, এমনকি এই গানটিও তাঁর লেখা।গানে ”স্তর” অর্থে বিবেকের যুদ্ধ। নিজের সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়তে লড়তে একা হয়ে পড়া, আর বিবেকের দংশনে সেখান থেকেই মূলস্রোতে ফিরে আসার কথা বলে এই গান। তবে ভিডিওর মূল চরিত্রে যে মেয়েটিকে দেখা যায় তার বিবেক কিন্তু অ্যান্ড্রোজেনাস। আসলে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে অন্তরাত্মার কোন লিঙ্গ হয়না। এই ভাবনাতেই আলাদা ”স্তর”।

ভিডিওতে মহিলা চরিত্রে দেখা গিয়েছে মুম্বইয়ে অভিনেতা-মডেল ইপ্সিতা ভট্টাচার্য এবং অ্যান্ড্রোজেনাস সত্ত্বা হিসাবে পর্দায় এসেছে কলকাতার অ্যান্ড্রোজেনাস মডেল অমিত বিট্টু দে। এদিন অমিতের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ”ইপ্সিতা আমাকে এই ভিডিওটির স্টাইলিং এবং আর্ট নিয়ে কাজ করার জন্য বলেছিল। পরে চরিত্রটার কথা বলে। চরিত্রটার শুধুমাত্র অন্য রকমের অ্যাপ্রোচ রয়েছে আর সেই কারণেই রাজি হওয়া।”ইতিমধ্যেই বেশ জনপ্রিয় হয়েছে এই ভিডিও। রূপমের কণ্ঠ অন্যমাত্রায় নিয়ে গিয়েছে ”স্তর”-কে। ভবিষ্যতে ইন্ডাস্ট্রির থেকে এই রকমের পরিণত কাজের আশায় থাকল দর্শক।

সলমনের বাবার ধমক খেলেন জ্যাকলিন

আগে হিন্দি শিখে এসো, তারপর না হয় উর্দু ! সলমন খানের বাবা সেলিম খানের কাছে ধমক খেয়ে একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা অবস্থা জ্যাকলিনের ! ভাবতে পারছিলেন না, ঠিক কী মন্তব্য করবেন। কী বললে, রাগি সেলিম খানের রাগ একটু হলেও গলবে। তবে কিছু বলার থেকে পুরো ব্যাপারটা হজম করে ফেললেন জ্যাকলিন।গপ্পোটা হল, ২০০৯সালে ”আলাদিন” ছবিদিয়ে বলিউডে পারাখেন জ্যাকলিন।ছবিটি ফ্লপ করলেও, সুন্দরী জ্যাকলিন কিন্তুনজর কাড়েন।তারপর একে একে ”কিক” ও ”রেস থ্রি”। সলমনের সঙ্গেজুটি বাঁধার পরথেকেই খান পরিবারের ঘনিষ্ঠে আসেন জ্যাকলিন। এমনকী, গুঞ্জনেছিল সলমনের সঙ্গেনাকি প্রেম প্রেমসম্পর্কও জ্যাকলিনের।তবে প্রথম থেকেই হিন্দি ভাষা নিয়ে সমস্যা রয়েছে জ্যাকলিনের। বহুবার সলমনেরবলার পরও নাকিহিন্দি ভালো করারব্যাপারে মন দেননিতিনি। শোনাগিয়েছে, জ্যাকলিনের হিন্দিনিয়েও কিছুটা বিরক্তসলমনের বাবা সেলিম। জ্যাকলিন যেইউর্দু শেখার ইচ্ছেপ্রকাশ করেছেন অমনি নাকি ক্ষেপে গিয়ে নায়িকাকে ধমক দিয়েছেন সেলিম !

চোখকে সুস রাখতে চান?

কিভাবে ভালো রাখবেন আপনার চোখ তা জেনে নেওয়া যাক- ১) বেশিরভাগ অ্যান্ড্রয়েড ফোনে ”নাইট মোড” বা ”ওয়ার্ম মোড” বলে একটি অপশান থাকে।এই অপশনটি অন করলেই ফোনের স্ক্রিন হলদেটে হয়ে যায়।এর ফলে স্ক্রিন থেকে বের হওয়া ক্ষতিকর নীল রশ্মির পরিমাণ কম থাকে। কোনও কোনও কম্পিউটারের স্ক্রিনেও থাকে এই ওয়ার্ম মোড।২) ট্রেনে বাসে প্রতিদিন অনেকে যাতায়াত করেন।ট্রেন-বাসের হাতলে, সিটে প্রচুর পরিমাণে জীবাণু থাকে।সিট বা হাতলে হাত দেওয়ার পর সেই হাত ভুলেও চোখে দেবেন না।হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে হাত মুছে অথবা বাড়ি ফিরে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে তবেই চোখে হাত দেবেন।৩) দিনে বেশ কয়েকবার চোখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিন। বাইরে থেকে এসে অথবা কম্পিউটারে বসে একটানা কাজের করার ফাঁকে চোখে জলের ঝাপটা দিন। কয়েকদিন নিয়মিত করলেই উপকার টের পাবেন।৪) চোখ সুস্থ রাখতে নজর দিন আপনার খাদ্যাভ্যাসেও। রোজ খাবার পাতে রাখুন প্রচুর শাক-সবজি। ভিটামিন ঙ চোখের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ঙ আছে এমন কয়েকটি খাবার হল- রাঙা আলু, গাজর, পালং শাক, ব্রকোলি, লাল শাক, ক্যাপসিকাম, কমলালেবু, টম্যাটো, পেঁপে, পাকা আম ইত্যাদি।

“সেলফি” শব্দের হিন্দি অর্থ জানেন কি! উত্তর দিয়ে দিলেন অমিতাভ বচ্চন

বলিউডের প্রবীণ অভিনেতাদের মধ্যে অমিতাভ বচ্চন সোশ্যাল মিডিয়ায় সবচেয়ে বেশি ততপর। আর সোশ্যাল মিডিয়াতেই তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের আকর্ষণীয় পোস্ট করেন। আর সেরকমই অমিতাভের সাম্প্রতিক একটি টুইট পোস্ট। যা ঘিরে তোলপাড় শুরু হয়েছে নেটিজেনদের মধ্যে।অমিতাভ তাঁর সাম্প্রতিক পোস্ট-এ ”সেলফি” শব্দটি সম্পর্কে এক মাজাদার বার্তা দেন। তিনি হিন্দিতে সেলপি শব্দের অর্থ প্রকাশ করে লেখেন, সেলফি মানে, ”ব্যাক্তিগত দূরভাষিত যন্ত্রের দ্বারা হস্ত উতপাদিত স্বচিত্র।” এছাড়াও আরও একটি বিশেষ শব্দে সম্বোধন করেন অমিতাভ। আর সেই পোস্টই এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল।প্রসঙ্গত, এই টুইট পোস্ট-এ অমিতাভ বচ্চন উল্লেখ করেন যে, সেলফি-র হিন্দি শব্দের খোঁজ করতে বহুদিন ধরে চেষ্টা করেছেন বিগ বি। তবে, শেষ পর্যন্ত এতদিন বাদে সেই শব্দের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। আর সেই কথা জানিয়েই এদিন টুইট করেন অমিতাভ।

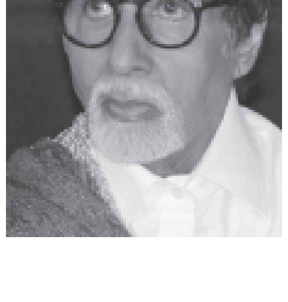

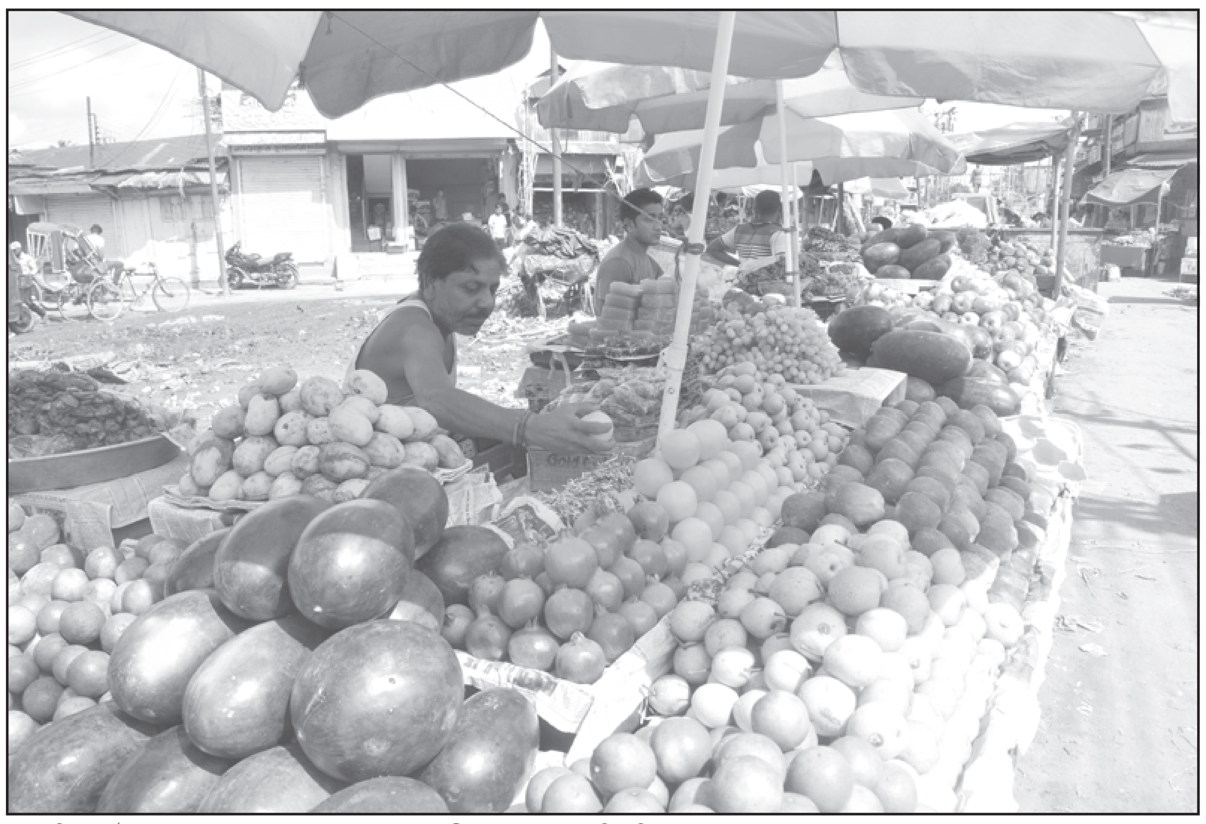

আজ বিশ্বকর্মা পূজা। তাই বাজারে চলছে ফল ব্যবসায়ীদের পশরা। ছবি- নিজস্ব।

জন্মদিনে মোদী বন্দনায় মাতল দেশ

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : নিজের জন্মদিন সেভাবে কখনই পালন করেন না প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীঊ কিন্তু, প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে বিজেপি শিবিরের পাশাপাশি গোটা দেশ পালন করল প্রিয় নেতার জন্মদিনঊ প্রধানমন্ত্রীর ৬৯ তম জন্মদিন বলে কথা! মঙ্গলবার (১৭ সেপ্টেম্বর) সকাল থেকেই প্রিয় নেতাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, বিজেপি নেতা-কর্মীরাও প্রধানমন্ত্রীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটারঊ প্রধানমন্ত্রীর টুইটার অ্যাকাউন্টে উড়তে লাগল ডিজিটাল রঙিন বেলুনঊ প্রধানমন্ত্রীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অমিত শাহ, যোগী আদিত্যনাথ, স্মৃতি ইরানি, নির্মলা সীতারমণ, রবিশঙ্কর প্রসাদ, আর কে সিনহার মতো বিজেপি নেতৃত্বঊ রাজনৈতিক ভাবে মতাদর্শগত ফারাক থাকলেও তাঁকে শুভেচ্ছা জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধানমন্ত্রীর ৬৯ তম জন্মদিন পালন করতে মেতেছেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা। মন্ত্রিসভার সতীর্থরা তো বটেই বিজেপির ছোট-বড় নেতারা টুইট করে, ফুল পাঠিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। প্রধানমন্ত্রীর ৬৯ তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে মধ্যপ্রদেশের ভোপালে ৬৯ ফুট লম্বা কেট কাটলেন বিজেপি কর্মীরা। এছাড়াও উত্তর প্রদেশের বারাণসীতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে সঙ্কট মোচন মন্দিরে ভগবান হনুমানকে সোনার মুকুট উৎসর্গ করলেন মোদী-ভক্ত অরবিন্দ সিং। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে দিল্লির সি ডি দেশমুখ প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত হল 'সেবা-সঙ্কল্প দিবস' অনুষ্ঠানঊ প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে 'সেবা-সঙ্কল্প দিবস' কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক শুভারম্ভ করেছেন প্রবীণ বিজেপি নেতা তথা রাজ্যসভার সাংসদ আর কে সিনহা, বিজেপি সাংসদ রবি কিশান এবং প্রবীণ সাংবাদিক রাম বাহাদুর রায়ঊ কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী। পিছিয়ে ছিলেন না দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালও। প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে সোনিয়ার বার্তা, 'জন্মদিনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে হার্দিক শুভেচ্ছা।'' পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করেছেন সোনিয়া গান্ধী অত্যন্ত ব্যস্ততার কারণে মায়ের সঙ্গে দেখা হয় না প্রধানমন্ত্রীরঊ কিন্তু, জন্মদিন বলে কথা, তাই মায়ের সঙ্গে দেখা করা চাই। জন্মদিনে প্রতিবছরই সকাল সকাল মায়ের সঙ্গে দেখা করেন প্রধানমন্ত্রীঊ কিন্তু, এবার নমামি মহোতব উত্তবের জন্য মায়ের সঙ্গে দেখা করার সময়ে বদল আনেন প্রধানমন্ত্রীঊ মঙ্গলবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সমস্ত কার্যক্রম শেষে, দুপুরেই গান্ধীনগরের বাসভবনে গিয়ে মা হীরাবেন-এর সঙ্গে দেখা করেন ৬৯ বছর বয়সি মোদীঊ মায়ের পা ছুঁয়ে আশীর্বাদ নেন দেশের জনপ্রিয় এই নেতাঊ মা ও ছেলে একসঙ্গে দুপুরের খাবারও খানঊ দীর্ঘ সময় মায়ের সঙ্গে কাটান প্রধানমন্ত্রীঊ

অন্য দিনের মতই অবশ্য এ দিনও ঠাসা কর্মসূচি ছিল প্রধানমন্ত্রীর। ৬৯ তম জন্মদিন তিনি এবার একটু অন্যরকমভাবেই উদযাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীঊ সকাল সকাল মা হীরাবেন-এর সঙ্গে দেখা করার পরিবর্তে এদিন সকালেই নর্মদা জেলার কেভাড়িয়াতে পৌঁছন প্রধানমন্ত্রীঊ সেখান থেকে যান সর্দার সরোবর বাঁধেঊ কেভাড়িতে এদিন বাটারফ্লাই ইকো-ট্যুরিজম স্থল পরিদর্শন করেন প্রধানমন্ত্রীঊ এছাড়াও জঙ্গল সাফারি ট্যুরিস্ট পার্ক, ক্যাকটাস গার্ডেন, নিউট্রিশন পার্কও পরিদর্শন করেন প্রধানমন্ত্রীঊ পুজো দেন গরুদেশ্বর দত্ত মন্দিরেঊ এরপর দুপুরে গান্ধীনগরে মা হীরাবেনের কাছে যান মোদী। মায়ের সঙ্গে দীর্ঘ সময় কাটান তিনি।

অমিত শাহ : নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ লিখেছেন, 'দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি, নির্ণায়ক নেতৃত্ব এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের প্রতীক ও সর্বাধিক জনপ্রিয় নেতা প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজীকে জন্মদিনের হার্দিক শুভেচ্ছাঊ আপনার নেতৃত্বে উদীয়মান নতুন ভারত বিশ্বের মধ্যে শক্তিশালী, সুরক্ষিত ও নির্ভরযোগ্য রাষ্ট্র হিসেবে উন্নীত হয়েছে।

যোগী আদিত্যনাথ : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা বার্তায় উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ টুইটারে লিখেছেন, 'জন্মদিনে প্রধানমন্ত্রীকে হার্দিক শুভেচ্ছাঊ সবকা সাথ, সবকা বিকাশের মন্ত্র নিয়ে নতুন ভারত গড়ায় আপনার উতর্গ, অঙ্গীকার আমাদের সর্বদাই অনুপ্রাণিত করেঊ আপনার সুস্বাথ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করিঊ'

স্মৃতি ইরানি : নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি লিখেছেন, 'বিশ্বের সবচেয়ে বৃহতগণতন্ত্র, ভারতের সমৃদ্ধ, শক্তিশালী ও দৃঢ় প্রত্যয়ী প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজীকে জন্মদিনের হার্দিক শুভেচ্ছাঊ'

রবিশঙ্কর প্রসাদ : কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ শুভেচ্ছা বার্তায় জানিয়েছেন, 'আমাদের জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী এবং সম্মানীয় বিশ্বনেতা শ্রী নরেন্দ্র মোদীজীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছাঊ আপনার সুস্বাথ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করিঊ'

রবীন্দ্র কিশোর সিনহা : মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটারে প্রবীণ বিজেপি নেতা তথা রাজ্যসভার সাংসদ আর কে সিনহা লিখেছেন, 'আমাদের পরম-আদরণীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজীকে জন্মদিনের অনেক অনেক অভিনন্দন-সহ হার্দিক শুভেচ্ছাঊ আপনি সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করিঊ আপনি এভাবেই দেশ নির্মাণে নেতৃত্ব দিয়ে আমাদের এগিয়ে নিয়ে চলুনঊ' এদিনই দিল্লিতে সেবা-সঙ্কল্প দিবসের আয়োজন করা হয়ঊ প্রদীপ প্রজ্বলন করে সেবা-সঙ্কল্প দিবস কার্যক্রমের শুভারম্ভ করেন সাংসদ আর কে সিনহা, রবি কিষাণ এবং প্রবীণ সাংবাদিক রাম বাহাদুর রায়ঊ অরবিন্দ বাবু জানিয়েছেন, ''লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে আমি ব্রত নিয়েছিলাম, মোদীজি যদি পুনরায় কেন্দ্রে সরকার গঠন করেন তবে ভগবান হনুমানকে ১.২৫ কেজি ওজনের সোনার মুকুট উৎসর্গ করব।''

প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে আনন্দে মাতোয়ারা বিজেপি নেতা-কর্মীরা। সোমবার রাতেই ইন্ডিয়া গেটের কাছে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে মোদীর জন্মদিন উদযাপন করেন দিল্লি বিজেপির প্রধান মনোজ তিওয়ারি।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে দিল্লির সি ডি দেশমুখ প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত হল 'সেবা-সঙ্কল্প দিবস' অনুষ্ঠানঊ প্রদীপ প্রজ্বলন করে 'সেবা-সঙ্কল্প দিবস' কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক শুভারম্ভ করেছেন প্রবীণ বিজেপি নেতা তথা রাজ্যসভার সাংসদ আর কে সিনহা, বিজেপি সাংসদ রবি কিশান এবং প্রবীণ সাংবাদিক রাম বাহাদুর রায়ঊ

কার্যক্রমের শুভারম্ভ করেন এইচএস নিউজ লাইভ (হিন্দুস্থান সমাচার)-এর সম্পাদক প্রতিভা জ্যোতিঊ অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার পরই, পরিবেশ দূষণ এবং প্রাণীদের মৃত্যুর জন্য দায়ী প্লাস্টিক মুক্তির জন্য সঙ্গীত পরিবেশন করেন গায়িকা মণীষা শ্রীবাস্তবঊ ১৭ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার ৬৯ বছরে পা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীঊ প্রধানমন্ত্রীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটারে প্রবীণ বিজেপি নেতা তথা রাজ্যসভার সাংসদ আর কে সিনহা লিখেছেন, 'আমাদের পরম-আদরণীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজীকে জন্মদিনের অনেক অনেক অভিনন্দন-সহ হার্দিক শুভেচ্ছাঊ আপনি সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করিঊ আপনি এভাবেই দেশ নির্মাণে নেতৃত্ব দিয়ে আমাদের এগিয়ে নিয়ে চলুনঊ' প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টি (আপ)-র সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল লিখেছেন, ''জন্মদিনের শুভেচ্ছা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি। তাঁরা সুস্থ জীবন ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।''

সোশ্যাল মিডিয়ায় শুভেচ্ছার বন্যা : মঙ্গলবার সকাল থেকে সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে প্রধানমন্ত্রীকে জন্মদিনে শুভেচ্ছার বার্তায় ছেয়ে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ থেকে শুরু করে একাধিক বিজেপি নেতা-মন্ত্রী তাঁকে টুইটারে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। অমিত শাহ টুইটে লিখেছেন, মোদীর নেতৃত্বে দেশ উন্নতীর শিখরে পৌঁছেছে। গোটা বিশ্বের কাছে ভারতের মান উজ্জ্বল হয়েছে। কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং টুইটে মোদীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে লিখেছেন, প্রধানমন্ত্রী সুস্থ জীবন কামনা করি। তাঁর নেতৃত্বে দেশ আরও শক্তিশালী ও সুসংগঠিত হয়েছে।

উত্তরপূর্বে বেশি করে শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়া হবে, কামাখ্যা দর্শনে এসে বলেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সোম প্রকাশ

গুয়াহাটি, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : গোটা দেশের সঙ্গে সংগতি রেখে অসমেও 'সম্পর্ক অভিযান'এর ব্যাপক কর্মসূচি রূপায়িত করছে বিজেপি। গত কয়েকদিন ধরে অসম সফরে বেশ কয়েকজন দলের কেন্দ্রীয় নেতা থেকে শুরু করে মন্ত্রীদের আনাগোনা চলছে। ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক রাম মাধবের অসম সফরের পর মঙ্গলবার সকালে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও উদ্যোগমন্ত্রী সোম প্রকাশ গুয়াহাটি এসেছেন। গুয়াহাটি এসে তিনি যান নীলাচল পাহাড়ে অবস্থিত শক্তিপীঠ দেবী কামাখ্যা দর্শন করে আশীর্বাদ নিয়েছেন। সেখানে তিনি মায়ের পুজো দিয়ে মন্দির প্রদক্ষিণ করেন। মন্দির চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলে মন্ত্রী সোম প্রকাশ বলেন, মা কামাখ্যাকে দর্শন করে তাঁর আশীর্বাদ নিতে পেরে তিনি নিজেকে খুব সৌভাগ্যবান মনে করছেন। সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রতিই কেবল কেন্দ্রীয় সরকার নজর দিয়েছে তা-নয়, সমগ্র দেশের পার্বত্য প্রদেশগুলির প্রতিও মোদীজি বিশেষ দৃষ্টি রেখেছেন। তিনি আরও বলেন, অসম সফরে এসে তিনি রাজ্যের উদ্যোগপতিদের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যাতে বেশি করে বেশি শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে তার ওপর বিশেষভাবে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। কাশ্মীর প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সোম প্রকাশ বলেন, কাশ্মীরের অবস্থা এখন অনেক ভালো। যে কেউ সেখানে গিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুরে আসতে পারেন। কাশ্মীর এখন ভারতের সাথে একীভূত হয়ে গেছে। অসমের সমস্যা নিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সাথে আলোচনায় বসবেন বলেও জানান মন্ত্রী।

কামাখ্যাধাম থেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মালিগাঁওয়ের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে মুখ্য কার্যালয়ের সামনে অবস্থিত নেপালি সাহিত্য সভার সভাপতি দুর্গা খটিবাড়ার বাড়ি যান। সেখানে তিনি দুর্গা খটিবাড়ার সঙ্গে কাশ্মীর ও এনআরসি সংক্রান্ত নানা বিষয়ে আলোচনা করেন। কাশ্মীরের ৩৭০ ধারা ও ৩৫-এ প্রসঙ্গেও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন মন্ত্রী। খটিবাড়াকে তিনি জানান, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৫-এ ৩৭০ ধারার একটা অংশ। এই ধারার বলে অন্য কোনও রাজ্যের নাগরিক কাশ্মীরে কোনও জমি-সম্পত্তি কিনতে কিংবা স্থায়ী নাগরিক হয়ে থাকতে পারবেন না। কেন্দ্রীয় সরকার জম্মু-কাশ্মীরকে বিশেষ ক্ষমতা প্রদত্ত ৩৭০ ধারা বাতিল করে কাশ্মীরকে ভারতের সাথে জুড়ে দিয়েছে। এদিকে দুর্গা খটিবাড়া বলেন, তিনি আজ খুবই খুশি। কারণ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আজ তাঁর বাড়িতে এসেছেন। তিনি আরও বলেন, আমরা ভারতীয় আর কাশ্মীর নিয়ে সরকার যে ফায়সালা নিয়েছে তা আরও আগে নিলেই ভালো হত। এছাড়া তিনি মন্ত্রীর সাথে এনআরসি এবং নেপালি সাহিত্য ও নেপালি ভাষায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের যে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় সে বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। দুর্গাবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে কেন্দ্রীয়মন্ত্রী সোম প্রকাশ রেডিসন ব্লু সংলগ্ন তাইবুননিসার বাড়ি যান। সেখান থেকে তিনি গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড় প্রতাপজ্যোতি সন্দিকৈর সঙ্গে দেখা করে একই বিষয়ে এবং উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত নানা সিদ্ধান্ত সম্পর্কে মতবিনিময় করেন।

প্রধানমন্ত্রীর সুরক্ষার জন্য মোতায়েন থাকা পুলিশকর্মী আত্মঘাতী

গান্ধীনগর, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : মঙ্গলবার গুজরাটের কেভাড়িয়াতে প্রধানমন্ত্রীর সভা চলাকালীন আত্মঘাতী হন এক পুলিশকর্মী। এদিন প্রধানমন্ত্রীর সুরক্ষার কাজে মোতায়েন থাকা সব-ইনস্পেক্টর এন সি ফিনিবিয়াকে সার্কিট হাউজের সামনে মোতায়েন করা হয়েছিল। কর্তব্যরত অবস্থায় রিভলভারের গুলিতে আত্মঘাতী হন তিনি। মৃতের কাছ থেকে সুইসাইড নোটও উদ্ধার করা হয়েছে।

২০১৩ সালের ব্যাচের এই সাব ইনস্পেক্টর কর্তব্যরত অবস্থায় মোবাইলে সেলফি তোলার বাহানায় সহকর্মীর কাছ থেকে রিভলবার চেয়ে নেন। সেই রিভলভারের গুলিতেই আত্মঘাতী হন। গুলির বিকট আওয়াজে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। বাকি পুলিশকর্মীরা ছুটে আসে। মৃতদেহ কাছ থেকে একটি সুইসাইড নোটও বাজেয়াপ্ত করা হয়। মৃতদেহটিকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান অতিরিক্ত কাজের চাপেই আত্মহননের পথ বেছে নেন তিনি।

মন বৈরাগী থেকে টার্বুলেন্স অ্যান্ড ট্রায়াম্ফ প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে শুভেচ্ছার বন্যা বি-টাউনে

মুম্বই ও নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : এমনিতে নিজের জন্মদিন সেভাবে পালন করেন না প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু, দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর চলতি বছর একেবারে উৎসবের মেজাজে দেশ জুড়ে পালিত হল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন। সকাল থেকেই শুভেচ্ছার বন্যা সোশ্যাল মিডিয়ায়। রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ থেকে দেশের তাবড় ক্রীড়াবিদ, প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানাতে বাকি রাখলেন না কেউই।

প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন বলে কথা! শুভেচ্ছা জানালেন বলিউডের সেলেবরাও। প্রধানমন্ত্রীর ৬৯ তম জন্মদিনে বেলা ১১.৩০টায় তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য মোড়ের ঘটনা নিয়ে তৈরি ছবি ''মন বৈরাগী''র প্রথম পোস্টার নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে শেয়ার করেছেন অক্ষয় কুমার। জন্মদিনেই নয়াদিল্লিতে প্রকাশিত হল 'টার্বুলেন্স অ্যান্ড ট্রায়াম্ফ : দ্য মোদী ডে''স'। রাহুল আগরওয়াল এবং ভারতী এস প্রধানের যৌথভাবে রচিত এই বইতে ছবির মাধ্যমে নরেন্দ্র মোদীর গোটা জীবনী তুলে ধরা হয়েছে।

গুজরাটের ভাডনগরের কিশোর থেকে দিল্লিতে ক্ষমতার শীর্ষ অলিন্দে উঠে আসা এবং ভারতের ১৪তম প্রধানমন্ত্রী হয়ে ওঠার দিকগুলি 'টার্বুলেন্স অ্যান্ড ট্রায়াম্ফ : দ্য মোদী ডে''স' বইতে ছবি মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর আত্মীয়, বন্ধুজন, সহকর্মী, সহযোগীদের বক্তব্য এই বইটিতে ব্যবহার করা হয়েছে। ওম বুকস ইন্টারন্যাশনাল বইটির প্রকশনা করছে। প্রধানমন্ত্রীর ৬৯ তম জন্মদিনের সকালেই ঘোষণা করা হয়েছিল, তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য মোড়ের ঘটনা নিয়েই তৈরি হবে এক ঘন্টা দীর্ঘ ছবি ''মন বৈরাগী''। আর তার প্রযোজনার দায়িত্বে রয়েছেন সঞ্জয় লীলা বনশালী। ছবিটির ফার্স্ট লুক শেয়ার করে অভিনেতা অক্ষয় কুমার জানালেন, সঞ্জয় লীলা বনশালী ও মহাবীর জৈন প্রযোজিত এবং সঞ্জয় ত্রিপাঠী পরিচালিত এই স্পেশাল ফিচার ''মন বৈরাগী''র প্রথম লুক প্রকাশ করতে পেরে তিনি অত্যন্ত খুশি।

প্রধানমন্ত্রীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে অভিনেতা বিবেক ওবেরয় জানিয়েছেন, একজন গর্বিত ভারতীয় হিসাবে প্রধানমন্ত্রীকে বিনম্র অভিনন্দন। টুইট করে মধুর ভাণ্ডারকর জানিয়েছেন, 'আমাদের মহান জাতির সংস্কার ও বিকাশের জন্য আপনার অবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। প্রভু গণেশের কাছে আপনার সুদীর্ঘ এবং স্বাস্থ্যকর জীবন কামনা করি।'

শুভেচ্ছাবার্তায় পরিচালক করণ জোহর লিখেছেন, 'আপনার অনুপ্রেরণা এবং ভালোবাসা দিয়েই আমাদের মহান দেশের শক্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পাক। জন্মদিনের আন্তরিক শুভেচ্ছা।' শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রবিনা ট্যান্ডন। তাঁর কথায়, 'হ্যাপি বার্থডে শ্রদ্ধেয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি। প্রধানমন্ত্রীর সাফল্য এবং তাঁর সুস্বাস্থ্য কামনা করি। তাঁর হাত ধরেই যেন আমরা, সকল দেশবাসী সাফল্য ও বিকাশের উচ্চতর পৌঁছতে পারি।'টুইট করে অর্জুন কাপুর লিখেছেন, 'আপনার নিঃস্বার্থ আত্মোৎসর্গ ও দেশের প্রতি কঠোর পরিশ্রম আমাদের সকলকে অনুপ্রাণিত করে !!! জন্মদিনের আন্তরিক আন্তরিক শুভেচ্ছা।'

জেএনইউ স্টুডেন্টস ইউনিয়ন নির্বাচনে চারটি আসনেই জয়ী বামেরা

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ফের লাল ঝড় জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে। জেএনইউ স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (জেএনইউএসইউ) নির্বাচনে ৪টি পদে সভাপতি, সহ সভাপতি, সচিব ও যুগ্ম সচিব পদে জয়লাভ করেছে বাম ছাত্র ঐক্য। দিল্লি হাইকোর্ট মঙ্গলবারই জেএনইউ নির্বাচন কমিটিকে তার ফলাফল ঘোষণা করার অনুমতি দিয়েছে। এর আগে ফলাফল ঘোষণা স্থগিত করেছিল জেএনইউ নির্বাচন কমিটি। হাইকোর্টের নির্দেশে মঙ্গলবার জেএনইউ স্টুডেন্টস ইউনিয়ন নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করল জেএনইউ নির্বাচন কমিটি। এই নির্বাচনে এআইএসএ, এসএফআই, এআইএসএফ এবং ডিএসএফ সমন্বিত ইউনাইটেড ফ্রন্ট অফ লেফট-এর ছাত্রদলগুলি চারটি প্রধান প্যানেল পদে (রাষ্ট্রপতি, সহ সভাপতি, সচিব ও যুগ্মসচিব) জয়লাভ করেছে। এসএফআইয়ের আয়েশ ঘোষ এবিভিপি-র মনীশ জাঙ্গিদকে ১১২৮ ভোটে পরাজিত করে ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন। মোট ২৩১৩ ভোট পেয়েছেন তিনি। সাকেত মুন সহ সভাপতি, সতীশ চন্দ্র সাধারণ সচিব এবং মহম্মদ দানিশ যুগ্ম সচিব পদে জয়লাভ করেছেন।

তেজসে চড়বেন রাজনাথ

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) বেঙ্গালুরুতে আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর তেজসে চড়বেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। দেশের প্রথম প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে তিনি এই কৃতিত্ব অর্জন করতে চলেছেন তিনি।

মঙ্গলবার প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফ থেকে বিবৃতি জারি করে এমনটা জানানো হয়। ভারতীয় বায়ুসেনার ফ্লায়িং ডেগার নামে ৪৫ নম্বর স্কোয়াড্রেনের দ্বি-আসন বিশিষ্ট লাইট কমব্যাট এয়ারক্রাফট চড়বেন রাজনাথ সিং। উল্লেখ করা যেতে পারে সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তেজস

ছয়ের পাতায়

শিবসেনা যোগ দেওয়া জল্পনা ওড়ালেন ঊর্মিলা

মুম্বই, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : এখনই অন্য কোনও রাজনৈতিক দলে যোগ দিতে নারাজ ঊর্মিলা মাতন্ডকর। মঙ্গলবার শিবসেনায় যোগ দেওয়ার যাবতীয় জল্পনা উড়িয়ে দিয়ে এমনই দাবি করেছেন তিনি।

মঙ্গলবার ঊর্মিলা জানিয়েছেন এখনই অন্য কোনও রাজনৈতিক দলে যোগ দিতে ইচ্ছুক নন। কোনও দলকেই তিনি এখন আর যথাযথ গুরুত্ব দিচ্ছেন না।

উল্লেখ করা যেতে পারে সম্প্রতি শিবসেনা প্রধান উদ্ধব ঠাকরের ব্যক্তিগত সচিবের সঙ্গে দেখা করেন সদ্য কংগ্রেস ছেড়ে দেওয়া ঊর্মিলা। তারপরই মুম্বইয়ের রাজনৈতিক মহলে এই নিয়ে জল্পনা শুরু হয়। কিন্তু এদিন শিবসেনা বা অন্য কোনও রাজনৈতিক দলে যোগ দেওয়ার যাবতীয় জল্পনা উড়িয়ে দেন ৯০-এর দশকের এই জনপ্রিয় বলিউড অভিনেত্রী। উদ্ধব ঠাকরের ব্যক্তিগত সচিবের সঙ্গে তাঁর বৈঠক নেহাতই সৌজন্যমূলক বলে দাবি করেন তিনি।

লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস যোগ দেন। নির্বাচনের পর সেপ্টেম্বরে দল কংগ্রেস ছেড়ে দেন তিনি। দল ছাড়া কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি দাবি করেছিলেন যে দলে কায়েমি স্বার্থ ও ক্ষুদ্র দলাদলির রাজনীতিই প্রবল। রাজনৈতিক মহলের মতে প্রবীণ কংগ্রেস নেতা সঞ্জয় নিরুপম ও তাঁর অনুগামী সন্দেশ কোন্দভিলকর ও ভূষণ পাটিলের সঙ্গে মতানৈক্যে জেরে কংগ্রেসের সঙ্গ ত্যাগ করেন তিনি।

ফেসবুক উস্কানিমূলক পোস্ট গ্রেফতার যুবক

ভাঙর, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ফেসবুকে সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক পোষ্ট করায় এক যুবককে গ্রেপ্তার করল কাশীপুর থানার পুলিশ। ধৃত যুবকের নাম টিপু সুলতান মোল্লা ওরফে টাপু। ধৃতের বাড়ি ভাঙড় থানার কাশীনাথপুর গ্রামে। যদিও টিপু সুলতান দীর্ঘদিন ধরে কাশীপুর থানার মধ্য ভোগালী গ্রামে তার আত্মীয়ের বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। ধৃত ব্যক্তির পোলেরহাট বাজারে একটি জুতোর দোকান আছে। ধৃতকে মঙ্গলবার বারুইপুর এসিজেএম আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁকে পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।

গত ১৮ আগস্ট ফেসবুকে একটি পোস্ট ভাইরাল হয়। তাতে দেখা যায় টিপু সুলতান নিজের ওয়ালে হিন্দু দেবদেবীর ছবি বিকৃত করে পোস্ট করেছেন। ঘটনার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই টিপু সুলতান মোল্লা কাশীপুর থানায় এসে অভিযোগ করেন তার ফেসবুক আইডি হ্যাক করে কেউ বা কারা এই ধরনের পোষ্ট করেছেন, তিনি এব্যপারে কিছুই জানেননা। তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে। ঘটনার তদন্তে নেমে কাশীপুর থানা একটি মেল আইডি ও আইপি এড্রেস পায়। পুলিশ আইটি বিশারদদের সাহায্যে জানতে পারেন টিপু সুলতান তার আরেকটি এন্ড্রয়েড ফোন থেকে ওই পোস্ট গুলি করেছেন। হঠাত করেই টিপুর ভোগালীর বাড়িতে তল্লাসী করে পুলিশ সেই মোবাইল সেটটিও উদ্ধার করে। কি উদ্দেশ্য নিয়ে ওই যুবক এমনটা করেছেন তা জানার জন্য টিপুকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে কাশীপুর থানার পুলিশ।

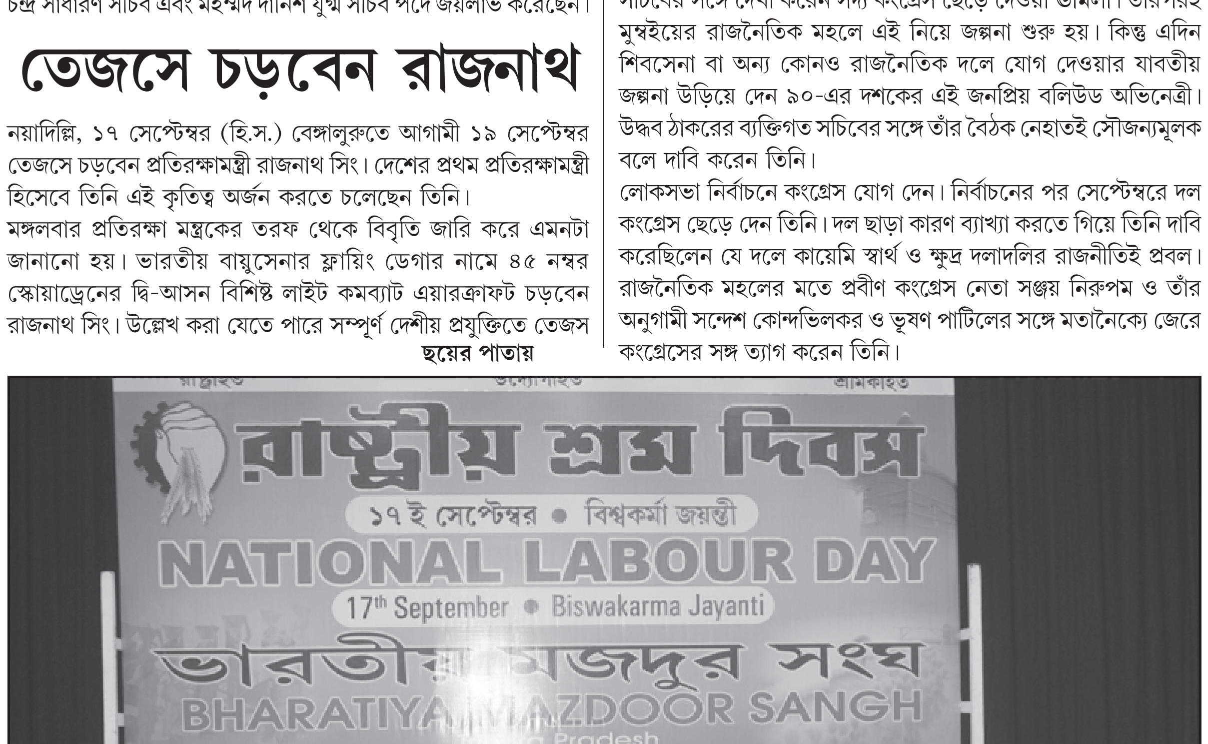

মঙ্গলবার রাষ্ট্রীয় শ্রম দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

অগাস্টা ওয়েস্টল্যান্ড মামলা : তিহার জেলে ক্রিশ্চিয়ান মিশেলকে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি চাইল সিবিআই

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : অগাস্টা ওয়েস্টল্যান্ড চুক্তির মধ্যস্থতাকারী ক্রিশ্চিয়ান মিশেলকে তিহার জেলে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি চেয়ে মঙ্গলবার নয়াদিল্লির রাউজ অ্যাভিনিউ কোর্টে আবেদন করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। তদন্তের স্বার্থে ক্রিশ্চিয়ান মিশেলের স্বাক্ষর ও হস্তাক্ষরের নমুনাও চেয়েছে সিবিআই। এই আবেদনের শুনানি হবে আগামী ২০ সেপ্টেম্বর। অভিযুক্ত ক্রিশ্চিয়ান মিশেলকে ২০ সেপ্টেম্বর আদালতেও তোলা হবে বলে তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর।

মিশেলের বিরুদ্ধে করা অভিযোগ গুরুতর বলে পর্যবেক্ষণ করে এর আগে ৭ সেপ্টেম্বর তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছিল দিল্লির একটি আদালত। গত বছর দুবাই থেকে হস্তান্তরিত করা হয়েছিল মিশেলকে এবং বর্তমানে অগাস্টা ওয়েস্টল্যান্ড ভিভিআইপি হেলিকপ্টার চুক্তিতে দুর্নীতির অভিযোগে তিহার জেলে রাখা হয়েছে অভিযুক্তকে। এই চুক্তিতে 'মধ্যস্থতাকারী' হিসাবে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত করছে সিবিআই এবং অন্যদিকে, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টোরেট (ইডি) তাঁর বিরুদ্ধে অর্থ তছরুপের অভিযোগের তদন্ত করছে।

পাঁচ বছরে পঞ্চাশটি বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে মোদী সরকার : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বিজেপি সর্ব ভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ বিরোধীদের উপর জোরালো আক্রমণ করে জানিয়েছেন যে ২০১৩ সালে দুর্নীতি চূড়ান্ত পর্যায়ে ছিল, সীমান্তের যথাযথ সুরক্ষা ছিল না, অভ্যন্তরীণ সুরক্ষাও ভেঙে পড়ছিল এবং কেন্দ্রের প্রতিটি মন্ত্রী নিজেকে প্রধানমন্ত্রী মনে করতেন। সেই সময় সবার মনে প্রশ্ন জাগে যে দেশটি কোন দিকে যাবে। ২০১৪ সালে কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতা এসে মানুষের মনে একটা আস্থা জাগিয়ে তোলে। একবিংশ শতাব্দী যে ভারতের হতে যাচ্ছে সেই বিশ্বাস জনগণের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিলেন তিনি। অমিত শাহ আরও জানিয়েছেন ৩০ বছরে পাঁচটি বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আগের সরকার। আরও মোদী সরকার পাঁচ বছরে ৫০ টি বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

মঙ্গলবার রাজধানী দিল্লিতে অল ইন্ডিয়া ম্যানেজমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের (আইআইএমএ) ৪৬তম সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন অমিত শাহ। সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন। এই দিনটি সমস্ত দেশবাসীর জন্য বিশেষ এবং শুভ। কারণ নরেন্দ্র মোদী মানুষের মনে এই বিশ্বাস জাগিয়ে তুলেছেন যে তাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একবিংশ শতাব্দী ভারতের হতে পারে। ১৩০ কোটি মানুষ যদি একধাপ করে এগোয়, তবে দেশ ১৩০ কোটি ধাপ এগিয়ে যায়। প্রধানমন্ত্রী যে নিউ ইন্ডিয়ার জন্য কল্পনা করেছেন তাতে সমস্ত শ্রেণি উন্নয়নে হবে। "সবকা সাথ সাবকা বিকাশ" ধারণার উপর ভিত্তি করেই নিউ ইন্ডিয়া কল্পনা করা হয়েছে। এর ভিত্তিতে মহান ভারতের পরিকল্পনা রূপায়িত হবে। আমরা কোথায় পৌঁছেছি এবং কোথায় পৌঁছানোর লক্ষ্য রেখেছি সে সম্পর্কে আমাদের ভাবতে হবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রসঙ্গে উল্লেখ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন যে জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা নিয়ে বিজেপির অবস্থান আগে থেকেই পরিষ্কার ছিল। ৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন এবং তা করে দেখান। কাশ্মীরের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বলতে গিয়ে অমিত শাহ জানিয়েছেন, ৫ আগস্ট থেকে পয়লা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কাশ্মীরে একটি গুলিও চলেনি, একজনও মারা যায়নি। কাশ্মীরে শান্তির পরিবেশ রয়েছে এবং যে কেউ সহজেই সেখানে যেতে পারেন।

"এক দেশ, একটি কর" বিধির উল্লেখ করে অমিত শাহ বলেন, সরকার যখন পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তখন অনেক লোক এর সমালোচনা করেছিল, আজ তারা এর প্রশংসা করছে। দেশজুড়ে অর্থনীতিবিদরা দেখা করে বলেন যে এটি একটি অত্যন্ত সাহসী পদক্ষেপ। এই সরকার সফলভাবে একটি দেশের, এক কর বিধি কল্পনাকে বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছে।দেশের নিরাপত্তা বিষয়ে উল্লেখ করে অমিত শাহ বলেন, প্রতিটি বিষয় বিশদ ভাবে বিবেচনা সার্জিক্যাল স্ট্রাইক এবং এয়ারস্ট্রাইকের মতো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এমনকি তখনও আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলাম যে এক ইঞ্চিও দেশের সুরক্ষার সঙ্গে আপস করা হবে না। এই সঙ্কল্প নিয়ে মোদী সরকার এই সিদ্ধান্তগুলি বাস্তবায়িত করেন।আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগেই যে দেশের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে তা উল্লেখ করে অমিত শাহ বলেন, বিশ্বব্যাপী ভারতের গর্ব কতটা বেড়েছে, তা বোঝা যায় যখন বিশ্বের আটটি দেশ প্রধানমন্ত্রীকে তাঁদের অসামরিক সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করে। এই সম্মান মোদী এবং বিজেপির নয়, এটি দেশের ১৩০ কোটি মানুষের সম্মান।

দেশের অর্থনীতির প্রসঙ্গে সবাইকে আশ্বস্ত করে তিনি বলেন, ভারত পাঁচ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হতে চলেছে। কিছু লোক এটি সন্দেহ করবে, তবে তাদের বিশ্বাস করা উচিত যে ২০২৪ সালের আগে ভারতকে পাঁচ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত করতে হবে, এটা নিশ্চিত। মোদী সরকার শিল্প বিকাশের গতি বাড়িয়ে তুলতে চায়।

প্রধানমন্ত্রীর

আটের পাতার পর

পরে প্রজাপতি এবং ক্যাকটাস বাগান পরিদর্শন করার পাশাপাশি কেভাদিয়া জঙ্গল সাফারি করেন। নিজের মায়ের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজও করেন তিনি।

জরুরী পরিষেবা

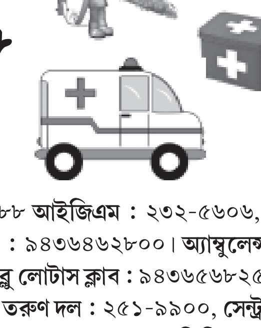

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রাজীব কুমারের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির আর্জি সিবিআইয়ের

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : শেষ পর্যন্ত রাজীব কুমারের আগাম জামিনের আবেদন গ্রহণ করল বারাসত জেলা ও দায়রা আদালত। যদিও সেখানেই রাজীব কুমারের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির আর্জি জানিয়েছে সিবিআই। এই প্রেক্ষিতে জেলা ও দায়রা বিচারক মহম্মদ সব্বর রশিদি বলেন, 'ওই নথি না দেখে এ ব্যাপারে কিছু রায় দেওয়া হবে না'। বেলা ২ টো থেকে শুরু হয়েছে ওই মামলার শুনানি। বেলা সাড়ে তিনটেয় শুনানি শেষ হয়। রায় দান স্থগিত রেখেছেন বিচারক।

মঙ্গলবার সকালে রাজীব কুমারের আগাম জামিনের আবেদন নিয়ে বারাসত আদালতের সিবিআই স্পেশাল কোর্টে যান তাঁর আইনজীবীরা। কলকাতা হাইকোর্ট বিধায়ক ও সংসদের জন্য এই কোর্টটি গঠন করে দিয়েছিল। দিনের শুরুতেই আগাম জামিনের আর্জি শুনবেন না বলে জানিয়ে দেন বারাসতে বিশেষ আদালতের বিচারক। বলেন, 'এই আর্জি শোনার এক্তিয়ার আমার নেই'।

স্বভাবতই ধাক্কা খান রাজীব কুমারের আইনজীবিরা । পরে জেলা জজ আদালতে গোপাল হালদার, রাজীব ঝা সহ তিন আইনজীবীর উপস্থিতিতে রাজীব কুমারের জামিনের আবেদন দাখিল করা হয়। জেলা জজের আদালতে এই মামলার শুনানি করা যাবে কি না তা নিয়ে ধোঁয়াশা ছিল প্রাথমিক অবস্থায়। কিন্তু পরে মামলা গৃহিত হয়।

এদিন সিবিআইয়ের তরফে রাজীব কুমারের গ্রেফতারির পক্ষে জোর সওয়াল করা হয়। সিবিআইয়ের তরফে বলা হয়, হাইকোর্টও রাজীব কুমারের ওপর থেকে রক্ষাকবচ তুলে নিয়েছে। রাজীব কুমার একেবারেই তদন্তে সহযোগিতা করেননি। আর সেক্ষেত্রেই তাঁকে গ্রেফতারির প্রয়োজন রয়েছে। তবে রাজীব কুমারের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি বিধায়ক ও সংসদের আদালত আদৌ এক্তিয়ার রয়েছে কিনা, তা নিয়েই প্রশ্ন উঠে যায়।

হাইকোর্টের নির্দেশ মোতাবেক তৈরি হয় বিধায়ক ও সংসদের ট্রায়ালের জন্য বিশেষ আদালত। তবে এই আদালত শুরু হওয়ার পর কোনও এমপি কিংবা এমএলএ গ্রেফতার হননি। আজ রাজীব কুমারের জামিন অযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা নিয়ে সিবিআইয়ের আর্জির শুনানি ছিল এই আদালতে। বিচারক বলেছেন, যেহেতু এটি ট্রায়াল কোর্ট, তাই ম্যাজিস্ট্রেটের গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করার কিংবা কোনও অভিযুক্তকে জেল হেফাজত বা পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেওয়ার কোনও এক্তিয়ার নেই। তাই, আইনজীবিরা প্রশ্ন তুলেছেন,সারদা সংক্রান্ত কোনও মামলায় এখানেই কোনও অভিযুক্তকে গ্রেফতার করলে সিবিআই কোন আদালতে তাঁকে পেশ করবে ?

সারদা মামলায় শুক্রবার কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমারের উপর থেকে রক্ষাকবচ তুলে নেয় কলকাতা হাইকোর্ট। ওই বিকেলেই রাজীবের ৩৪ নম্বর পার্ক স্ট্রিটের ঠিকানায় গিয়ে নোটিশ দিয়ে আসে সিবিআই। বলা হয়, শনিবার সকাল ১০টার মধ্যে সিজিও কমপ্লেক্সে পৌঁছতে। কিন্তু যাননি রাজীব কুমার। তদন্ত এজেন্সির অফিসাররা বিকেল পর্যন্ত অপেক্ষা করে ফিরে যান নিজাম প্যালেসে।

ওদিকে, মুখ্যসচিব মলয় দে, স্বরাষ্ট্রসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডিজি বীরেন্দ্র সোমবার তিনটি আলাদা নোটিশ পাঠিয়ে রাজীব কুমারকে সিবিআইয়ের সামনে হাজিরা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিন দিন আগে সিবিআইও একই নোটিশ রাজীবকুমারের পার্ক স্ট্রিটের বাড়িতে দিয়ে এসেছিল। তিনি না আসায় রবিবার ও সোমবার দু'দফায় সিবিআইয়ের দল নবান্নে গিয়ে রাজীব কুমারকে হাজির করাতে বলে মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব এবং ডিজিকে চিঠি দিয়ে এসেছিল। সিবিআইয়ের সঙ্গে 'সহযোগিতার' বার্তা দিতে এদিনই বেলা ২টোর মধ্যে সিআইডি প্রধানের বাড়িতে নোটিশ পাঠিয়ে দিয়েছেন তিন প্রশাসনিক কর্তা।

বর্তমান পরিস্থিতিতে যে 'অন্য রকম' কিছু করার অবকাশ নেই, তাও নবান্নের সর্বোচ্চ মহলে জানিয়ে দেওয়া হয় বলে জানা গিয়েছে। তিন শীর্ষকর্তার নোটিশের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে এক কর্তার বক্তব্য, 'এতে স্পষ্ট হচ্ছে সরকার আর রাজীব কুমারের সঙ্গে নেই। তাঁর কৃতকর্মের দায় একান্তই ব্যক্তিগত। সরকার তো তাঁকে ধরে নিয়ে যেতে পারবে না। তাই নোটিশ দেওয়া হয়েছে। সিবিআইকে তা জানিয়েও দেওয়া হয়েছে'।

নবান্ন সুত্রে খবর, সিবিআইয়ের চিঠির সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের সেই আদেশনামার অংশ বিশেষ জুড়ে দেওয়া হয়েছিল, যেখানে তদন্তের কাজে যখন প্রয়োজন হবে তখনই রাজীব কুমারকে সিবিআইয়ের কাছে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সিবিআইয়ের অনুরোধ রাজ্য না মানলে আদালতেরই অবমাননা হবে বলে মনে করেছেন কর্তাদের একাংশ। এক কর্তার কথায়, 'মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, ডিজির বিরুদ্ধে এমনিতেই সুপ্রিম কোর্টে সারদা তদন্তে অসহযোগিতার একটি অবমাননার মামলা ঝুলে রয়েছে। যদি এ বারও সিবিআইয়ের অনুরোধ না মানা হত, তা হলে অবমাননার 'তত্ত্ব' আরও পোক্ত হত'।

সেই পরিস্থিতি এড়াতেই সরকার আইনি পথে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সিবিআই আরও একটি চিঠিতে ডিজির কাছে সিআইডি কর্তার ছুটির বিস্তারিত জানতে চেয়েছিল। কিন্তু তাতে নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ না থাকায় এদিন তার জবাব দেওয়া হয়নি। নবান্নের একটি সূত্রের দাবি, রাজীব কুমারের আবেদনে ছুটির সময় কোথায় থাকবেন তা উল্লেখ নেই। সাধারণত ছুটির সময় অন্য কোথাও গেলে তা জানিয়ে যেতে হয়। সেই হিসেবে পুলিশ ডিরেক্টরেটের ধারণা, রাজীব কুমার কলকাতাতেই আছেন। সেই কারণে তাঁর নোটিশও সরকারি বাড়িতে পাঠানো হয়েছে। মঙ্গলবারও অবশ্য রাজীব কুমারকে খুঁজে পায়নি সিবিআই। যে দু'টি মোবাইল নম্বর কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন এই কমিশনার ব্যবহার করেন, মঙ্গলবারেও তার একটি মোবাইল 'আনঅ্যাভেলেবল' এবং একটি 'সুইচড অফ' বলেছে।

দেশবাসীর জন্য সমর্পিত প্রধানমন্ত্রীর জীবন : গঙ্গা প্রসাদ

গ্যাংটক, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জীবন দেশ ও দেশবাসীর জন্য সমর্পিত। মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীর ৬৯তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে এমনই জানিয়েছেন সিকিমের রাজ্যপাল গঙ্গা প্রসাদ।

প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার সিকিমের রাজধানী গ্যাংটকে এক অনুষ্ঠানে যোগ দেন রাজ্যপাল গঙ্গা প্রসাদ। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং, বিজেপি নেতা রাম মাধব, বিজেপির রাজ্য নেতা নীতিন নবীন, বিজেপির রাজ্য সভাপতি ডি বি চৌহান সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।

রাজ্যপাল জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে শুরু হওয়া সেবা সপ্তাহ কর্মসূচিতে ব্যাপক সংখ্যায় বহু মানুষ অংশগ্রহণ করেছে। উপস্থিত জনগণকে উদ্দেশ্যে রাজ্যপাল আহ্বান করে জানিয়েছেন সেবা সপ্তাহকে নিজেদের কর্তব্য মনে করে তা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত।

মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং সিকিমবাসীদের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে জন্মদিন উপলক্ষ্যে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী কেবল রাজনীতিবিদই নন, কবি ও জনপ্রিয় বক্তাও বটে। মোদীর নেতৃত্বে স্বচ্ছতা অভিযান, স্মার্ট সিটি, মেক ইন ইন্ডিয়া এবং বেটি বাঁচাও-বেটি পড়াওয়ের মতো প্রকল্পগুলি দেশকে সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

এর আগে বিজেপি নেতা রামাধব জানিয়েছেন, আজকের দিনটি বিশ্বকর্মা জয়ন্তী। ভগবান বিশ্বকর্মা ছিলেন ভারতের প্রাচীন কারিগর। বিশ্বকর্মার জন্মদিনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীরও জন্মদিন। প্রধানমন্ত্রী মোদীও দেশ গড়ার কারিগর হিসাবে কাজ চলেছেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী তাঁর জন্মদিনটি কেক কেটে নয়, জনসাধারণের সেবায় উদযাপন করতে চেয়েছিলেন। সুতরাং, দেশব্যাপী সেবা সপ্তাহ পালন করা হচ্ছে। অনুষ্ঠানটিতে উপস্থিত লোকদের নতুন ভারত নির্মাণে যোগদানের জন্য আহ্বান করেন মুখ্যমন্ত্রী। আমন্ত্রিত অতিথিরাও অনুষ্ঠানের পরে রক্তদান শিবিরে অংশ নিয়েছিলেন। এদিন রক্তদান শিবিরে স্বেচ্ছায় রক্ত দেন মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং ও রাম মাধব।

ক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

রাধাগোবিন্দ শুক্লবৈদ্য, মনোজ দাস ও সুব্রত দেবের রেস্টুরেন্টে ও মিষ্টির দোকানে প্রবেশ করে বিপুল অর্থ হাতিয়ে নেয় চোরের দল।স্থানীয় দোকানদাররা প্রতিদিনের মতো গতকাল রাত্রিবেলা দোকান বন্ধ করে ঘরে চলে যান এবং আজ সকালবেলা দোকানে এসে দেখতে পান দোকানের সামগ্রী এলোমেলো এমনকি কারুর জানালা ভাঙ্গা আবার কারুর বেড়া ভাঙ্গা। তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় কদমতলা থানাকে। ঘটনার খবর পেয়ে লোক দেখানোর মত ঘটনাস্থলে ছুটে আসে কদমতলা থানার পুলিশ ও মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রাজীব সূত্রধর।পুলিশ ঘটনাস্থলে আসার পর স্থানীয় ব্যবসায়ীরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। এমনকি স্থানীয়রা পুলিশকে ঘেরাও করে প্রতিবার সাব্যস্ত করেন যে, চোরকে চিহ্নিত করে গ্রেফতার করে শাস্তি প্রদান না করলে উনারা তীব্র আন্দোলন সৃষ্টি করবেন। অবশেষে সন্দেহভাজন এক ব্যক্তিকে কদমতলা থানার পুলিশ আটক করলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।স্থানীয় ব্যবসায়ী ও জনগণের বক্তব্য চুরির ঘটনা নিত্যদিনের খোরাক হয়ে দাঁড়িয়েছে।বিশেষ করে রাজ্যের মধ্যে উত্তর জেলার কদমতলা ও চুড়াইবাড়ি থানা এলাকায় চুরির হিড়িক পড়েছে।রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যখন রাজ্য পুলিশকে আধুনিকরণের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন সেই সময় কদমতলা ও চুড়াইবাড়ি থানার পুলিশ বাবুদের খামখেয়ালিপনা ও দায়িত্বহীনতার জনসম্মুখে ভেসে উঠছে।স্থানীয়রা অভিযোগ করে বলেন,পুলিশ প্রশাসন যদি চুরির হাত থেকে স্থানীয়দের রেহাই করতে ব্যর্থ হয় তাহলে উনারা আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলন সংঘটিত করবেন।পাশাপাশি উত্তর জেলার পুলিশ সুপারের হস্তক্ষেপ দাবি করছেন স্থানীয় জনগণ।

এ রাজ্যে চুরির ঘটনা যেন ক্রমশই বেড়ে চলছে। রাজ্যে প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও ঘটছে চুরির ঘটনা। ঠাকুর ঘর, বাড়ি, বাজারের দোকান সহ বিভিন্ন জায়গাতেই ঘটছে চুরির ঘটনা। ফের চুরির ঘটনা ঘটল বিশালগড়ে। সোমবার গভীর রাতে বিশালগড় থানার অধীন উত্তর ব্রজপুরের অটো চালক সুরজিত দেবনাথের বাড়িতে হানা দিয়ে নিশিকুটুম্বরা ঘরের আলমারি ভেঙে আড়াই ভরি স্বর্ণালঙ্কার সহ নগদ নয় হাজার টাকা নিয়ে যায়। তাছাড়াও ঘরের বিভিন্ন আসবাবপত্র লন্ডভন্ড করে দেয়। সুরজিত দেবনাথের স্ত্রীর কথা অনুযায়ী রাত ১১টা নাগাদ খাওয়া-দাওয়া শেষে ঘুমিয়ে পড়েন তারা। রাত প্রায় দুইটা নাগাদ সুরজিত দেবনাথের নজরে পড়ে ঘরের দরজা ভাঙা এবং জিনিসপত্র উলটপালট হয়ে রয়েছে। এবং ঘরের আলমারির দিকে নজর পড়তেই দেখে স্বর্ণালঙ্কার ও টাকা নেই। মঙ্গলবার সকালে খবর দেওয়া হয় বিশালগড় থানায়। সাথে সাথেই ছুটে যায় বিশালগড় থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত জারি রেখেছে পুলিশ।

দুই বন্ধুর সহযোগিতা নিয়ে চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধৃত বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া এক ছাত্র। রাজ্য জুড়ে ইদানিংকালে চুরির হিড়িক লেগে থাকলেও অধিকাংশ চুরি কাণ্ডগুলি হচ্ছে রাতের আঁধারে। তবে দুপুরে মোহনপুরের ঐরান চৌমুহনিস্থিত বাজারে এক মোবাইল দোকানে ঘটে গেল চুরির ঘটনা। যদিও দোকান মালিকের চাতুরিতে সেই চোর আবার সাথে সাথে ধরাও পড়ে গেছে। বিষয়টি লক্ষ্য করতে পেরে বাজারের লোকরা জড়ো হয়ে সেই চোরকে কিছু উত্তমমধ্যম দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে সিধাই থানার পুলিশ ধৃত সেই কলেজ পড়ুয়া সহ তার দুই সহযোগিকে থানায় নিয়ে আসেন। দিনদুপুরে দোকান থেকে চুরি করতে গিয়ে হাতে নাতে ধৃতরা কলেজ পড়ুয়া হওয়ায় জনমনে কৌতুহলের সৃষ্টি হয়েছে। এ ধরনের ঘটনা সামনে আসতেই শুভবুদ্ধি সম্পন্ন লোকেদের মধ্যে চলছে নানা গুঞ্জন।

শিক্ষামন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

পরামর্শ দেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও ত্রিপুরা সংবাদপত্র সোসাইটির সম্পাদক অরুণ নাথ। তিনি বলেন, সাংবাদিকতা এমন একটা পেশা যা অন্য সব পেশা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। যার মধ্য দিয়ে সাংবাদিকরা সমস্ত মানুষের কাছে পৌঁছতে পারেন। তিনি সাংবাদিকদের সূত্র নির্ভর না হওয়ার পরামর্শ দেন। সূত্র নির্ভর হয়ে পড়লে সংবাদ লেখার ক্ষেত্রে মুন্সিয়ানা গড়ে ওঠে না বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে কলকাতা থেকে আগত বিশিষ্ট সাংবাদিক মউপিয়া নন্দী বলেন, শুধু নির্দিষ্ট কয়দিনের কর্মশালায় নয়, সাংবাদিকদের প্রতিটি মুহূর্তে সমাজের প্রতিটি মানুষের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। তিনি বলেন, একজন সাংবাদিক যত বেশি মানুষের সাথে মিশবেন ততই তাঁর দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। আগরতলা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক প্রণব সরকার তাঁর বক্তব্যে এ-ধরনের কর্মশালা প্রতিবছর করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এ-ধরনের কর্মশালা রাজ্যের নতুন সাংবাদিকদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য পেশ করেন তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের উপ-অধিকর্তা ভাস্কর দাশগুপ্ত। সমাপ্তি সংগীত পরিবেশন করেন তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের শিল্পীগণ। তিনদিনের কর্মশালায় রাজ্যের ৫০ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেছিলেন। শেষ দিনে অতিথিগণ তাঁদের হাতে শংসাপত্রও তুলে দেন।

তিন

● প্রথম পাতার পর

জানিয়েছেন, আজ সকালে দিলীপ দাস আরও তিনজনকে সাথে নিয়ে রেল কলোনী মাঠ সংলগ্ন স্থানে কিষাণ দেবনাথকে প্রচণ্ড মারধর করেছেন। এতে গুরুতরভাবে আহত হয় কিষাণ। তার মা খবর পেয়ে বিষয়টি কুমারঘাট থানায় জানান। খবর পেয়ে পুলিশ ছুটে গিয়ে তাকে উদ্ধার করে কুমারঘাট হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু, তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। কুমারঘাট হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়েছে।

তিনি জানান, ওই ঘটনায় পুলিশ দিলীপ দাস, সুকেশ দাস এবং রঞ্জন সূত্রধরকে গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছিল। আদালত তাদের জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে। প্রকাশ্য দিবালোকে এক যুবককে পিটিয়ে খুনের ঘটনায় কুমারঘাট রেল কলোনি এলাকা থমথমে।

সিপিএম

● প্রথম পাতার পর

তাছাড়া, ভোটে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করারও দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। এদিন প্রতিনিধি দলে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন সাংসদ ঝরনা দাস বৈদ্য, প্রাক্তন দুই সাংসদ শঙ্করপ্রসাদ দত্ত এবং জিতেন্দ্র চৌধুরী।

বিজেপির

● প্রথম পাতার পর

নেশা কারবারিদের রোজগার বন্ধ হয়ে গেছে। তাদের চিহ্নিত করা হচ্ছে। তিনি বলেন, পুলিশ এখন স্বাধীনভাবে তদন্ত করছে। ত্রিপুরায় যে অবৈধ অর্থনৈতিক পরিমণ্ডল তৈরি হয়েছে তা সমাপ্ত করতে হবে। সেই লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে ত্রিপুরা সরকার, দাবি করেন তিনি।

রাজনাথ

পাচের পাতার পর

যুদ্ধবিমানটি তৈরি করেছে হিন্দুস্থান অ্যারোনটিক্যাল লিমিটেড (হ্যাল)। চলতি বছরের ২১ ফেব্রুয়ারি বেঙ্গালুরুতে এয়রো ইন্ডিয়া শোতে তেজসকে ফাইনাল অপারেশন ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট দেয় ডিআরডিও। তারপরে এই যুদ্ধবিমানকে ভারতীয় বায়ুসেনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মনে করা হচ্ছে ভারতীয় বায়ুসেনা রাফাল এলেও কার্যকর ভূমিকা পালন করবে তেজস।

রাজস্থানে মায়াবতীর দলে বড়সড় ভাঙন, কংগ্রেসে যোগ দিলেন ছ''জন বসপা বিধায়ক

জয়পুর, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রাজস্থানে বড়সড় ধাক্কা খেল মায়াবতীর বহুজন সমাজ পার্টি (বসপা)। বহুজন সমাজ পার্টি-র সঙ্গে সমস্ত ধরণের সম্পর্ক ছিন্ন করে কংগ্রেস যোগ দিলেন ছ''জন বসপা বিধায়ক। সোমবার গভীর রাতেই কংগ্রেস যোগ দিয়েছেন রাজস্থান বিধানসভার সদস্য ছ''জন বহুজন সমাজ পার্টি (বসপা)-র বিধায়ক। বহুজন সমাজ পার্টি (বসপা)-র সঙ্গ-ত্যাগ করে কংগ্রেসে যোগ দেওয়া ছ''জন বিধায়ক হলেন-রাজেন্দ্র গুড্ড (উদয়পুরওয়াটি), যোগেন্দ্র সিং এ (নাড়বাই), ওয়াজিব আলি, এল সিং মীনা (কারোলি), সন্দীপ যাদব (তিজারা) এবং দ্বীপচন্দ খেরিয়া।

মায়াবতীর বসপা-ত্যাগ করে কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার জন্য সম্প্রতি রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছিলেন এই ছ''জন বিধায়ক। সোমবার গভীর রাতেই কংগ্রেস যোগ দিয়েছেন রাজস্থান বিধানসভার সদস্য ছ''জন বসপা বিধায়ক। ইতিমধ্যেই রাজস্থান বিধানসভার স্পিকার সি পি জোশির সঙ্গে দেখা করে বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফাও দিয়েছেন তাঁরা। বসপা-ত্যাগ করে কংগ্রেসে কেন যোগদান ? এই প্রশ্নের উত্তরে রাজেন্দ্র গুড্ড জানিয়েছেন, "অশোক গেহলট হলেন রাজস্থানের শ্রেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রী। সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই এবং রাজস্থানের উন্নয়নের স্বার্থে কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা।" একই মত বাকি পাঁচজনেরও।

ফের দামি পেট্রোল-ডিজেল! দুই জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি অব্যাহত

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ফের দাম বাড়ল পেট্রোল ও ডিজেলেরঊ দেশজুড়ে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে দুই জ্বালানি তেলের মূল্যঊ মঙ্গলবারও দুই জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি অব্যাহত রইলঊ মঙ্গলবার দিল্লি, কলকাতা, মুম্বই ও চেন্নাই, দেশের সমস্ত মেট্রো শহরে দামি হয়েছে জ্বালানি তেলঊ দিল্লি, কলকাতা, মুম্বই ও চেন্নাইয়ে যথাক্রমে ০.১৪ পয়সা, ০.১৩ পয়সা, ০.১৪ পয়সা এবং ০.১৪ পয়সা করে দামি হয়েছে পেট্রোলঊ এছাড়াও উপরোক্ত চারটি মেট্রো যথাক্রমে দিল্লিতে ০.১৫ পয়সা, কলকাতায় ০.১৫ পয়সা, মুম্বইয়ে ০.১৬ পয়সা এবং চেন্নাইয়ে ০.১৬ পয়সা করে দাম বেড়েছে ডিজেলেরঊ

মঙ্গলবারের মূল্যবৃদ্ধির পর দিল্লিতে লিটারপ্রতি পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বেড়ে হয়েছে, যথাক্রমে-৭২.১৭ টাকা (পেট্রোল) এবং ৬৫.৫৮ টাকা (ডিজেল)ঊ কলকাতায় পেট্রোল ও ডিজেলের বর্ধিত মূল্য হল-৭৪.৮৯ টাকা (পেট্রোল) এবং ৬৭.৯৯ টাকা (ডিজেল)ঊ বাণিজ্যনগরী মুম্বইয়ে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বেড়ে হয়েছে-৭৭.৮৫ টাকা (পেট্রোল) এবং ৬৮.৭৮ টাকা (ডিজেল)ঊ দক্ষিণ ভারতের রাজ্য তামিলনাড়ুর রাজধানী চেন্নাইয়ে পেট্রোল ও ডিজেলের বর্ধিত মূল্য হল-৭৪.৯৯ টাকা (পেট্রোল) এবং ৬৯.৩১ টাকা (ডিজেল)ঊ প্রসঙ্গত, দিন দিন ক্রমশই বাড়ছে পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যঊ জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মানুষের অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে

প্রধানমন্ত্রীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা সোনিয়া-কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): দেখতে দেখতে ৬৯-এ পড়লেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে জন্মদিনের হার্দিক শুভেচ্ছা জানালেন কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী। পিছিয়ে ছিলেন না দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালও। প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে সোনিয়ার বার্তা, 'জন্মদিনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে হার্দিক শুভেচ্ছা।" পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করেছেন সোনিয়া গান্ধী।

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টি (আপ)-র সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল লিখেছেন, "জন্মদিনের শুভেচ্ছা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি। তাঁরা সুস্থ জীবন ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।"

সোশ্যাল মিডিয়ায় শুভেচ্ছার বন্যা : মঙ্গলবার সকাল থেকে সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে প্রধানমন্ত্রীকে জন্মদিনে শুভেচ্ছার বার্তায় ছেয়ে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ থেকে শুরু করে একাধিক বিজেপি নেতা-মন্ত্রী তাঁকে টুইটারে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। অমিত শাহ টুইটে লিখেছন, মোদীর নেতৃত্বে দেশ উন্নতীর শিখরে পৌঁছেছে। গোটা বিশ্বের কাছে ভারতের মান উজ্জ্বল হয়েছে। কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং টুইটে মোদীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে লিখেছেন, প্রধানমন্ত্রী সুস্থ জীবন কামনা করি। তাঁর নেতৃত্বে দেশ আরও শক্তিশালী ও সুসংগঠিত হয়েছে।

ভোজপুরি ভাষায় মোদীর বায়োপিক "হামার মোদী" : প্রযোজনায় সহযোগিতা করবেন আর কে সিনহা, প্রধান চরিত্রে রবি কিশণ

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বলিউড অভিনেতা বিবেক ওবেরয় অভিনীত হিন্দি ভাষায় বায়োপিকের পর এবার ভোজপুরি ভাষায় তৈরি হবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বায়োপিক। "হামার মোদী" নামে এই ছবির প্রযোজনায় সহযোগিতা করবেন প্রবীণ বিজেপি নেতা ও রাজ্যসভার সাংসদ তথা "হিন্দুস্থান সমাচার" সংবাদ সংস্থার চেয়ারম্যান রবীন্দ্র কিশোর সিনহা। ছবিতে মুখ্য চরিত্রে দেখা যাবে সাংসদ ও অভিনেতা রবি কিশণকে। ভোজপুরিতে আসতে চলেছে নরেন্দ্র মোদীর বায়োপিক। ভোজপুরি ভাষায় "হামার মোদী" ছবির প্রযোজনায় সহযোগিতা করবেন প্রবীণ বিজেপি নেতা ও রাজ্যসভার সাংসদ তথা "হিন্দুস্থান সমাচার" সংবাদ সংস্থার চেয়ারম্যান রবীন্দ্র কিশোর সিনহা।

জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে ছবি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ভোজপুরি নায়ক এবং বিজেপি সাংসদ রবি কিশণ। একথা জানিয়েছেন খোদ নায়ক। গোরক্ষপুরের সাংসদ রবি কিশন জানান, প্রধানমন্ত্রীর জীবন তাঁকে অত্যন্ত অনুপ্রাণিত করে। তাই তাঁর জীবনকাহিনি ভোজপুরি ভাষাভাষি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান রবি কিশণ। নিজের সংসদীয় এলাকায় ভোজপুরি সিনেমার জন্য একটি বিলাসবহুল স্টুডিও গড়ে তোলা হবে বলেও জানান রবি কিশন। সেই প্রসঙ্গে তিনি আরও জানান, নরেন্দ্র মোদীর সম্পর্কে গোবলয়ের মানুষকে আরও বেশি অবহিত করতে তিনি তৈরি করতে চলেছেন ভোজপুরি ভাষায় প্রধানমন্ত্রীর বায়োপিক। এর আগেও নরেন্দ্র মোদীর জীবনী নিয়ে ছবি হয়েছে। বলিউডে তাঁর বায়োপিক ঘিরে বিতর্কও তৈরি হয়েছিল নির্বাচনী প্রচারের সময়। সেই ছবিতে অভিনেতা বিবেক ওবেরয়-কে দেখা যায় প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকায়। এছাড়াও ওয়েবের পর্দাতেও এসেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বায়োপিক।

তরুণীর

● প্রথম পাতার পর

খবর দেওয়া হলে তার মা ও বোন ছুটে আসেন। তাদের কাছে জানতে পেরেছি, সকালে বোনের সাথে ঝগড়া করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল জেনি। তবে এই পরিণতি হবে তা ভাবেননি তাঁরা।

জিআরপি থানার ওসি জানিয়েছেন, জেনির মৃতদেহ আগামীকাল ময়না তদন্ত করা হবে। তার পর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। তিনি জানান, মেয়েটি আত্মহত্যা করেছেন তা তার পরিবারের সদস্যদের বক্তব্য এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ানে স্পষ্ট। তাই, একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করা হয়েছে। এদিনের ঘটনায় বেশ কিছুক্ষণ ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়েছে।

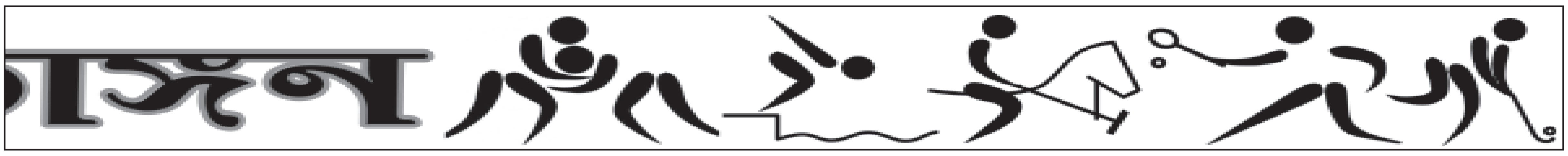

ভারতের যে অস্ত্র আছে, বাংলাদেশের তা নেই

সুনীল ছেত্রীভারতী জাতীয় দলের অধিনায়কই এ মুহূর্তে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের বড় ভাবনা। আগামী ১৫ অক্টোবর কলকাতায় বিশ্বকাপ ও এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের 'অ্যাওয়ে' ম্যাচটিতে যে ব্যবধান গড়ে দিতে পারেন এই ছেত্রী একাই। বাংলাদেশ অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়াও মনে করেন ঠিক এমনটাই।ভারতের বিপক্ষে ম্যাচটির আগে অবশ্য ঢাকায় ১০ অক্টোবর এশিয়ান কাপ চ্যাম্পিয়ন কাতারের সঙ্গে খেলতে হবে বাংলাদেশকে।

কিন্তু সে ম্যাচ ছাপিয়ে এখনই আলোচনায় বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচ। এক সময়ের দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী। হাল আমলে ভারত ফুটবলে অনেকটা এগিয়ে গেলেও এ দুই দেশের লড়াই এখনো আলোড়ন তোলে সীমান্তের দুই প্রান্তে। আগ্রহ একটা থাকেই। ভারতীয় গণমাধ্যমে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারেই জামালের কণ্ঠে ছেত্রীকে নিয়ে সমীহ, 'ভারত দলে যে অস্ত্র রয়েছে, বাংলাদেশের তা নেই। ধারাবাহিকভাবে ভারতের হয়ে গোল করে চলেছেন সুনীল। বাংলাদেশ ঠিক এই জায়গাটাতেই পিছিয়ে।' বাংলাদেশ অধিনায়ক এখনো পর্যন্ত ভারতের বিপক্ষে দুটি ম্যাচ খেলেছেন। হারের মুখ অবশ্য দেখেননি, কারণ দুটি ম্যাচই শেষ হয়েছে অমীমাংসিতভাবে। তবে দুটি ম্যাচেই গোল পেয়েছেন ছেত্রী।

ভারতের বাছাইপর্বের শুরুটা ভালোই হয়েছে বলা যায়। গ্রুপের সবচেয়ে শক্তিশালী দুই দল ওমানের ও কাতারের বিপক্ষে দুর্দান্ত খেলেছে তারা। প্রথম ম্যাচে ওমানের বিপক্ষে ১-০ গোলে এগিয়ে থেকেও শেষ ১০ মিনিটে ২ গোল হজম করে হার মাঠ ছাড়তে হয়। দ্বিতীয় ম্যাচে দোহায় কাতারের বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করেছে দলটি। অন্যদিকে, বাংলাদেশের বাছাইপর্ব শুরু হয়েছে আফগানিস্তানের বিপক্ষে ১-০ গোলের হার দিয়ে।আগামী ১৫ অক্টোবর কলকাতার যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে বিশ্বকাপ ও এশিয়ান কাপের বাছাইয়ে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ও ভারত। প্রতিবেশী দুই দেশের লড়াইয়ে ভারতের অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী বড় ব্যবধান গড়ে দিতে পারেন বলে মনে করেন বাংলাদেশের অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়া।দ্বিতীয় ম্যাচে জামালদের প্রতিপক্ষ কাতার। ম্যাচটি ঘরের মাঠে হলেও বর্তমান এশিয়ান চ্যাম্পিয়নদের সঙ্গে কুলিয়ে ওঠা অনেক কঠিন। তাই বাংলাদেশের চোখ ভারত ম্যাচে, 'কাতারের বিরুদ্ধে ভারতের খেলা দেখেছি। খুবই ভালো খেলেছে। আমাদের সঙ্গে ভারতের লড়াইটা গ্রুপের সব চেয়ে উত্তেজনার ম্যাচ হবে বলে আমার মনে হয়।'ফুটবলে বাংলাদেশকে ভারত ছাড়িয়ে গিয়েছে অনেক আগেই। এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ভারতের উন্নতিটা বড় হিসেবে চোখে পড়েছে জামালের, 'ভারত খুবই শক্তিশালী দল। গত চার-পাঁচ বছরে এশিয়ার অন্যান্য দলগুলোর মধ্যে ভারতই সব চেয়ে বেশি উন্নতি করেছে বলে আমার মনে হয়।'

আফগানিস্তান ম্যাচ শেষ করে ঢাকায় ফিরে ডেনমার্কে পরিবারের সঙ্গে ছুটি কাটাচ্ছেন জামাল। ২৫ সেপ্টেম্বর জাতীয় দলের ক্যাম্প শুরু হওয়ার আগেই ঢাকায় ফেরার কথা রয়েছে অধিনায়কের।

এক সপ্তাহে দুই বিশ্ব রেকর্ড হাতছাড়া করলেন ফেল্প

দক্ষিণ কোরিয়ায় চলমান বিশ্ব অ্যাকুয়াটিকস চ্যাম্পিয়নশিপে সাঁতারের দুটি বিশ্ব রেকর্ড হারিয়েছেন সাবেক আমেরিকান সাঁতারু মাইকেল ফেল্প। ১০০ মিটার বাটারফ্লাই ও ২০০ মিটার বাটারফ্লাইয়ের দুটি রেকর্ড হাতছাড়া করেছেন তিনি।সাঁতার ছেড়েছেন সেই তিন বছর আগে। তাও সাঁতারের কথা উঠলেই চলে আসে মাইকেল ফেল্পের নাম। যেমনটা হচ্ছে দক্ষিণ কোরিয়ার বিশ্ব অ্যাকুয়াটিকস চ্যাম্পিয়নশিপে।এই প্রতিযোগিতায় দুটি রেকর্ড হারিয়েছেন ফেল্প। ১০০ মিটার বাটারফ্লাই ও ২০০ মিটার বাটারফ্লাইতে ফেল্পের দুটি রেকর্ড ভেঙেছেন যথাক্রমে আমেরিকান সাঁতারু কেলেব ড্রেসেল ও হাঙ্গেরিয়ান সাঁতারু ক্রিস্তফ মিলাক।

অলিম্পিক ইতিহাসে অংশগ্রহণকারী ১৬১ দেশের চেয়ে বেশি পদক ফেল্পের একারই আছে। সাধে তো আর তাঁকে ইতিহাসের সেরা সাঁতারু বলা হয় না! পদকগুলো জেতার পথে বিশ্ব রেকর্ডও করেছেন ভূরি ভূরি। তাঁর এমনই দুটি রেকর্ড ছিল ১০০ মিটার বাটারফ্লাই ও ২০০ মিটার বাটারফ্লাইয়ে। ২০০৯ সালে রোমের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ফেল্প ২০০ মিটার বাটারফ্লাই শেষ করতে যখন মাত্র ১ মিনিট ৫১.৫১ সেকেন্ড সময় নিলেন, আদৌ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কেউ এই রেকর্ড ভাঙতে পারবে বলে মনে হয়নি। কিন্তু এক দশক পর ১৯ বছর বয়সী এক তরুণ দেখালেন, অধ্যবসায়ের সঙ্গে পরিশ্রম যোগ করলে অসম্ভব বলে কিছুই থাকে না। হাঙ্গেরির ক্রিস্তফ মিলাক ইতিহাসের প্রথম সাঁতারু হিসেবে ২০০ মিটার বাটারফ্লাইয়ের রেকর্ডটা নামিয়ে আনলেন ১ মিনিট ৫১ সেকেন্ডেরও কম সময়ে। সাঁতার শেষ করতে তাঁর লেগেছে ১ মিনিট ৫০.৭৩ সেকেন্ড। ভাবা যায়!

মিলাকের এই অর্জনে গর্বিত হয়েছেন ফেল্প নিজেও, 'খুব স্বাভাবিকভাবেই রেকর্ডটা হারিয়ে আমার একটু কষ্ট হয়েছে। কিন্তু যেভাবে রেকর্ডটা ভাঙা হয়েছে, ছেলেটার টেকনিকে আমি মুগ্ধ। শেষ ১০০ মিটারে ছেলেটা সাঁতরেছে দুর্দান্ত। একদম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অসাধারণভাবে সাঁতরে গেছে ছেলেটা।' মিলাকের এই অর্জনের পেছনে যে কঠোর পরিশ্রম আর অধ্যবসায়ের ভূমিকা রয়েছেন, সেটা স্বীকার করেছেন ইতিহাসের সেরা এই অলিম্পিয়ান, 'এই রেকর্ডটা ভাঙা সম্ভব হয়েছে, কেননা এই ছেলেটা রেকর্ডটা ভাঙতে চেয়েছিল। স্বপ্ন দেখেছিল এমন এক অর্জনের। যে বুঝেছিল এই রেকর্ড ভাঙতে হলে কী কী করতে হবে। এই রেকর্ড ভাঙতে হলে যে ধরনের টেকনিক অনুসরণ করা দরকার, যতটুকু পরিশ্রম করা দরকার, সে সব করেছে। ওকে আমার পক্ষ থেকে টুপিখোলা সম্মান জানাই।"

শুধু মিলাকই নন, এই প্রতিযোগিতায় আমেরিকান সাঁতারু কেলেব ড্রেসেলও ভেঙেছেন ফেনের আরেকটি রেকর্ড। ১০০ মিটার বাটারফ্লাই সাঁতরাতে ড্রেসেল সময় নিয়েছেন ৪৯.৫০ সেকেন্ড। ২০০৯ সালের রোম বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ফেল্প যেখানে সময় নিয়েছিলেন ৪৯.৮২ সেকেন্ড।

এখন সবেধন নীলমণি হিসেবে ৪০০ মিটার ব্যক্তিগত রিলের বিশ্ব রেকর্ডটাই আছে ফেল্পের দখলে। কে জানে, কবে না জানি সেটাও ভেঙে দেয় কেউ!

নিষেধাজ্ঞা কমল নেইমারের

ম্যাচের শেষ মুহূর্তে গোল করেও সমর্থকদের মন জিততে পারছেন না নেইমার। এবার দলবদলের মৌসুমে পিএসজি ছাড়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন। ক্লাব সমর্থকেরা সে কারণেই ব্রাজিলীয় তারকার ওপর ত্যক্ত-বিরক্ত। বার্সেলোনায় শেষ অবধি যাওয়া হয়নি, এখন পিএসজির জার্সিতে খেলেও 'দুয়ো' শুনতে হচ্ছে। দিনকাল খুব খারাপ যাচ্ছে তাঁর। তবে এর মধ্যেই একটা সুখবর পেলেন, চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলার নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ কমেছে তাঁর।পিএসজির হয়ে খেলতে আর ভালো লাগছিল না নেইমারের। সে কথা মুখ ফুটে বলাতেই সমর্থকদের রোষের মুখে পড়েছেন। অথচ এই পিএসজির হয়ে আবেগ প্রকাশ করতে গিয়েই ইউরোপীয় প্রতিযোগিতায় নিষেধাজ্ঞা জুটেছিল নেইমারের। গত মৌসুমে চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ ষোলোর দ্বিতীয় লেগে শেষ মুহূর্তের পেনাল্টি গোলে হেরেছে পিএসজি। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বিপক্ষে সে ম্যাচে মাঠেই ছিলেন না। চোটে পড়ায় গ্যালারিতে থেকে খেলা দেখেছিলেন নেইমার। পেনাল্টির সিদ্ধান্তে রেফারির উদ্দেশ্যে বেশ কিছু কটু মন্তব্য ছুড়ে দিয়েই তিন ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা জুটেছিল তাঁর।আজ রাতেই এ মৌসুমের চ্যাম্পিয়নস লিগের গ্রুপপর্ব শুরু হচ্ছে। পিএসজির চ্যাম্পিয়নস লিগ শুরু হচ্ছে কাল। নিজেদের মাঠে রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে খেলবে তারা। সে ম্যাচে অবশ্য আক্রমণের ত্রিফলা এডিনসন কাভানি, কিলিয়ান এমবাপ্পে ও নেইমারকে পাচ্ছে না পিএসজি। প্রথম দুজন ছিটকে গেছেন চোটের কারণে। আর নেইমার খেলতে পারছেন না নিষেধাজ্ঞার কারণে। শুধু রিয়াল ম্যাচই নয়, আগামী ১ অক্টোবর গ্যালাতাসারায়ের বিপক্ষেও নামা হবে না নেইমারের। ২২ অক্টোবর ক্লাব ব্রাগার বিপক্ষেও দর্শক হিসেবে থাকার কথা ছিল। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আদালত (সিএএস) আজ জানিয়েছে আর্টিকেল ১৫ (১) অনুযায়ী ম্যাচ রেফারির সঙ্গে বাজে ব্যবহার করায় সর্বোচ্চ দুই ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা দেওয়া যায়।নতুন এই খবরে খুশি হবেন নেইমার। তাঁকে ইউরোপের সেরা হওয়ার জন্যই দলে টেনেছিল পিএসজি। সমর্থকদের মন আবার জিততে চাইলে চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচই যে মূল ভরসা তাঁর।

যে খেলায় আফগানদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখছেন অনেকে

যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানে রাগবি খেলাটা নতুনই বলা যায়। তবে খেলাটিতে আফগানদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎও দেখছেন দেশটির রাগবি ফেডারেশনের পরামর্শদাতা স্টিফেন।জনা ত্রিশেক তরুণ ছুটছেন ওভাল আকৃতির বলের পেছনে। ভ্যাপসা গরমে তাঁরা ঘেমে-নেয়ে একাকার। তবু যেন এতটুকু ক্লান্তি নেই! 'নতুন' এই খেলাটিতে মজে গেছেন ওই কিশোর-তরুণেরা।গতকাল কাবুলের এক মাঠে আফগান তরুণদের রাগবি খেলার চিত্র এটি। যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানে খেলাটি নতুনই বলা যায়। বহুজাতিক বাহিনীর সদস্যদের দেশটিতে অবস্থানের পর থেকে আফগান কিশোর-তরুণদের মধ্যে রাগবি চর্চার শুরু।এর আগে আফগানদের খেলা বলতে ছিল ফুটবল, ক্রিকেট, তায়কোয়ান্দো আর শরীর গঠন। ১৬ বছর বয়সী লুৎফুল্লাহ কাজেমি আগে ফুটবল খেলত। ফুটবল এখনো আফগানিস্তানে তুমুল জনপ্রিয়। কিন্তু উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় পড়ুয়া লুৎফুল্লাহর ধ্যান-জ্ঞান এখন রাগবিই, 'রাগবিতে ট্যাকল আর পাস আমার খুব পছন্দ।' আন্তর্জাতিক রাগবিতে আফগানিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করার স্বপ্নও দেখে সে। শুধু লুৎফুল্লাহ নয়, তার মতো আরও অনেকের চোখে এখন রাগবি নিয়ে স্বপ্ন। আর সে স্বপ্ন ছড়িয়ে দিয়েছেন এক ব্রিটিশস্টিফেন বুকিং, যিনি বিশ্বাস করেন, রাগবি খেলার জন্য যে শারীরিক যোগ্যতা থাকা দরকার, সেটি আছে আফগানদের, 'তাদের স্কিল আছে, আছে ফিটনেস ও শক্তিও।' খেলাটিতে তাই আফগানদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎও দেখেন দেশটির রাগবি ফেডারেশনের পরামর্শদাতা স্টিফেন।

আপাতত সেভেন-এ-সাইড রাগবি চর্চা চলছে। ফিফটিন-এ-সাইডে যাওয়ার আগে প্রয়োজনীয় দক্ষতা রাগবি সেভেনেই অর্জন করতে হয়। তবে স্টিফেনের বিশ্বাস, 'আমি নিশ্চিত, আফগানিস্তান শক্তিশালী একটা ফিফটিন-এ-সাইড দল গড়তে পারবে।' আফগানিস্তানে রাগবি খেলাটা এখনো বিস্তারের পথে থাকলেও এরই মধ্যে কাবুলে ১৮টি স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয় দল গড়া হয়েছে। রাজধানীর বাইরে রয়েছে আরও ছয়টি দল। কয়েক মাসের মধ্যেই সেখানে বয়সভিত্তিক এবং সিনিয়র দলের তিনটি প্রতিযোগিতা শুরু হবে। মেয়েদের দল গঠনেরও চেষ্টা চলছে।

তবে এখনো বিশ্ব রাগবি সংস্থা ওয়ার্ল রাগবির সদস্য হতে পারেনি আফগানিস্তান। এশিয়ান রাগবি ফেডারেশনের সাহায্য-সহযোগিতায় চলছে আফগানিস্তান রাগবি ফেডারেশনের কার্যক্রম। কোচ ও রেফারিদের প্রশিক্ষণ দিয়ে সাহায্য করে যাচ্ছে এশিয়ান রাগবি ফেডারেশন। বিদেশে অবস্থানরত আফগানদের নিয়ে সেভেন-এ-সাইড দেশটির জাতীয় দলও গঠন করা হয়েছে, যারা অংশ নিয়েছিল গত বছর ইন্দোনেশিয়ায় এশিয়ান গেমসে। যেখানে খুব অল্পের জন্য সেভেন রাগবির কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠা হয়নি আফগান দলের। সেই হতাশাই হয়তো আগামী দিনে নতুন শুরুর স্বপ্ন উসকে দিয়েছে আফগানদের চোখে!

খাদ্যব্যবসার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত ব্যবসায়ীদের জন্য জরুরী বিজ্ঞপ্তি

সমস্ত খাদ্যব্যবসায়ীদের আবারও জানানো যাচ্ছে যে রেজিস্ট্রেশন বা লাইসেন্স যার জন্য যেটা প্রযোজ্য সেটা ৩০ সেপ্টেম্বর,২০১৯-এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। অন্যথায় এরপর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এফএসএস অ্যাক্ট,২০০৬ অনুসারে এফএসএসএআই (FSSAI)নিম্নলিখিত চারটি ক্ষেত্রে যাঁরা নিয়ম অনুসরণ করেননি সেক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণে গুরুত্ব আরোপ করতে স্পেশাল ড্রাইভ গ্রহণ করেছেন।

১) যে সকল খাদ্য ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স এর পরিবর্তে রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট অর্জন করেছেন।

২) যে সকল খাদ্য ব্যবসায়ীগন মেয়াদোত্তীর্ণ লাইসেন্স অথবা লাইসেন্সবিহীন খাদ্য ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন।

৩) খাদ্য ব্যবসায়ীগণ যাঁরা পেনাল্টি এড়ানোর জন্য আগের লাইসেন্স/রেজিস্ট্রেশন-এর পুনর্নবীকরণ করার পরিবর্তে নতুন লাইসেন্স/রেজিস্ট্রেশন করেছেন।

৪) খাদ্য ব্যবসায়ীগণ যাঁরা তাঁদের উৎপাদিত /প্রক্রিয়াজাত পণ্য সম্পর্কে তথ্য তাঁদের লাইসেন্সে উল্লেখ করেননি।

- স্পেশাল ড্রাইভ ৩০ সেপ্টেম্বর,২০১৯ পর্যন্ত কার্যকরি এবং ১ অক্টোবর, ২০১৯ এর পর থেকে যাঁরা বাদ রয়েছেন তাঁদের শনাক্তকরণ ও আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- কী কী নথিপত্র জরুরী জানতে এফএসএসএআই (FSSAI) এর website www.fssai.gov.in/ www.foodlicensing.fssai.gov.in এ অথবা সংশ্লিষ্ট ফুড সেফটি অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

মুখ্য খাদ্য নিরাপত্তা কমিশনার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

ICA/D-961/19-20

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

জাগরণ 18 September, 2019, Wednesday আগরতলা, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ইং, ■ ৩১ ভাদ্র, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বুধবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

ঊর্ধ্বমুখী ভারত-মার্কিন সম্পর্ক বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ভারত-মার্কিন সম্পর্ক খুব ভাল অবস্থায় রয়েছে, এমনটাই দাবি কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের। তাঁর মন্ত্রকের ১০০ দিন পূর্তিতে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে নয়াদিল্লিতে মঙ্গলবার ভারত ও আমেরিকার বাণিজ্য সম্পর্কে তিনি বলেন, '৯০ শতাংশ পূর্ণ ও ১০ শতাংশ অর্ধেক। মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প আগামী রবিবার 'হাউডি, মোদী !'' ইভেন্টে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে। বিষয়টি অত্যন্ত সম্মানজনক। ভারত-মার্কিন সম্পর্ক বহুদূর চলে এসেছে। রাজনৈতিক সুস্থিরতা থেকে শুরু করে নিরাপত্তাজনিত সহযোগিতা, এমন কোনও ক্ষেত্র নেই যা বিগত বছরগুলিতে ঊর্ধ্বমুখী হয়নি। হাউস্টনের ইভেন্টের মত অনুষ্ঠানে দু''পক্ষেরই ভূমিকা দ্বিদলীয়। সম্পর্ক খুব ভাল অবস্থায় রয়েছে।''''

এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে তিনি আরও বলেন, 'যে কোনও সম্পর্কের মত এখানেও ইস্যু রয়েছে। বাণিজ্যগত সমস্যা অবশ্য স্বাভাবিক। এর থেকে সম্পর্ক কতটা বলিষ্ঠ, তা বোঝা যায়।'''' তিনি এও বলেন, সরকার গত কয়েক মাস ধরে আমেরিকার সঙ্গে আলোচনা করে বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়টি মিটিয়ে নিতে সচেষ্ট হয়েছে। বিদেশমন্ত্রীর কথায়, 'পরিস্থিতি এমনই, যে গ্লাস ৯০ শতাংশ ভর্তি ও ১০ শতাংশ খালি।' 'হাউডি, মোদী !'' ইভেন্টে পাকিস্তানের ওপর কী প্রভাব পড়বে, এ প্রসঙ্গে জয়শঙ্কর বলেন, 'কেবল পাকিস্তান নয়। সারা বিশ্ব হাউস্টনের ইভেন্ট দেখবে এবং জানবে ভারতীয় ও মার্কিনরা কী পেল। ওই ইভেন্ট থেকে বহু বার্তাই পৌঁছাবে বিশ্ববাসীর কাছে। এখন পাকিস্তান কোনটা গ্রহণ করবে সেটা তারাই জানে।'''' এদিনের বৈঠকে তিনি জম্মু ও কাশ্মীর প্রসঙ্গেও মুখ খোলেন। গত ৫ আগস্ট সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিল করে জম্মু ও কাশ্মীরের ''স্পেশাল স্ট্যাটাস'' তুলে নেওয়া হয়।

সেখানকার বহু রাজনৈতিক নেতাকে আটক করা হয়। রাজ্যে বহু বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। তিনি বলেন, 'জম্মু ও কাশ্মীর নিয়ে মানুষ কী বলছে তা নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। ভারতের অবস্থান ১৯৭২ সাল থেকে পরিষ্কার।' মার্কিন কংগ্রেসের কাছে এ ব্যাপারে বাধার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে তিনি জানান, 'যদি আমি কংগ্রেসের কোনও সদস্যের মুখোমুখি হই, আমি জানতে চাইব, আপনারা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়ছেন, এক্ষেত্রে আপনাদের প্রতিক্রিয়া কী? নিস্পৃহ থাকা? আপনারা কী করতেন যদি আপনাদের দেশের সর্বত্র এক আইন প্রযোজ্য না করা যেত?

বুধবার ভারতীয় জনতা পার্টির জনজাতি মোর্চার সমর্পন সেশন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সহ অন্যান্যরা। ছবি- নিজস্ব।

প্রাথমিক স্তর থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক সংস্কার করছে রাজ্য সরকার ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১৭ সেপ্টেম্বর ।। শিক্ষকদের দায়িত্ব হচ্ছে শিক্ষার্থীর মেধার বিকাশ এবং প্রকৃত শিক্ষায় জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করা। রাজ্যে শিক্ষার গুণগতমান বাড়ানোর জন্য শিক্ষাদপ্তর প্রাথমিক স্তর থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক সংস্কার করছে। আজ সোনামুড়া নতুন টাউন হলে সোনামুড়া কবি নজরুল সরকারী মহাবিদ্যালয়ের নবীন বিদ্যার্থী বরণ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ একথা বলেন।

তিনি বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে রাজ্যকে দেশের সামনের সারিতে নিয়ে যাবার জন্য রাজ্যের বর্তমান সরকার নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করছে। এই কাজে সবাইকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবার আহ্বান জনিয়ে তিনি বলেন, রাজ্য সরকার এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা বানানোর জন্যে বদ্ধ পরিকর। এই জন্য শিক্ষাক্ষেত্রের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। প্রধান অতিথির ভাষণে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক জলের অপচয় বন্ধ করে জল সংরক্ষণের জন্য সচেতন হতে সমাজের সব অংশের মানুষের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, জলস্তর ক্রমশ ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে। এই জন্য জল সংরক্ষণের জন্য সবাইকে মনযোগী হতে হবে। সোনামুড়ার উন্নয়নে রাজ্যের বর্তমান সরকার ব্যাপক উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি বলেন, সোনামুড়া তেকে মেলাঘর পর্যন্ত রাস্তাকে দু-লেন করার পরিকল্পনা চলছে। সোনামুড়া থানার পুকুরকে সংস্কার করে আধুনিক মানের সুইমিং পুল করার জন্য ৬৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সোনামুড়া স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন-র মাটকে সংস্কার করার জন্য পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও মহকুমার ৪টি বিধানসভা কেন্দ্রে ৮টি পার্ক খোলা হবে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিধায়ক সুভাষ চন্দ্র দাস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলেজের অধ্যক্ষ ড. সুমিতা ভট্টাচার্য। স্বাগত ভাষণ দেন শিক্ষা সংসদের সম্পাদক ড. গৌতম ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস(দত্ত), বিশিষ্ট সমাজসেবী বিশ্বজিৎ দাস।

গণতান্ত্রিক অধিকার হরনের চেষ্টা হচ্ছে ঃ সুবল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ সেপ্টেম্বর ।। রাজ্যের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হরনের চেষ্টা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন কংগ্রেস নেতা সুবল ভৌমিক। মঙ্গলবার আগরতলা কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, স্যোশ্যাল মিডিয়ায় কেউ সরকার কিংবা মুখ্যমন্ত্রীর কাজকর্মের গঠনমূলক সমালোচনা করলেও মামলায় ফাঁসিয়েদেবার চেষ্টা করা হচ্ছে। সংবাদ মাধ্যমের অধিকার খর্ব করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন। বাধারঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের উপ নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করার জন্য হুমকি প্রদর্শন শুরু হয়ে গেছে বলেও তিনি অভিযোগ করেছেন।

মাদির জন্মদিবস স্টেট চাইল্ড হোমে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ সেপ্টেম্বর ।। অভয়নগরস্থিত স্টেট চাইল্ড হোমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৬৯তম জন্মদিন যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী জায়া নিতি দেব। প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিবস উপলক্ষ্যে শিশুদের নিয়ে কেক কাটা হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জায়া নিতি দেব বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আমাদের সবার প্রিয়। তার জন্ম দিবসটি গোটা দেশে সেবা সপ্তাহ হিসেবে পালিত হচ্ছে। এরই অঙ্গ হিসেবে অভয়নগরস্থিত চাইল্ড হোমেও দিবসটি পালন করা হয়।

ফেন্সিডিল উদ্ধার বিশালগড়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৭ সেপ্টেম্বর ।। গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বিশালগড় থানাধীন বংশীবাড়ি এলাকা থেকে প্রচুর পরিমাণে ফেন্সিডিল উদ্ধার করল পুলিশ। সোমবার সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ বিশালগড় মহকুমা পুলিশ আধিকারিক উত্তম বণিকের নেতৃত্বে এই অভিযান। উদ্ধারকৃত নেশা সামগ্রীগুলির বাজারমূল্য প্রায় ১৬ লক্ষ টাকার কাছাকাছি হবে বলে জানান এসডিপিও উত্তম বণিক। তবে বাড়ির মালিক কৃষ্ণ দেববর্মাকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। পুলিশ আসার আগেই চম্পট দেয় অভিযুক্ত কৃষ্ণ দেববর্মা।

নিরা চ্যাটার্জি প্রয়াত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ সেপ্টেম্বর ।। রাজ্যে শিক্ষা জগতের আলো বিস্তারে পুরোধা ব্যক্তিত্ব জে এন চ্যাটার্জির সহ ধর্মীনি নিরা চ্যাটার্জি প্রয়াত হয়েছেন। মঙ্গলবার কলকাতায় তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। এদিন সকাল ৭.৩০ মিনিটে তিনি প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৮ বছর। কলকাতার গঙ্গাঘাটে আজ তাঁর শেষ কৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। তাঁর মুখাগ্নি করেছেন পুত্রসম যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক গোপাল চক্রবর্তী।

নিরা চ্যাটার্জি অধ্যাপক হিসেবে তাঁর কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়ে ছিলেন। গত বছর তাঁর স্বামী তথা রাজ্যের শিক্ষা জগতের পুরোধা ব্যক্তিত্ব জে এন চ্যাটার্জিকে রাজ্য সরকার বিদ্যাসাগর পুরস্কারে ভূষিত করেছে। শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন।

নরেন্দ্র মোদীকে অভিনন্দন ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর

থিম্পু, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে জন্মদিনের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ভুটানের প্রধানমন্ত্রী লোটে শেরিং।

ট্যুইটবার্তায় নরেন্দ্র মোদীকে প্রিয় বন্ধু হিসেবে অভিহিত করে লোটে শেরিং প্রধানমন্ত্রীর সুস্বাস্থ্য কামনার করার পাশাপাশি তিনি যাতে আধ্যাত্মিক পূর্ণতা অর্জন করতে পারে সেই কামনাও করেন। ৬৯তম জন্মদিনে ভুটানবাসীর তরফে নরেন্দ্র মোদীকে অভিনন্দন জানান লোটে শেরিং।

উল্লেখ করা যেতে পারে এদিন সমাজের সকল স্তরের মানুষ নরেন্দ্র মোদীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান। এদিন গুজরাটের কেভাদিয়া গিয়ে সর্দার সরোবর বাধে গিয়ে নর্মদা নদীর পুজো করেন। ছয়ের পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে ভগবানের নিবেদন ৬৯ কেজির বৃহদাকার লাড্ডু

ভোপাল (মধ্যপ্রদেশ), ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৬৯ জন্মদিন উপলক্ষ্যে ৬৯ কিলোগ্রাম ওজনের লাড্ডু নিবেদন করা হল দেবতাকে । অভিনব এই ঘটনাটির সাক্ষী রইল ভোপালের খেড়াপটি হনুমান মন্দির।

মঙ্গলবার গোটা দেশজুড়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৬৯তম জন্মদিন পালিত হয়েছে। তাঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে সেবা সপ্তাহ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে বিজেপি কর্মীরা। বিভিন্ন হাসপাতালে গিয়ে অসুস্থ রোগীদের ফল সহ বিভিন্ন উপহার তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন মন্দিরে পুজো-পাঠেরও আয়োজন। প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্য কামনায় ভোপালের খেড়াপটি হনুমান মন্দিরে বিশেষ পুজোর আয়োজন করা হয়। ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয় ৬৯ কিলোগ্রামের লাড্ডু।

বিজেপিকর্মীরা দাবি করেছেন বিশুদ্ধ ঘি এবং শুকনো ফল দিয়ে এই বৃহদাকার লাড্ডু তৈরি করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, উন্নয়নের সঠিক পথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ভগবান আশীর্বাদ দিন। দেশের জন্য তিনি যা করেছেন সেই জন্য সবাই গর্বিত।

উল্লেখ করা যেতে পারে জন্মদিন উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা বার্তায় সোশ্যাল মিডিয়া ভরে উঠেছে। সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে।

কর্ণাটকে ভেঙে পড়ল ডিআরডিও-র ইউএভি, হতাহতের কোনও খবর নেই

চিত্রদুর্গ (কর্ণাটক), ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কর্ণাটকের চিত্রদুর্গ জেলায় কৃষিজমিতে ভেঙে পড়ল ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ডিআরডিও)-এর একটি আনমেনড এরিয়াল ভেহিকল (ইউএভি)ঊ মঙ্গলবার সকালে চিত্রদুর্গ টেস্ট রেঞ্জ থেকে প্রায় ১৭ কিলোমিটার দূরে, জোড়ি চিল্লেনাহাল্লি গ্রামে কৃষিজমিতে ভেঙে পড়ে ডিআরডিও-র একটি তাপস পরীক্ষামূলক ইউএভিঊ এই ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেইঊ তবে, বিকট শব্দে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন চিল্লেনাহাল্লি গ্রামের বান্দিারাঊ

চিত্রদুর্গ-র পুলিশ সুপার অরুণ কে জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সকালে চিল্লেনাহাল্লি গ্রামে কৃষিজমিতে ভেঙে পড়ে ডিআরডিও-র একটি ইউএভিঊ এই ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেইঊ বিকট শব্দে স্থানীয় গ্রামবাসীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েনঊ এই ঘটনায় প্রেক্ষিতে ডিআরডিও-র পক্ষ কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নিঊ হিন্দুস্থান সমাচার/ রাকেশ

প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে মহাধুম বিজেপি শিবিরে, শুভেচ্ছা অমিত শাহ-যোগী-আর কে সিনহারম

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): নিজের জন্মদিন সেভাবে কখনই পালন করেন না প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীঊ কিন্তু, প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে বিজেপি শিবিরে মহাধুমঊ প্রধানমন্ত্রীর ৬৯ তম জন্মদিন বলে কথা! মঙ্গলবার (১৭ সেপ্টেম্বর) সকাল থেকেই প্রিয় নেতাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, বিজেপি নেতা-কর্মীরাঊ প্রধানমন্ত্রীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটারওঊ প্রধানমন্ত্রীর টুইটার অ্যাকাউন্টে উড়তে লাগল ডিজিটাল রঙিন বেলুনঊ প্রধানমন্ত্রীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অমিত শাহ, যোগী আদিত্যনাথ, স্মৃতি ইরানি, নির্মলা সীতারমণ, রবিশঙ্কর প্রসাদ, আর কে সিনহার মতো বিজেপি নেতৃত্ব।

অমিত শাহ : নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ লিখেছেন, 'দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি, নির্ণায়ক নেতৃত্ব এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের প্রতীক ও সর্বাধিক জনপ্রিয় নেতা প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজীকে জন্মদিনের হার্দিক শুভেচ্ছাঊ আপনার নেতৃত্বে উদীয়মান নতুন ভারত বিশ্বের মধ্যে শক্তিশালী, সুরক্ষিত ও নির্ভরয়োগ্য রাষ্ট্র হিসেবে উন্নীত হয়েছেঊ'

যোগী আদিত্যনাথ : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা বার্তায় উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ টুইটারে লিখেছেন, 'জন্মদিনে প্রধানমন্ত্রীকে হার্দিক শুভেচ্ছাঊ সবকা সাথ, সবকা বিকাশের মন্ত্র নিয়ে নতুন ভারত গড়ায় আপনার উতর্গ, অঙ্গীকার আমাদের সর্বদাই অনুপ্রাণিত করেঊ আপনার সুস্বাথ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

স্মৃতি ইরানি : নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি লিখেছেন, 'বিশ্বের সবচেয়ে বৃহতগণতন্ত্র, ভারতের সমৃদ্ধ, শক্তিশালী ও দৃঢ় প্রত্যয়ী প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজীকে জন্মদিনের হার্দিক শুভেচ্ছা।

রবিশঙ্কর প্রসাদ : কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ শুভেচ্ছা বার্তায় জানিয়েছেন, 'আমাদের জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী এবং সম্মানীয় বিশ্বনেতা শ্রী নরেন্দ্র মোদীজীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছাঊ আপনার সুস্বাথ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

রবীন্দ্র কিশোর সিনহা : মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটারে প্রবীণ বিজেপি নেতা তথা রাজ্যসভার সাংসদ আর কে সিনহা লিখেছেন, 'আমাদের পরম-আদরণীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজীকে জন্মদিনের অনেক অনেক অভিনন্দন-সহ হার্দিক শুভেচ্ছাঊ আপনি সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করিঊ আপনি এভাবেই দেশ নির্মাণে নেতৃত্ব দিয়ে আমাদের এগিয়ে নিয়ে চলুনঊ' এদিনই দিল্লিতে সেবা-সঙ্কল্প দিবসের আয়োজন করা হয়ঊ প্রদীপ প্রজ্বলন করে সেবা-সঙ্কল্প দিবস কার্যক্রমের শুভারম্ভ করেন সাংসদ আর কে সিনহা, রবি কিষাণ এবং প্রবীণ সাংবাদিক রাম বাহাদুর রায়।

গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজে এক রোগীর অ্যাটেনডেন্টের হাতে খুন অপর অ্যাটেনডেন্ট

গুয়াহাটি, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মঙ্গলবার কাকভোরে এক রোগিণীর অ্যাটেনডেন্টের হাতে খুন হয়েছেন অপর রোগিণীর অ্যাটেনডেন্ট। নিহত ব্যক্তিকে গুয়াহাটির বাসিন্দা জনৈক চন্দন ধর এবং হত্যাকারীকে নিম্ন অসমের বিজনি এলাকার জনৈক ইসলাম আলি বলে শনাক্ত করা হয়েছে। ইসলামকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল চত্বরে অবস্থিত ভাঙাগড় পুলিশ ফাঁড়ি সূত্রে জানা গেছে, ঘটনা আজ সকাল প্রায় সাড়ে পাঁচ-ছয়টা নাগাদ ঘটেছে। গুয়াহাটির বশিষ্ঠ থানান্তর্গত নতুনবাজার এলাকার চন্দন ধর এবং বিজনির সোনাইকলার ইসলাম আলি, দুজনের পত্নী হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে পুলিশের সূত্রটি বলেছে, ভোরের দিকে চন্দন ধর হাতে জলের বোতল নিয়ে বারান্দা দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে সময় ওই বারান্দা দিয়ে বিপরীত দিক থেকে ইসলাম আলি তার স্ত্রীকে নিয়ে আসছিল। কিন্তু আচমকা মাথা ঘুরে চন্দন ধর ইসলামের স্ত্রীর ওপর ঢলে পড়ে যান। এতে রেগে অগ্নিশর্মা কোনও কিছু বোঝার চেষ্টা না করে চন্দনকে পেটাতে থাকে ইসলাম। উপস্থিত অ্যাটেনডেন্টরা হইহট্টগোল বাঁধালে কর্তব্যরত ডাক্তার, নার্সরা ছুটে এসে চন্দনবাবুকে নিয়ে চিকিৎসা শুরু করেন। কিছুক্ষণ পর তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

এদিকে হাসপাতালে কর্তব্যরত পুলিশ সঙ্গে-সঙ্গে এসে ইসলাম আলিকে ধরে নিয়ে ফাঁড়িতে নিয়ে যায়। তার বিরুদ্ধে ৩৯৯/১৯ নম্বরে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় মামলা করে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

চড়িলামে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৭ সেপ্টেম্বর ।। বিজেপি মন্ডলের উদ্যোগে মঙ্গলবার সকালে চড়িলাম লীলাদেব কমিউনিটি হল ঘরে এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্ভোধন করেন পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের সাংসদ তথা প্রতিমা ভৌমিক। শিবিরে পুরুষ ও মহিলা মিলে মোট ৪৫ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন। এই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি চড়িলাম মন্ডলের তরুণ সভাপতি তাপস দাস, বিজেপি নেতৃত্ব শ্যামল দেবনাথ সহ অন্যান্যরা।

কৃষি জমি নষ্ট করল দুষ্কৃতীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৭ সেপ্টেম্বর ।। খোয়াই পশ্চিম গনকী এলাকায় প্রায় ৮০ হাজার টাকার ফসল নষ্ট করে দুষ্কৃতীরা। ঘঠনার বিবরণে জানা যায় কৃষক নিধান দেব সোমবার বিকেলে জমি থেকে ফসল নিয়ে বাড়ি আসেন। আজ সকাল ৮টা নাগাদ নিধান দেব খোয়াই নদীর চরস্থিত জমিতে যান এবং দেখতে পান তার ১ কানি জমিতে লতছিম গাছ তোলে ফেলে দেয় দুষ্কৃতীরা। গাছে ফসল শুরু হয়েছে সর্বত্র জমিতে। এই অবস্থা দেখে কৃষক পাশের কৃষকদের খবর দেন। সমস্ত কৃষক এই অবস্থা দেখে অবাক। খবর পেয়ে ছুটে যায় বাম বিধায়ক নির্মল বিশ্বাস এবং কৃষক নিধান দেবকে সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

সীমান্ত হাট পরিদর্শনে এডিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৭ সেপ্টেম্বর ।। আজ দুপুরে খোয়াইয়ের সীমান্ত হাটের একটি দল আন্তর্জাতিক পিলার নং ১৯৭০ এর নিকট পরিদর্শন করেন এলাকাটি খোয়াইয়ের বেলছড়া বিপিও এর পাশে। এই প্রতিনিধি দল সীমান্ত হাট কমিটির চেয়ারম্যান তথা এডিএম রাজীব দত্ত ১৯১ ব্যাটেলিয়ান বিএসএফ এর এসিস্ট কমান্ডেন্ট অমিত কুমার কাস্টম অফিসার সুমন চৌধুরী কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল দফতরের ম্যানেজার স্বপন মিত্র অন্যান্য আধিকারিকরা ছিলেন এই দিন সীমান্তের জিরো পয়েন্টে গিয়ে স্থানটি দেখে আসেন। অন্যদিকে বাংলাদেশের হবিগঞ্জ জেলার সোনারুঘাট এলাকায় এই হাট হবে। রাজ্যে আরও নতুন ছয়টি সীমান্ত হাট হবে বলে জানা গিয়েছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।